بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-8)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

১৩তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল–হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সূচীপত্র

www.e-ilm.weebly.com

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল–হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,

আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।

মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

স্বত্ব ঃ সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণঃ

যুলকা'দা, ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ ইং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ও
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঝঅঐওঐ গটঝখওগ ঝঐঅজওঋ : ১৩ ঃয াড়ষঁসব ঃৎধহংষধঃবফ রিঃয বংংবহঃরধষ বীঢ়ষধহধঃরড়হ রহঃড় ইধহমষধ নু গড়ষিধহধ গঁযধসসধফ অনঁষ ঋধঃধয ইযঁরুধহ ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অষ-ঐধফরঃয চৎড়শধংযড়হু, ২ ডধরংব ছঁধৎহর জড়ধফ, গড়যধসসধফ ঘধমধৎ, গঁহংযরযধঃর, অংযৎধভধনধফ, কধসৎধহমরৎপযধৎ, উযধশধ-১২১১, ইধহমষধফবংয. চৎরপব: ঞশ. ২৪০.০০. টঝঃ- ৫.০০.

www.e-ilm.weebly.com

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র 'কা'বা' গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ-এর বিবরণ ---------- ৫
অনুচ্ছেদ ঃ বিকলাংগ, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে (বদলী) হজ্জ সম্পাদন প্রসংগে ---------- ১৪
অনুচ্ছেদ ঃ নাবালকের হজ্জ করা জায়িয এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হজ্জ করিতে সহায়তা করিবে সেও ছাওয়াব পাইবে-এর বিবরণ ---------- ১৭
অনুচ্ছেদ ঃ জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয-এর বিবরণ ---------- ১৭
অনুচ্ছেদ ঃ মাহরামের সহিত মহিলাদের হজ্জ কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে সফর করার বিবরণ ---------- ২০
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের কিংবা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন সময়ে দু'আ পড়া মুস্তাহাব এবং এই সময়ে পঠিত উত্তম দু'আর বিবরণ ---------- ২৭
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও অন্যান্য সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কি দু'আ পাঠ করিবে-এর বিবরণ ---------- ২৯
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ, উমরা প্রভৃতি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল হুলায়ফার 'বাতহা' নামক স্থানে অবতরণ ও নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ ---------- ৩১
অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা বায়তুল্লাহয় হজ্জ করিবে না, উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না এবং মহান হজ্জের দিন-এর বিবরণ ---------- ৩২
অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত দিবসের ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় হাজীগণের অবতরণ এবং এইখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব-এর বিবরণ ---------- ৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহজিরগণের জন্য মক্কা মুকাররমায় অনধিক তিন দিন অবস্থান করা জায়িয হওয়ার বিবরণ ---------- ৪১
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা হারম, হারমে অভ্যন্তরে শিকার করা, গাছ পালা কাটা এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত পতিত বস্তু উঠানো চিরদিনের জন্য হারাম ---------- ৪৪
অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র নিয়া প্রবেশ করা নিষেধ-এর বিবরণ ---------- ৫৩
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়িয-এর বিবরণ ---------- ৫৩
অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা তায়্যিবার ফযীলত, এই শহরে বরকতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ, মদীনাও হারম, এই স্থানের শিকার করা, গাছপালা কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং মদীনা হারমের সীমানার বিবরণ ৫৭
অনুচ্ছেদ ঃ মদীনায় বসবাসে উৎসাহ প্রদান এবং এই স্থানের দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণে ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৭৭
অনুচ্ছেদ ঃ মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ হইতে মদীনা সংরক্ষিত-এর বিবরণ ---------- ৭৯
অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা নিজ হইতে সকল মন্দ বিতাড়ন করিবে এবং মদীনার অপর নাম 'তাবা' ও 'তায়্যিবা'-এর বিবরণ ৭৯
অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা বাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা হারাম এবং যেই ব্যক্তি তাহাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করে তাহাকে আল্লাহ ধ্বংস করিয়া দিবেন ---------- ৮৩
অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন শহর বিজয় হওয়া সত্ত্বেও লোকদেরকে মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করার বিবরণ ---------- ৮৫
অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী মদীনা লোকদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা মদীনা ত্যাগ করিবে-এর বিবরণ ---------- ৮৭
অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা ও তাঁহার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং তাঁহার মিম্বারের স্থলের ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৮৮
অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড়ের ফযীলত ---------- ৮৯
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তায়্যিবার মসজিদদ্বয়ে নামায আদায়ের ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৯০
অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি মসজিদে বিশেষ ফযীলত-এর বিবরণ ---------- ৯৬
অনুচ্ছেদ ঃ যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত উহা হইতেছে মদীনা মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ ---------- ৯৭

www.e-ilm.weebly.com

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কূবা-এর ফযীলত এবং উহাতে নামায আদায় ও উহার যিয়ারতের ফযীলত-এর বিবরণ ---- ৯৯

অধ্যায় ঃ বিবাহ সম্পর্কে -- ১০৩
অনুচ্ছেদ ঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব, খোর-পোষ যোগানে অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখিবে-এর বিবরণ -------------------- ১০৪
অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মহিলা দেখিয়া কামভাব জাগ্রত হইলে সে যেন তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিয়া নেয় -------------------- ১১৫
অনুচ্ছেদ ঃ মুতআ বিবাহ : ইহা (প্রথমে) বৈধ ছিল, পর রহিত করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, তারপর রহিত করা হয় আর ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে-এর বিবরণ -------------------- ১১৭
অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম-এর বিবরণ ১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তাহার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ হওয়ার বিবরণ ১৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তাহার (দ্বীনী) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। তবে যদি সে অনুমতি দেয় কিংবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে-এর বিবরণ -------------------- ১৪৪
অনুচ্ছেদ ঃ শিগার বিবাহ হারাম ও উহা বাতিল হওয়ার বিবরণ -------------------- ১৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণকরণ-এর বিবরণ -------------------- ১৪৯
অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতির জন্য মৌখিক অনুমতি এবং কুমারীর জন্য নীরবতাই সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হইবে -------------------- ১৫০
অনুচ্ছেদ ঃ পিতা নাবালিকা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে -------------------- ১৫৩
অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এই মাসে স্ত্রী সহবাসও মুস্তাহাব-এর বিবরণ ------ ১৫৮
অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে বিবাহের পূর্বে তাহার মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা মুবাহ হওয়ার বিবরণ -------------------- ১৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা, কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি কম হউক বা বেশি দেনমোহর হইতে পারে। এবং যাহার জন্য কষ্টকর না হয় তাহার জন্য পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর দেওয়া মুস্তাহাব -------- ১৬২
অনুচ্ছেদ ঃ দাসী আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করার ফযীলত -------------------- ১৭২
অনুচ্ছেদ ঃ যয়নব বিন্‌ত জাহশ (রাযিঃ)কে বিবাহ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়া এবং বিবাহে ওলীমা শরীআতে প্রমাণিত হওয়া-এর বিবরণ -------------------- ১৮২
অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াতকারীর আহ্বানে দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার হুকুম-এর বিবরণ -------------------- ১৯৩
অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ হয় এবং সে তাহার সহিত সহবাস করে। অতঃপর তালাক দেয় এবং ইদ্দত পালন করে -------- ১৯৯
অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীসহবাসের পূর্বে যাহা পাঠ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ -------------------- ২০৩
অনুচ্ছেদ ঃ মলদ্বার ছাড়া স্ত্রীর সম্মুখ কিংবা পিছন দিক হইতে সহবাস করা জায়িয-এর বিবরণ ----------- ২০৪
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য হারাম-এর বিবরণ -------------------- ২০৬
অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা হারাম-এর বিবরণ -------------------- ২০৯
অনুচ্ছেদ ঃ আযলের হুকুম -------------------- ২১০
অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীর সহিত সঙ্গম করা হারাম -------------------- ২১৯
অনুচ্ছেদ ঃ গীলা তথা স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ আযল করা মাকরূহ-এর বিবরণ --------- ২২০

১৩তম খণ্ড সমাপ্ত

১৪তম খণ্ডে কিতাবুর রিযা'

www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘কিতাবুল হজ্জ’-এর অবশিষ্ট

بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র ‘কা’বা’ গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ-এর বিবরণ

(৩১৩০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا".

(৩১৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি কাছাকাছি না হইলে আমি কা’বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করিতাম। কারণ কুরাইশগণ কা’বা ঘর নির্মাণের সময় (অর্থাভাবে) ইহার আয়তন ছোট করিয়াছে। আর উহার পিছন দিকে (অপর) একটি দরজা স্থাপন করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ (তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরীর যুগটি নিকটবর্তী না হইলে ...)। অর্থাৎ কুরাইশ। আর الحَدَاثَةُ শব্দটির ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অন্য রিওয়ায়তে আছে لولا حدثان قومك (তোমার সম্প্রদায় কুরাইশগণ নতুন (মুসলমান) না হইলে ...)। حدثان শব্দটির ح বর্ণে যের د বর্ণে সাকিন ও উহার পর ث বর্ণ দ্বারা পঠনে الحدوث অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ قرب عهدهم (তাহাদের কুফরী (ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি নিকটবর্তী ...)। অর্থাৎ কা’বা ঘরের বিষয়টি কুরাইশগণের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মানের বস্তু এবং ইহা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাহাদের গর্বের বিষয় ছিল। কাজেই কুরাইশগণ কুফরী ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণের যুগটি নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি আশংকা করিয়াছিলেন কা’বা ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ করিতে গেলে হয়তো ফিৎনা-ফ্যাসাদের উদ্ভব হইতে পারে। তাই তিনি কা’বাকে ভাঙ্গিয়া ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করা হইতে বিরত থাকেন।

www.e-ilm.weebly.com

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশংকা হইতে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে কোন কল্যাণজনক কর্ম পরিত্যাগ করা জায়িয আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৩)

حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ (কা'বা ঘর নির্মাণের সময় ...)। কুরাইশ কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির মধ্যকার ব্যবধান পাঁচ বছর। আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির পনের বছর পূর্বে কুরাইশ কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ করা হয়। প্রথমটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইহাকেই ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, পবিত্র কা'বা ঘর পাঁচবার নির্মাণ করা হয়। প্রথমে ফিরিশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন। অতঃপর জাহিলী যুগে কুরাইশগণ নির্মাণ করেন তাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩৫ বছর। আর কেহ বলেন, পঁচিশ বছর। সেই সময়ই লুঙ্গি খোলার কারণে জমিনে পতিত হইয়া গিয়াছিলেন। তারপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)। অতঃপর হাজ্জাজ বিন ইউসূফ। হাজ্জাজের ভিতের উপরই এখনও রহিয়াছে। -(ফত: মুল: ৩ঃ৩৬৩)

(৩১৩১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ.

(৩১৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩১৩২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(৩১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি কি অবহিত নও যে, তোমার সম্প্রদায় কুরাইশগণ পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণের সময় উহা ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতগুলির চাইতে খাটো করিয়া দেয়। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি উহা ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করিতে চান? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার সম্প্রদায় কুরাইশগণের কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি যদি নিকটতর না হইত তাহা হইলে আমি উহাই করিতাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) ইহা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়াই আমি দেখিয়াছি যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-হিজর (হাতীম)-এর নিকটবর্তী (শামীয়ায়নের) দুই রুকন স্পর্শ করিতেন না। কেননা, বায়তুল্লাহর এতদুভয় কোণ ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর স্থাপিত নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ (দুই রুকন স্পর্শ ...)। اسْتِلَام শব্দটি السلام (অভিবাধন, শান্তি) হইতে افتعال এর সীগা। এই স্থানে চুম্বন করার জন্য স্পর্শ করা কিংবা শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৪)

(৩১৩৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ".

(৩১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ তোমার কওম (কুরাইশগণ) যদি জাহিলিয়্যাত যুগের নিকটবর্তী না হইত কিংবা ইরশাদ করিয়াছেন, কুফর (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি নিকটবর্তী না হইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই কা'বা ঘরে (হাদিয়া-তুহফার মাধ্যমে) পুঞ্জিভূত মাল আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করিয়া দিতাম। ইহার দরজা ভূমির সমতলে করিয়া দিতাম এবং হাতীমকে পবিত্র কা'বা গৃহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ (আমি অবশ্যই কা'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিতাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাদীছের এই অতিরিক্ত অংশটুকু এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে দেখি নাই। তবে আবূ আওয়ানা (রহ.) কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র হইতে, তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কা'বা ঘরে দান ও মানতসমূহ দ্বারা পুঞ্জিভূত ধন-সম্পদ ফী সাবীলিল্লাহ খরচ করা জায়িয। কিন্তু অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আমি অবশ্যই কা'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ ইহার নির্মাণে খরচ করিতাম।" কা'বার নির্মাণে খরচ করাও ফী সাবীলিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর সম্ভবতঃ বর্ণিত রিওয়ায়তে আলোচ্য فی سبیل الله (আল্লাহর রাস্তা) দ্বারা ইহাই মর্ম। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, كنز الكعبة (কা'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ) দ্বারা সেই সকল সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ মর্ম যাহা হাদিয়া তুহফার মাধ্যমে পুঞ্জিভূত হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) আরও বলেন, 'কানযুল কা'বা' (কা'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ) দ্বারা কা'বা গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মর্ম নহে। যেমন কতক লোক ধারণা করেন। কা'বা ঘরের অলঙ্কারের হুকুম এবং তলোয়ার ও মাসহাফের অলঙ্কারের হুকুম এক। এইগুলি সবই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি। কাজেই ইহাকে যেই অবস্থায় আটকাইয়া রাখা হইয়াছে সেই অবস্থা হইতে পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে 'কানযুল কা'বা' হইতেছে কা'বায় সংগৃহীত হাদিয়া ও মানত ইত্যাদি। এই সকল সংগৃহীত অর্থ কা'বা ঘরের প্রয়োজনীয় খরচ করার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৪)

(৩১৩৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ

www.e-ilm.weebly.com

وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ".

(৩১৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মীনায়া (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ আমার খালা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়িশা! তোমার কওম (কুরাইশগণ) শিরক (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যদি কাছাকাছি না হইত তাহা হইলে আমি পবিত্র কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া ইহার ভিত ভূমির সমতলে স্থাপন করিয়া পুনঃনির্মাণ করিয়া দিতাম। ইহার দুইটি দরজা তৈরী করিতাম একটি (প্রবেশের জন্যে) পূর্বদিকে অপরটি (বাহির হওয়ার জন্য) পশ্চিম দিকে এবং হিজর (হাতীম)-এর ছয় হাত স্থান কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। কেননা, কুরাইশগণ কা'বা ঘর নির্মাণকালে (অর্থাভাবে) ইহার ভিত খাটো করিয়া দিয়াছে।

ফায়দা

سِتَّةَ أَذْرُعٍ (ছয় হাত)। أَذْرُعٍ শব্দটি ذِرَاعٌ -এর বহুবচন। ذِرَاعٌ হইতেছে من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى (কনুই হইতে মধ্যম আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত তথা আঠারো ইঞ্চি-এক হাত) -(আল-মুনজিদ ২৩৪)

(৩১৩৫) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلاَثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلاَثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَىْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ ". قَالَ فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ. فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ

www.e-ilm.weebly.com

مَكَّةَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ.

(৩১৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার শাসনামলে কা'বা গৃহ দগ্ধিভূত হইয়াছিল। যখন সিরীয় বাহিনী (হিজরী ৬৩ সনে) মক্কা মুকাররমায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল এবং পবিত্র কা'বা গৃহের যাহা হওয়ার তাহাই হইল। হজ্জের মৌসুমে লোকজন আগমনের সময় পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) কা'বাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল লোকদের অনুপ্রাণিত করা কিংবা তাহাদেরকে সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় মনোবল সৃষ্টি করা। লোকেরা জমায়েত হইলে তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! আপনারা আমাকে কা'বা ঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। আমি কি উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুনভাবে নির্মাণ করিব না কি শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করিয়া দিব? হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমার অন্তরে একটি মতের উদয় হইয়াছে যে, আমি মনে করি, শুধুমাত্র কা'বার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ তুমি মেরামত করিবে এবং কা'বা ঘর ও পাথরসমূহ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির সময়ে যেই অবস্থায় ছিল উহা সেই অবস্থায় অক্ষুণ্ন রাখিয়া দিবে। তখন ইবন যুবায়র (রাযিঃ) বলিলেন, আপনাদের কাহারও ঘর অগ্নিদগ্ধ হইলে উহা সংস্কার না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং আপনাদের রব্বের ঘর কিভাবে এইরূপ জীর্ণ অবস্থায় রাখা যাইতে পারে? আমি আমার রব্বের সমীপে তিনদিন ইস্তিখারা করিব। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। তিন দিন (ইস্তিখারা করার পর সেই মুতাবিক ফলাফল আসার) পর তিনি কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকেরা আশংকা করিতেছিল যে, যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বার ছাদে উঠিবে সে হয়তো কোন আসমানী গযবে পতিত হইবে। অবশেষে এক ব্যক্তি কা'বার ছাদে উঠিল এবং উহার একটি পাথর নীচে ফেলিল। লোকেরা যখন প্রত্যক্ষ করিল সে কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হয় নাই তখন তাহারা এই কাজে তাহাকে অনুসরণ করিল এবং কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া যমীনের সমতল করিয়া দিল। অতঃপর ইবন যুবায়র (রাযিঃ) কতগুলি খুঁটি স্থাপন করিয়া এইগুলির সহিত পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন (এবং ইহার দিকে লোকেরা নামায পড়তে থাকিল)। তারপর কা'বার দেওয়াল উঁচু করা হইল।

ইবন যুবায়র (রাযিঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই (আমার খালা) আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লোকেরা যদি কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণের) যুগের কাছাকাছি না হইত এবং আমার কাছে এমন অর্থও নাই যাহা দ্বারা কা'বাকে পুনঃনির্মাণ করিব। অন্যথায় আমি অবশ্যই আল-হিজর (হাতীম)-এর পাঁচ হাত জায়গা কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম এবং লোকদের প্রবেশের জন্য (একটি) এবং বাহির হইবার জন্য (একটি করে) ইহার দুই দরজা তৈরী করিয়া দিতাম। ইবন যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, বর্তমানে আমার কাছে উহা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে এবং লোকদের পক্ষ হইতেও প্রতিবাদের কোন আশংকা নাই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি হাতীমের পাঁচ গজ জায়গা কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ফলে উহা (ইবরাহীম (আঃ)-এর) ভিতের উপর দেওয়াল স্থাপিত হইল এবং লোকেরা উহা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল (যে, উহা যথাযথভাবেই ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর নির্মাণ হইতেছে)। অতঃপর উক্ত ভিতের উপর দেওয়াল উঠানো শুরু হইল। কা'বার উচ্চতা আঠার হাত। উহা যখন (প্রস্থে) বাড়ানো হইল তখন (উচ্চতা) খাটো হইয়া গেল। তাই ইহার উচ্চতা আরও ১০ হাত বৃদ্ধি করা হইল এবং দুই দরজা করা হইল– একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) শহীদ হইলেন তখন যালিম হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে উহা লিখিয়া জানাইল। সে আরও জানাইল যে, ইবন যুবায়র (রাযিঃ) (কা'বা ঘর) সেই (ইবরাহীম (আঃ)-এর) ভিতের উপর নির্মাণ করিয়াছে এবং মক্কা মুকাররমার বিশ্বস্ত লোকেরা উহা যাচাই করিয়া দেখিয়াছে। আবদুল মালিক (জবাবে) তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, কোন বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)কে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন আমাদের নাই। তিনি

www.e-ilm.weebly.com

উচ্চতায় যতখানি বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা বহাল রাখ এবং হাতীমের দিকে যতখানি বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিয়া পূর্বাবস্থায় করিয়া দাও। আর তিনি (নতুন) যেই দরজা খুলিয়াছেন উহা বন্ধ করিয়া দাও। ফলে হাজ্জাজ উহা ভাঙ্গিয়া পূর্বের (কুরাইশী) ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ الخ (ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার সময় কা'বা ঘর অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল)। ঐতিহাসিক আল-বায়াসী (রহ.) লিখেন, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর ছেলে ইয়াযীদের শাসনকে হযরত হুসায়ন, আবদুল্লাহ বিন উমর ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া মদীনার প্রশাসকের কাছে তাহাদেরকে বায়আতের জন্য শক্তহাতে পাকড়াও করিতে লিখিয়া পাঠান। ইয়াযীদের রাজত্বকাল ছিল তিন বছর আট মাস (৬১-৬৩ হিজরী) এবং ৩৮ বৎসর বয়সে সে মৃত্যুবরণ করে। ৬৮০-৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম ও বর্বরোচিত তিন ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত তিনটির একটি আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সিরীয় বাহিনী সেনাপতি মুসলিমের নেতৃত্বে মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে হাররা নামক স্থানের যুদ্ধে বহু সাহাবা ও কারী শহীদ করিয়া বিজয় লাভের পর মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হয়। কাদীদ নামক স্থানে মুসলিমের মৃত্যু হইলে হুসায়ন বিন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মক্কা নগরী অবরোধ করে এবং পাহাড়ের উপর হইতে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বার উপর পাথর বর্ষণ করে এবং অগ্নিসংযোগ করিয়া ইহার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। সিরীয় বাহিনী ৬৪ দিন অবরোধের পর যখন জানিতে পারিল ইয়াযীদের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহারা অবরোধ তুলিয়া দামেশ্ক প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) কা'বা ঘরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করেন। অতঃপর ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে আরাফাত যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনীর হাতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) শহীদ হন। এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফই কা'বা ঘর সম্পর্কে উমাইয়্যা রাজ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে জানান। তাঁহার নির্দেশেই হাজ্জাজ কর্তৃক উচ্চতা ঠিক রাখিয়া হাতীমকে বাদ দিয়া (কুরাইশী ভিতের উপর) কা'বা ঘর পুনরায় সংস্কার করে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৪-৩৬৫ সংক্ষিপ্ত ও অন্যান্য)

فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ (কা'বা ঘর যাহা হইবার তাহাই হইল)। আল্লামা ফাকিহী (রহ.) নিজ 'কিতাবু মক্কা' গ্রন্থে আবূ আবিস (রহ.) সূত্রে ইয়াযীদ বিন রুমান প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, সিরীয় বাহিনী যখন কা'বা ঘরে অগ্নিসংযোগ করে এবং পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে পাথর বর্ষণ করে তখন পবিত্র কা'বা ঘর জরাগ্রস্ত হইয়া মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয় -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৫)

يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ (তাহার উদ্দেশ্য ছিল লোকদের অনুপ্রাণিত করা কিংবা তাহাদেরকে সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মনোবল সৃষ্টি করা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, يُجَرِّئَهُمْ শব্দটি ج এবং ر অতঃপর শেষে همزه বর্ণ দ্বারা পঠনে الجراءة (সাহস) হইতে। يشجعهم على قتالهم باظهار قبح افعالهم (সিরীয় বাহিনীর জঘন্য কর্ম প্রদর্শন করিয়া লোকদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সাহসী করা, অনুপ্রাণিত করা)। শব্দটি অনুরূপ সংরক্ষণই প্রসিদ্ধ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আল আযরী (রহ.)-এর বর্ণনায় يجربهم রহিয়াছে। يجربهم শব্দটি ج ও ب বর্ণ দ্বারা পঠনে অর্থ يختبرهم (তাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিকারে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে)।

আর يحربهم শব্দটির ح বর্ণে যবরসহ ر ও ب দ্বারা পঠনে অর্থ يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت (সিরীয় বাহিনী পবিত্র কা'বা ঘরের কি ক্ষতি করিয়াছে উহা প্রদর্শন করতঃ ক্রোধান্বিত করা। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ يحملهم على الحرب (যুদ্ধের জন্য তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

www.e-ilm.weebly.com

قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ (আমার অন্তরে একটি মতের উদয় হইয়াছে ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, فُرِقَ শব্দটির ف বর্ণে পেশ এবং ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ كشف (আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, উন্মোচন) এবং بين (ব্যবধান, পার্থক্য)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ (আমি কুরআন মাজীদকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করিয়াছি– সূরা বনী ইসরাঈল ১০৬) অর্থাৎ فصلناه وبيناه (আমি ইহাকে পার্থক্য করিয়া দিয়াছি ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছি) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৬)

فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ (খুঁটিগুলিতে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, খুঁটি স্থাপন করিয়া পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যাহাতে কা'বার স্থানটি চিহ্নিত থাকে এবং দেওয়াল উঁচুতে উঠা পর্যন্ত লোকেরা এই দিকে হইয়া নামায আদায় করিতে পারে। অতঃপর দেওয়াল উঁচুতে উঠার পূর্ব পর্যন্ত উহা ছিল। কা'বার দেওয়াল উচ্চ হইবার পর উহা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা ইমাম মালিক (রহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, কা'বা ঘরের দিকে নামায আদায় করা উদ্দেশ্য, জায়গা নহে। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) এইদিকে ইশারা করিয়াই আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)কে বলিয়াছিলেন, আপনি যদি কা'বা ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ করিতে চান তাহা হইলে লোকদেরকে কিবলাবিহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন না। কিন্তু হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, তোমরা জায়গার দিকে নামায আদায় কর। ইহার ভিত্তিতেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের মাযহাব মতে কা'বার যমীনের দিকে নামায আদায় করা জায়িয। কা'বার ভিত দৃষ্টিগোচর হউক কিংবা না হউক সকল অবস্থায়ই নামায যথেষ্ট হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৬)

وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ (কা'বার উচ্চতা ছিল)। অর্থাৎ الارتفاع الى السماء (আকাশের দিকে উচ্চতা) আল্লামা সিন্দী (রহ.) স্বীয় হাশিয়ায় অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৬)

ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا (আঠার হাত)। অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কা'বার উচ্চতা বিশ হাত ছিল। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যুগে কা'বা শরীফ ৯ হাত উঁচু ছিল এবং ছাদ ছিল না। অতঃপর যখন কুরাইশগণ ইসলাম আগমনের পাঁচ বছর পূর্বে নির্মাণ করেন তখন তাহারা উহার উচ্চতা আরও ৯ হাত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) পুনঃনির্মাণের সময় আরও ৯ হাত বৃদ্ধি করেন। ফলে কা'বা ঘরের উচ্চতা ২৭ হাত হইয়াছে। বর্তমানেও উহাই রহিয়াছে। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৬৬-৩৬৭)

فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ (ফলে হাজ্জাজ উহা ভাঙ্গিয়া (কুরাইশী) ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করিয়া দেয়)। আল্লামা ফাকিহী (রহ.) আবূ উওয়াইস (রহ.) সূত্রে হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ তড়িঘড়ি করিয়া হাতীমকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আগের ভিতে দেওয়াল এবং পূর্ব পার্শ্বের দরজাকে পূর্বের ন্যায় উঁচু করিয়া এবং পশ্চিম পার্শ্বের দরজাটি দেওয়াল দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সংস্কার করে। আর উওয়াইস (রহ.) বলেন, আমাকে আহলে ইলমের একাধিক বিশেষজ্ঞ জানাইয়াছেন যে, আবদুল মালিক (রহ.) হাজ্জাজকে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি দেওয়ার পর অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং হাজ্জাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৬৭)

(৩১৩৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ سَمِعْتَهَا

www.e-ilm.weebly.com

تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ". فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ. هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا". قَالَتْ قُلْتُ لَا. قَالَ "تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ". قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

(৩১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... হারিছ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রবি'আ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন উবায়দ (রহ.) বলেন, হারিছ বিন আবদুল্লাহ (রহ.) প্রতিনিধি হিসাবে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে তাহার কাছে গিয়াছিলেন। আবদুল মালিক বলিলেন, আমার মনে হয় না যে, আবূ খুবায়ব অর্থাৎ ইবন যুবায়র (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট এমন কিছু (কা'বা ঘর সম্পর্কে) শ্রবণ করিয়াছেন যাহার দাবী তিনি করিয়া থাকেন। হারিছ (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি। আবদুল মালিক বলিলেন, আপনি তাঁহাকে কি বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? হারিছ (রহ.) বলিলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমার সম্প্রদায় (কুরাইশগণ) কা'বা গৃহের আয়তন ছোট করিয়া দিয়াছে। তাহাদের শিরক (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি কাছাকাছি না হইলে আমি তাহাদের বাদ দেওয়া অংশটুকু পুনরায় কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। তোমার কওমের লোকেরা যদি আমার পরে উহা পুনঃনির্মাণের পদক্ষেপ নেয়– তাই আস আমি তোমাকে তাহাদের বাদ দেওয়া অংশটুকু দেখাইয়া দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে (হাতীমের) প্রায় সাত হাত স্থান দেখাইয়া দিলেন। এই হাদীছ আবদুল্লাহ বিন উবায়দ (রহ.) হইতে বর্ণিত। আর রাবী ওয়ালীদ বিন আতা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আরও এতখানি অতিরিক্ত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি যমীনের সমতলে দুইটি দরজাও নির্মাণ করিয়া দিতাম– একটি পূর্ব দিকে এবং অপরটি পশ্চিম দিকে। তুমি কি জান, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পবিত্র কা'বার দরজা উঁচুতে স্থাপন করিয়াছে কেন? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, 'গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হইয়া (তাহারা ইহা করিয়াছে) যাহাতে শুধু সেই ব্যক্তিই কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে– যাহাকে তাহারা অনুমতি দিবে। যখন কোন ব্যক্তি কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছা করিত তখন তাহারা তাহাকে সিঁড়িতে উঠিয়া উপরে উঠিতে দিত। এমনকি সে যখন উহাতে প্রবেশের নিকটবর্তী হইত তখন তাহারা তাহাকে টানিয়া নীচে ফেলিয়া দিত।'

আবদুল মালিক হারিছ (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি এই কথা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হারিছ (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আবদুল মালিক কিছুক্ষণ নিজ হাতের ছড়ি দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। (যেমন কোন লজ্জিত ও চিন্তিত ব্যক্তির দ্বারা হইয়া থাকে)। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার আফসোস যে, আমি (ইবন যুবায়র (রাযিঃ)-এর) কাজটি স্বঅবস্থায় রাখিয়া দিতাম।

(৩১৩৭) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবন বকর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩১৩৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ". فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لاَ تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا. قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ.

(৩১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ কাযাআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। একদা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে বলিয়া উঠিলেন, ইবন যুবায়র (রাযিঃ)কে আল্লাহ কতল করুন− কেননা তিনি উম্মুল মু'মিনীন (হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছেন যে, তিনি নাকি তাহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন− রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে আয়িশা! তোমার কওমের কুফর (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি কাছাকাছি না হইত তাহা হইলে আমি কা'বা গৃহকে ভাঙ্গিয়া উহাতে হাতীম অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। কারণ তোমার কওম (কুরাইশগণ) কা'বার আয়তন ছোট করিয়া দিয়াছে। (তখন আবদুল মালিককে উদ্দেশ্য করিয়া) হারিছ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রবী'আ (রহ.) বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই কথা আর বলিবেন না। স্বয়ং আমি নিজে উম্মুল মু'মিনীন (হযরত আয়িশা রাযিঃ)কে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বলিলেন, কা'বা ঘর ভাংগার পূর্বে যদি আমি এই কথা শ্রবণ করিতাম তাহা হইলে ইবন যুবায়র (রাযিঃ)-এর উপরই ইহা বহাল রাখিতাম।

(৩১৩৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ "نَعَمْ". قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ". قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ".

(৩১৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম− হাতীমের দেওয়াল কি কা'বার অন্তর্ভুক্ত? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে তাঁহারা কেন ইহাকে পবিত্র কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে নাই? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমার কওম (কুরাইশ)-এর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার দরজা উঁচুতে নির্মাণ করার কারণ কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাও তোমার কওমের কাজ যাহাতে তাহাদের পছন্দসই লোকেরা ইহাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং অমনোনীত লোকেরা প্রবেশ করিতে না পারে। তোমার সম্প্রদায় জাহিলিয়্যাত (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি যদি কাছাকাছি না হইত এবং আমি

যদি এই আশংকা না করিতাম যে, তাহাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা হইলে অবশ্যই আমি (হাতীমের) দেওয়াল বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম এবং বায়তুল্লাহর দরজা যমীনের সমতল করিয়া দিতাম।

(৩১৪০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِجْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمٍ وَقَالَ "مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ".

(৩১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আল-হিজর তথা হাতিম সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর রাবী আবুল আহওয়াস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই রিওয়ায়তে আছে, (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) তখন আমি বলিলাম, ইহার দরজা উঁচুতে নির্মাণের কারণ কি যে, ইহাতে সিঁড়িতে উঠা ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না? আর এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি ইরশাদ করিলেন, এই আশংকায় যে, তাহাদের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে।

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهِرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিকলাংগ, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে (বদলী) হজ্জ সম্পাদন প্রসংগে

(৩১৪১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(৩১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাছ'আম সম্প্রদায়ের এক মহিলা তাঁহার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। ফযল (রাযিঃ) উক্ত মহিলার দিকে তাকাইতেছিলেন এবং মহিলাটিও ফযল (রাযিঃ)-এর দিকে তাকাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুবারক হাত দ্বারা) ফযল (রাযিঃ)-এর চেহারা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। মহিলাটি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দার উপর যেই হজ্জ ফরয করিয়াছেন উহা আমার অতিশয় বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হইয়াছে, কিন্তু তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া চলিতে অক্ষম। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিয়া দিতে পারি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। আর এই জিজ্ঞাসাটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا (উহা আমার অতিশয় বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হইয়াছে)। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে সক্ষম নহেন, সেই অবস্থায় যদি তাহার কাছে হজ্জ আদায় করার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ লাভ হয় তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব হইবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, অধিকাংশ মাশায়িখের মতে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব হইবে। কেননা সে অক্ষম হইলেও সক্ষম ব্যক্তির দ্বারা হজ্জে বদল করাইবে। আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং হানাফীগণের মধ্যে সাহেবাইনের মতে, অতিশয় বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু ব্যক্তিদের কাছে যদি হজ্জের প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তাহার উপরও হজ্জ ওয়াজিব হইবে। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু 'নিহায়া' গ্রন্থে আছে, কিছু সংখ্যক মাশায়িখের মতে অনুরূপ বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব নহে এবং বদল হজ্জ করানো কিংবা ওসীয়ত করাও তাহার উপর ওয়াজিব নহে। আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, ইমাম আযম (রহ.)-এর মতে বিকলাংগ, পঙ্গু, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি সওয়ারীতে আরোহণ করিতে অক্ষম, অন্ধ ও বাদশার নিষেধাজ্ঞা থাকিলে এমন ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার। -সূরা আলে ইমরান ৯৭)। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি অক্ষম হওয়ার কারণে হজ্জ ফরয নহে।

তাঁহাদের দলীলের জবাব ঃ খাছ'আম গোত্রের মহিলা সংশ্লিষ্ট আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তাহার বৃদ্ধ পিতার উপর হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং ইহার মর্ম এই যে, যেই সময় আমার পিতা সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া চলিতে সক্ষম ছিলেন তখন তাঁহার উপর হজ্জ ফরয ছিল অতঃপর তিনি বৃদ্ধ হইয়া অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। এখন কি তাহার উপর হজ্জ করা কিংবা অন্যের দ্বারা বদল হজ্জ করানো কিংবা ওসীয়ত করা ওয়াজিব? এই কারণেই আলোচ্য হাদীছে সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধ পিতার পক্ষে হজ্জ করার হুকুম দিয়াছেন।

কিংবা ইহার মর্ম এইরূপ হইবে যে, মানুষের উপর যেই সকল শর্তের ভিত্তিতে হজ্জ ফরয হয় সেই সকল শর্তের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা ছাড়া সবই পাওয়া গিয়াছে। এখন যদি আমি তাহার পক্ষ হইতে নফল হিসাবে হজ্জ আদায় করিয়া দেই তাহা হইলে উহা জায়িয হইবে কি না? ইহার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, نعم (হ্যাঁ)। -(বজলুল মজহুদ ৩ঃ১১১ ও হিদায়া ১ঃ১৯৩, তালীক ৩ঃ১৭৪)

হজ্জে বদল ঃ অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে কোন ব্যক্তি অপর কাহারও পক্ষে হজ্জ আদায় করিতে পারে না। হ্যাঁ, তবে যদি কোন ব্যক্তি ফরয হজ্জ আদায় না করিয়া মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য লোক হজ্জ আদায় করিয়া দিতে পারিবে। কেননা, মৃত্যুর পর তাহার পক্ষে হজ্জ আদায় করা সম্ভব নহে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ছাওরী (রহ.)-এর মতে অন্যের পক্ষে হজ্জ করা জায়িয আছে। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

নিজে হজ্জ না করিয়া অপরের পক্ষে হজ্জ করা বৈধ কি না এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে জায়িয নহে। তাহাদের দলীল ঃ عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال اخ لى او قريب لى فقال حججت من نفسك قال لا قال حج عن نفسك وحج عن شبرمة - رواه ابوداود (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে শুবরুম্মার পক্ষে লাব্বাইক বলিতে শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

www.e-ilm.weebly.com

শুবরুম্মা কে? লোকটি বলিলেন, আমার ভাই কিংবা আমার আত্মীয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজে হজ্জ করিয়াছ? লোকটি বলিলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজের হজ্জ (প্রথমে) কর এবং (পরে) শুবরুম্মার পক্ষে হজ্জ কর)।

হানাফীগণের মতে যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় করে নাই, তাহার জন্য অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা মাকরূহ। অর্থাৎ হানাফীগণের মতে মাকরূহসহ জায়িয। কেননা, আলোচ্য হাদীছ ব্যাপক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে নিজের হজ্জ করিয়াছে কি না উহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ আদায় করিয়া দাও। কোন ঘটনার বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া হুকুম দেওয়ার দ্বারা ব্যাপক অর্থ মর্ম হইয়া থাকে। সুতরাং অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা ব্যাপকভাবে জায়িয হইবে।

জবাব ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের প্রদত্ত শুবরুম্মার ঘটনা বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর উপর মাওকূফ। আহমদ (রহ.) বলেন, ইহাকে মারফু বলা ভুল। ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, ইহা মারফু বলিয়া প্রমাণিত নহে।

কতক বিশেষজ্ঞ এতদুভয় হাদীছে এইরূপে সমন্বয় করিয়াছেন যে, খাছ'আম গোত্রের মহিলার বর্ণিত হাদীছে নিজে হজ্জ করার পূর্বে অন্যের পক্ষে হজ্জ করা জায়িয প্রমাণিত হয়। আর শুবরুম্মার ঘটনা বর্ণিত হাদীছে নিজের হজ্জ আগে করার হুকুম রহিয়াছে ইহা মুস্তাহাবমূলক হুকুম। আর হানাফীগণ ইহাই বলেন যে, নিজের হজ্জ করার পূর্বে অন্যের পক্ষে বদলী হজ্জ করা উত্তমের বিপরীত। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, জায়িয আছে কিন্তু উত্তমের খিলাফ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(আইনী ৪ঃ৪৮৩, বজলুল মজহুদ ৩ঃ১১১, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৭১-৭৩)

ফায়দা ঃ শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে অনেক ফায়দা রহিয়াছে।

(১) একটি সওয়ারীর উপর দুইজন আরোহণ করা জায়িয। (২) ফতোয়া ইত্যাদির প্রয়োজনে বেগানা মহিলার কথা শ্রবণ করা জায়িয আছে। (৩) বেগানা মহিলার দিকে তাকানো হারাম। (৪) সম্ভব হইলে হাত দ্বারা নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখা চাই। (৫) অক্ষম কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা জায়িয। (৬) পুরুষের পক্ষে মহিলার হজ্জ করা জায়িয আছে -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৩১)

(৩১৪২) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "فَحُجِّي عَنْهُ".

(৩১৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরাম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি ফযল (বিন আব্বাস রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, খাছ'আম সম্প্রদায়ের এক মহিলা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জ ফরয হইয়াছে। তবে তিনি তাহার উটের উপর বসিয়া স্থির থাকিতে সক্ষম নহেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিয়া দাও।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাবালকের হজ্জ করা জায়িয এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হজ্জ করিতে সহায়তা করিবে সেও ছাওয়াব পাইবে-এর বিবরণ

(৩১৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ "مَنِ الْقَوْمُ". قَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ "رَسُولُ اللهِ". فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".

(৩১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি রাওহা নামক স্থানে একদল (উটের উপর) সওয়ারীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তাহারা বলিল, আমরা মুসলমান। তখন তাহারা (আরোহীরা) জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার রাসূল। অতঃপর এক মহিলা তাঁহার সামনে (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) একটি শিশুকে ধরিয়া আরয করিলেন, এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্যও ছাওয়াব রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ (তিনি রাওহা নামক স্থানে একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পাইলেন)। رَكْبًا শব্দটির ر বর্ণে যবর ك বর্ণে সাকিনসহ পঠনে راكب -এর বহুবচন কিংবা صاحب -এর ন্যায় اسم جمع হিসাবে ব্যবহৃত। সফরে দশটি কিংবা ততোধিক উটে আরোহীর কাফিলাকে ركب বলা হয়। কিন্তু অন্যান্য সওয়ারীর উপর প্রয়োগ হয়। অতঃপর প্রত্যেক জামাআত তথা দলের উপর প্রয়োগ হইতে থাকে -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৩)।

بِالرَّوْحَاءِ (রাওহা নামক স্থানে)। رَوْحَاءِ শব্দটির ر বর্ণে যবর و বর্ণে সাকিন এবং ح বর্ণে মদ্দসহ পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) নিজ 'আল-মাশারিক' গ্রন্থে লিখেন এই স্থানটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৩)।

أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ (এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ)। নাবালক শিশুর হজ্জ সহীহ হওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও জমহুরে উলামার মতে শিশুর হজ্জ সহীহ এবং সে ছাওয়াব পাইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের হজ্জের আহকাম নাবালকের হজ্জের উপর প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইসলামের ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। কাজেই সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সামর্থ্য হইলে তাহার জন্য হজ্জ করা ফরয হইবে। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। অধিকন্তু কতক বিশেষজ্ঞ এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, নাবালক অবস্থায় আদায়কৃত হজ্জ দ্বারা তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে" প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলিয়াছেন।

'বযলুল মজহুদ' গ্রন্থকার আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) হইতে নকল করেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, নাবালকের ইহরাম সহীহ নহে এবং সে উহার যোগ্যও নয়। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধসমূহের কোন কিছুই তাহার উপর অত্যাবশ্যক হইবে না; বরং তাহাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হজ্জ করাইবে।

মুসলিম শরীফ -১৩-২/১

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা সিন্দী (রহ.) 'লুবাবুল মানাসিক' গ্রন্থে এবং মুল্লা আলী কারী (রহ.) নিজ শরহ-এর মধ্যে নাবালকের ইহরাম সম্পর্কে হানাফীগণের মাযহাব এইরূপ নকল করিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান নাবালকের ইহরাম কেবল নফলের জন্য অনুষ্ঠিত হইবে। ফরযের জন্য নহে। কেননা, সর্বসম্মত মতে তাহার ইহরাম ইসলামী হজ্জের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইবে না। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, যদি পার্থক্য করা সক্ষম বুদ্ধিমান নাবালক ইহরাম বাঁধে কিংবা তাহার পক্ষে তাহার পিতা ইহরাম বাঁধেন তাহা হইলে সে মুহরিম হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করা তাহার জন্য সমীচীন। 'লুবাব' গ্রন্থে আছে যে, তাহার ওলীর জন্য উচিত তিনি যেন তাহাকে ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তু যেমন, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান ও খুশবু হইতে বিরত রাখে। তবে সে যদি উহা করিয়া ফেলে তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, নাবালক শিশুর যদি হজ্জ আদায় করার মত বুদ্ধি না থাকে তবে তাহার পক্ষ হইতে তাহার পিতা ইহরাম বাঁধা জায়িয হইবে। যদি বুদ্ধিমান হয় এবং নিজে হজ্জ আদায় করিতে পারে তবে বালিগ ব্যক্তির ন্যায় হজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করিবে।

জবাব : আলোচ্য হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম نَعَمْ (হ্যাঁ) বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা হজ্জ সহীহ হওয়া মর্ম নহে; বরং তাহাকে অভ্যাস করার জন্য نَعَمْ (হ্যাঁ) বলিয়াছেন। যেমন তিরমিযী শরীফে এই অনুচ্ছেদে রহিয়াছে। আর কতক যে বলিয়াছেন তাহার ইসলামী ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হইবে। ইহার উত্তরে ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, স্বয়ং এই হাদীছে রাবী ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ايما غلام اى صبى حج به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى (যেই শিশু তাহার পরিবারের সহিত হজ্জ পালন করিবে। অতঃপর সে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হইবে তখন তাহার উপর অপর একটি হজ্জ ফরয হইবে। -(বযলুল মজহুদ ৩ঃ৮৩, হিদায়া ১ঃ১৯৩, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৭০-৭১)

وَلَكِ أَجْرٌ (এবং তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে)। মহিলাটিকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশ্নের অতিরিক্ত জবাব দেওয়া হইয়াছে। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, তাহাকে হজ্জ শিক্ষা ও সহযোগিতা করার ছাওয়াব পাইবে।

(৩১৪৪) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".

(৩১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা তাহার শিশুকে তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে।

(৩১৪৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".

(৩১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... কুরায়ব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা তাহার শিশুকে তুলিয়া ধরিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই শিশুর কি হজ্জ হইবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে।

মুসলিম ফর্মা -১৩-২/২

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৪৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ.

(৩১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয-এর বিবরণ

(৩১৪৭) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ".

(৩১৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন : হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। কাজেই তোমরা হজ্জ পালন কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব থাকিলেন এবং সে কথাটি তিনবার বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি হ্যাঁ বলিলে ইহা (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা তাহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমাকে ততখানি কথার উপর থাকিতে দাও যতখানি আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলি। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেদের অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে এবং তাহাদের নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি তখন তোমরা উহার উপর যথাসাধ্য আমল কর আর যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করিতে নিষেধ করি তখন তোমরা উহা পরিহার কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ (তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মাধ্যমে وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার –সূরা আলে ইমরান ৯৭)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৩)

فَقَالَ رَجُلٌ (এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন)। তিনি হইলেন আকবা' বিন হারিস (রাযিঃ)। -(ঐ)

أَكُلَّ عَامٍ (ইহা কি প্রতি বছর)? ل বর্ণে نصب (যবর) দ্বারা পঠিত। উহ্য বাক্যটি اتأمرنا ان نحج بكل عام (আপনি কি আমাদেরকে প্রতি বছর হজ্জব্রত পালনের নির্দেশ দেন?) কিংবা افرض علينا ان نحج كل عام (আমাদের উপর কি প্রতি বছর হজ্জ পালন করা ফরয করা হইয়াছে?) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৩)।

www.e-ilm.weebly.com

وَلَـمَا اسْتَطَعْتُمْ (আর তোমরা উহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না)। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বছর হজ্জব্রত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না –সূরা বাকারা ২৮৬) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৪)।

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (তোমরা আমাকে ততখানি কথার উপর থাকিতে দাও যতখানি আমি তোমাদের জন্য বলি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার উপর কোন বস্তু ওয়াজিব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ হইতে কোন হুকুম পৌঁছিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৪)।

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা)। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক। -(ঐ)

بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ (অধিক প্রশ্নের কারণে)। যেমন আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত ও কথা বলার আবেদন, গাভীর ঘটনা প্রভৃতি -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৪)।

بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাহরামের সহিত মহিলাদের হজ্জ কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে সফর করার বিবরণ

(৩১৪৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

(৩১৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ব্যতীত একাকী তিন দিনের সফর না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (মহিলার সহিত মাহরাম ব্যতীত ...)। مَحْرَمُ (মাহরাম) সেই লোককে বলে, যাহার সহিত সর্বদার জন্য বিবাহ হারাম। ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলেন।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, যদি নিরাপদ সাথী পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে মহিলাদের উপর হজ্জ করা অত্যাবশ্যক হইবে। কেননা, ইহা হিজরতের সফরের ন্যায় ফরয সফর। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত। এতদুভয় ইমাম ফরয হজ্জ আদায়ের জন্য মাহরাম থাকার গুরুত্ব দেন না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মহিলার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী থাকা শর্ত নহে; বরং অন্য কোন নির্ভরযোগ্য মহিলা থাকিলেও তাহার উপর হজ্জ আদায় করা অত্যাবশ্যক হইবে। -(আল বাদাঈ)

তাহাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার –সূরা আলে ইমরান ৯৭)। এই আয়াতের সম্বোধনে পুরুষ ও মহিলা উভয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মহিলার যদি আসা-যাওয়ার প্রয়োজনীয় খরচ থাকে তাহাকে সামর্থ্যবান বলা হইবে। আর যদি তাহার সহিত নির্ভরযোগ্য অপর মহিলাগণ থাকে যাহাদের কারণে সে ফ্যাসাদে সমাবৃত্ত হইতে নিরাপদ হয় তাহা হইলে তাহার উপর ফরয হজ্জ আদায় করা অত্যাবশ্যক হইবে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী অন্যান্য ইমামগণের মতে, মহিলার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী থাকা শর্ত। যদি উহাদের কেহ না থাকে তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব নহে। 'আল-বাদাঈ' কিতাবে অনুরূপ আছে।

www.e-ilm.weebly.com

আহনাফের দলীল, (১) عن ابن عباس رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا لا تحجن امرأة الا ومعها محرم (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাবধান কোন মহিলা যেন তাহার সহিত কোন মাহরাম ব্যতীত হজ্জ পালন না করে)।

(২) আলোচ্য হাদীছে আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তাহার সহিত মাহরাম ব্যতীত তিন দিনের রাস্তা সফর করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩) কোন মহিলা মাহরাম কিংবা স্বামী ব্যতীত সফর করিলে ফিৎনার প্রবল আশংকা আছে। আর যদি অন্যান্য মহিলাদের সহিত হয় তাহা হইলে আরও অধিক ফিতনা হইবে। কাজেই বেগানাদের সহিত নির্জনতা হারাম, যদিও তাহার সহিত অন্য মহিলা থাকুক।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব :

(১) আয়াত শরীফে সেই মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে না যাহার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী না হয়। কেননা, মহিলারা সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে এবং অবতরণ করিতে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ইহা কেবল মাহরাম ও স্বামীর মাধ্যমেই হইতে পারে, অন্যের দ্বারা নহে। সুতরাং মাহরাম কিংবা স্বামী ব্যতীত মহিলাদের মধ্যে সামর্থ্যতাই অর্জিত হয় না।

(২) এই আয়াত সর্বসম্মত মতে কিছু শর্তের সহিত শর্তায়িত। কাজেই মহিলাদের ব্যাপারে মাহরাম কিংবা স্বামী সঙ্গে থাকার শর্তের সহিত শর্তায়িত হইবে। যাহা সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। -(বজলুল মজহুদ ৩ঃ৭৯, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৬, হিদায়া ১ঃ২১৩, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৭৩)

মহিলাদেরকে মাহরাম কিংবা স্বামীর সঙ্গে ব্যতীত কতখানি দূরত্ব পর্যন্ত সফর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে ঃ কেননা কতক রিওয়ায়তে এক রাত্রির দূরত্বের রাস্তা। কতক রিওয়ায়তে এক দিনের দূরত্ব। কতক রিওয়ায়তে একদিন ও এক রাত্রির দূরত্ব। আর এক রিওয়ায়তে আছে, দুইদিন কিংবা দুই রাত্রির দূরত্ব পথ পর্যন্ত। এক রিওয়ায়তে আছে, তিন দিনের রাস্তার দূরত্ব পর্যন্ত।

আল্লামা মানযরী (রহ.) বলেন, (১) এই সকল রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, সম্ভবতঃ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে উহা ইরশাদ হইয়াছে। কিংবা (২) সকল রিওয়ায়তে কম সংখ্যাকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা, একদিন প্রথম ও সর্বনিম্ন সংখ্যা। দুই অধিকের মধ্যে প্রথম ও সর্বনিম্ন সংখ্যা আর তিন বহুবচনের প্রথম সংখ্যা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, অনুরূপ অল্প সময় যখন মাহরাম ও স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত মহিলাদের সফর করা জায়িয নাই তাহা হইলে অধিক সময়ের জন্য কিভাবে জায়িয হইবে?

'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, কোন মহিলার জন্য এক দিনের দূরত্বের রাস্তা সফরের জন্য একাকী বাহির হওয়া মাকরূহ। বর্তমান ফ্যাসাদের যুগে ইহার উপর ফতোয়া হওয়াই সমীচীন। 'শরহুল লুবাব' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। অধিকন্তু সহীহায়নের হাদীছও ইহার স্বপক্ষে রহিয়াছে। যেমন عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم (আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন রাত্রির দূরত্বের রাস্তা সফর করা হালাল নহে -(মুসলিম ৩১৫০ নং হাদীছ) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৫, বজলুল মজহুদ ৩ঃ৭৯)

(৩১৪৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، "ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে তিন দিনের বেশী। আর ইবন নুমায়র (রহ.)-এর পিতার সনদে বর্ণিত রিওয়ায়তে "মহিলার সহিত মাহরাম ব্যতীত তিন রাত্রি" রহিয়াছে।

(৩১৫০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

(৩১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন রাত্রির দূরত্বের রাস্তা সফর করা হালাল নহে।

(৩১৫১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا".

(৩১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... কাযা'আ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট হইতে একটি হাদীছ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য হইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করি নাই উহা কেন তাঁহার বরাতে বলিব। রাবী (কাযাআ) বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোন মসজিদে অধিক ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) সফর করিও না। "আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা।" আমি তাঁহাকে আরও বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, "কোন মহিলা যেন সাথে কোন মাহরাম কিংবা তাহার স্বামী ছাড়া দুই দিনের পথেও সফর না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى (আল-মসজিদুল আকসা) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস। বায়তুল মুকাদ্দাসকে 'আকসা' নাম করণের কারণ হইতেছে যে, ইহা আল-মসজিদুল হারাম হইতে বেশ দূরত্বে অবস্থিত। আর কেহ বলেন, উভয়ের নির্মাণকাল বেশ দূরত্ব। কিন্তু এই মতে আপত্তি আছে, কেননা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এতদুভয়ের নির্মাণে মাত্র ৪০ বৎসর ব্যবধান। আল্লামা যমখসরী (রহ.) বলেন, الأَقْصَى (আল-আকসা) নামকরণের কারণ হইতেছে যে, তৎকালে ইহার পশ্চাতে অন্য কোন মসজিদ ছিল না। আর কতক বলেন, ইহা গুনাহ ও ময়লা-আবর্জনা হইতে দূরে থাকার কারণে 'আকসা' নামকরণ করা হইয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা অন্যান্য মসজিদসমূহের তুলনায় এই তিনটি মসজিদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা, এই তিনটি মসজিদ নবীগণের দ্বারা নির্মিত। প্রথম মসজিদটি তাকওয়ার উপর ভিত্তি, দ্বিতীয় মসজিদটি মানুষের কিবলা এবং ইহার দিকেই লোক সকল হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। আর তৃতীয় মসজিদটি পূর্ববর্তী উম্মতের কিবলা এবং মুসলমানগণের প্রাথমিক কিবলা।

তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যেমন জীবিত ও মৃত বুযুর্গগণের যিয়ারত, ফযীলতপূর্ণ স্থানে বরকত ও নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। শায়খ আবূ মুহাম্মদ আল-জুভীনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথায়ও সফর করা হারাম।

কতক উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لَاتَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াব উদ্দেশ্যে) সফর করিও না)-এর মর্ম হইতেছে যে, এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে কেবল সফর করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ফযীলত লাভ হয় যদিও অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয আছে। যেমন ইমাম আহমদ (রহ.) শাহর বিন হাওশাব (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। قال سمعت ربا سعيد وذكرت عنده الصلوة فى الطور فقال قال رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لا ينبغى للمصلى ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى و مسجدى (শাহর বিন হাওশাব (রহ.) বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর কাছে তূর পাহাড়ে নামায আদায় সম্পর্কে উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, আল মসজিদুল হারাম, আল মসজিদুল আকসা এবং আমার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে কোন মুসল্লীর জন্য সফর করা সমীচীন নহে) এই হাদীছের لاينبغى (সমীচীন নহে) শব্দ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম নহে।

'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই জবাবের দৃষ্টান্ত হইতেছে যেমন নিম্নোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন, لاحسد الافى اثنين (দুই বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে حسد করা বৈধ নহে) এই হাদীছে حسد (হিংসা, ঈর্ষা) দ্বারা غبطة (অন্যের ন্যায় সুখ কামনা করা) মর্ম। আর ইহা সকল নেক কর্ম ও জায়িয বস্তুর জন্য কামনা করা জায়িযও প্রশংসিত। সুতরাং এই হাদীছের মর্ম হইল لاغبطة اعظم وافضل من الغبطة هذين الامرين (এই দুই বস্তুর লাভের কামনা হইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোন কামনা নাই)। এই দৃষ্টিকোন হইতে আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইতেছে انه ليس مسجد اولى و احق بان يشد اليه الرحل من هذه المساجد الثلاثة (এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা অপেক্ষা অধিক উত্তম ও হকদার অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের মধ্যে নাই)। ইহা দ্বারা অন্য মসজিদে কিংবা স্থানে সফর করা নিষেধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ, অন্য কোন দলীল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন কথা। তখন সেই মুতাবিক আমল করা হইবে।

সহীহ্ সনদে সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, صلاة فى قبا احب الى من ان اتى بيت المقدس ولو يعلمون ما فى قبا تضربوا اليه اكباد الابل (বায়তুল মুকাদ্দাসে দুইবার যাওয়া অপেক্ষা কুবা মসজিদে নামায আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। 'কুবা' মসজিদ নামায পড়ার ফযীলত যদি তাহাদের জানা থাকিত তাহা হইলে কষ্ট স্বীকার করতঃ উটে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইত)। এই আছার দ্বারা ইশারা হয় যে, কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সীমাবদ্ধ নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৫২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

(৩১৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চারটি বাণী শ্রবণ করিয়াছি। যাহা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া দিয়াছে ও চমৎকৃত করিয়া ফেলিয়াছে (তাহা হইল এই) স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলাকে দুই দিনের পথও সফর করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অবশিষ্ট হাদীছ তিনি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩১৫৩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

(৩১৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা মাহরাম (যাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করিবে না।

(৩১৫৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

(৩১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা মাহরাম ব্যতীত তিন রাত্রির অধিক দূরত্বের রাস্তা একাকী সফর করিবে না।

(৩১৫৫) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

(৩১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন, সাথে মাহরাম ব্যতীত তিন দিনের অতিরিক্ত দূরত্বের রাস্তা।

(৩১৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا".

(৩১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

www.e-ilm.weebly.com

করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম পুরুষ ব্যক্তি ব্যতীত এক রাত্রির পথও সফর করা হালাল নহে।

(৩১৫৭) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

(৩১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত এক দিনের দূরত্ব পথ সফর করা হালাল নহে।

(৩১৫৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا".

(৩১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম ব্যতীত একদিন ও এক রাত্রির দূরত্বের পথ একাকী সফর করা বৈধ নহে।

(৩১৫৯) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

(৩১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মহিলার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া তিন দিনের দুরত্বের পথ সফর করা হালাল নহে।

(৩১৬০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

(৩১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোন মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য তাহার পিতা কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার স্বামী কিংবা তাহার ভাই কিংবা তাহার অপর কোন মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ব্যতীত তিন দিন কিংবা ইহার অতিরিক্ত সময়ের দূরত্ব পথ সফর করা জায়িয নহে।

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৬১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩১৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩১৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".

(৩১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবায় ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মাহরাম কাছে নাই এমতাবস্থায় কোন মহিলার সহিত কোন (বেগানা) পুরুষ একান্তে অবস্থান করিবে না। মহিলারা মাহরাম ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সফর করিবে না। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং আমাকে অমুক সৈন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে– যাহারা অমুক অমুক স্থানে জিহাদে যাইবে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি চলিয়া যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্জ পালন কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خَرَجَتْ حَاجَّةً (হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে)। অর্থাৎ اردت ان تخرج محرمة للحج (হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিয়াছে) কিংবা হজ্জের ইচ্ছা করিয়াছে অথচ তাহার সহিত কোন মাহরাম নাই। আর অন্য রিওয়ায়তে আছে وامرأتي تريد الحج (আমার স্ত্রী হজ্জের ইচ্ছা করিয়াছে) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৭৯)।

(৩১৬৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৩১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' আয-যাহরানী (রহ.) তিনি ... আমর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩১৬৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

(৩১৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে এই রিওয়ায়তে নিম্নোক্ত বাণীটি উল্লেখ নাই ঃ মাহরাম কাছে নাই এমতাবস্থায় কোন মহিলার সহিত কোন (বেগানা) পুরুষ একান্তে অবস্থান করিবে না।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ استحباب الذكر اذا ركب دابته متوجها لسفر حج او غَيْرِهِ و بيان الافضل من ذلك الذكر

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের কিংবা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন সময়ে দু'আ পড়া মুস্তাহাব এবং এই সময়ে পঠিত উত্তম দু'আর বিবরণ

(৩১৬৫) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ". وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وَزَادَ فِيهِنَّ "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ".

(৩১৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) জানান, আলী আল-আযদী (রহ.) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) তাহাদেরকে শিক্ষা দিতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়ও সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁহার উটে আরোহণ করিয়া সোজা বসিয়া তিনবার তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। অতঃপর তিনি এই দু'আ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ (পবিত্র সুবহান সেই সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও আমরা ইহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা আপনার নিকট কল্যাণ, আল্লাহভীতি ও আপনার সন্তুষ্টিমূলক আমলের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন এবং ইহার দূরত্ব হ্রাস করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! আপনার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়া মাল ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতিকর পরিবর্তন হইতে)। পাঠ করিতেন। অতঃপর তিনি যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখনও উপর্যুক্ত দু'আগুলি পাঠ করিতেন এবং উহার সহিত এতখানি آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রব্বের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী)। অতিরিক্ত সংযোজন করিয়া পাঠ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمُنْقَلِبُونَ (অবশ্যই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে)। অর্থাৎ رَاجِعُوْنَ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী)। ইহা দ্বারা আবেদনের উপর শুকরিয়া প্রকাশের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, শায়খ আবদুল কাদির (রহ.) 'মুযীহুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, ইহাতে পার্থিব সফরের সহিত আখিরাতের সফর এবং তাঁহার (পালনকর্তার) দিকে ইনতিকালের বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ -(ফতঃ মুঃ ৩ঃ৩৮৩)।

مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (সফরের কষ্ট-ক্লান্তি হইতে)। وَعْثَاءِ শব্দটির و বর্ণে যবর ع বর্ণে সাকিন এবং ث বর্ণে মাদ্দসহ পঠিত। ইহা হইতেছে المشقة والشدة (কষ্ট এবং অসুবিধা) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮০)।

وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ (দুঃখজনক দৃশ্য)। وَكَآبَةِ শব্দটির ك বর্ণে যবর ও মাদ্দসহ পঠনে অর্থ تغير النفس من حزن (পেরেশানীর মাধ্যমে মন বিকৃত হইয়া দুঃখিত হওয়া) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮০)।

آيِبُوْنَ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী) آيِبُوْنَ শব্দটি آيِبُ -এর বহুবচন। الراجع (প্রত্যাবর্তনকারী) অর্থে ব্যবহৃত। মূলতঃ الاوبة হইতেছে الرجوع عما هو مذموم الى ما هو محمود (তিরস্কৃত বস্তু হইতে প্রশংসিত বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮০)।

(৩১৬৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

(৩১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন সারজাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করিতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন সফরের কষ্ট হইতে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন হইতে, সুখের পর দুঃখে পতিত হইতে, মযলূম ব্যক্তির বদ-দু'আ হইতে এবং ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ক্ষতিকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (অত্যাচারিতের বদ-দু'আ হইতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আমি যুলম-অত্যাচার হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কেননা, ইহার কারণেই অত্যাচারিতের বদ-দু'আ বাধ্যতামূলক হয়। মযলূম তথা অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এমন– যাহার মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। ফলে, আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে কবূল করিয়া ফেলেন। ইহা দ্বারা যুলম হইতে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮১)

(৩১৬৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ. وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ".

(৩১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আসিম আল আহওয়াল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী আবদুল ওয়াহিদ বর্ণিত হাদীছে فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ (ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের) রহিয়াছে। আর রাবী মুহাম্মদ বিন হাযম (রহ.)-এর রিওয়ায়তে তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনকালে أَهْل (পরিবার-পরিজন) শব্দটি প্রথমে বলিতেন। উভয়ের বর্ণিত রিওয়ায়তে اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে সফরের কষ্ট ক্লান্তি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি রহিয়াছে)।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও অন্যান্য সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কি দু'আ পাঠ করিবে-এর বিবরণ

(৩১৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ "لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

(৩১৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, অভিযান ও হজ্জ কিংবা উমরা পালন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে যখন কোন উঁচু টিলা কিংবা কংকরময় উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতেন তখন তিনবার তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিতেন। অতঃপর এই দু'আ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহারই রাজত্ব, তাঁহার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রব্বকে সাজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন) পাঠ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا قَفَلَ (যখন প্রত্যার্তন করেন)। قَفَلَ শব্দটির প্রথমে ق বর্ণ অতঃপর ف বর্ণ দ্বারা পঠনে رجع (প্রত্যাবর্তন)-এর ওযন ও অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮১)

أَوْ فَدْفَدٍ (কিংবা কংকরময় উচ্চ ভূমিতে)। فَدْفَدٍ শব্দটির ف বর্ণের পরে د বর্ণ অতঃপর ف বর্ণের পর د বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইহার মশহুর ব্যাখ্যা হইতেছে المكان المرتفع (উচ্চভূমি)। আর কেহ বলেন, সমতল যমীন। আর কেহ বলেন, গাছপালাবিহীন প্রান্তর, মরুভূমি। আর কেহ বলেন, কংকরময় উপত্যকা -(ঐ)।

آيِبُونَ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী)। آيِبُوْنَ শব্দটি آيِبٌ-এর বহুবচন। راجع (প্রত্যাবর্তনকারী)-এর ওযন ও অর্থে ব্যবহৃত। ইহা خبر (বিধেয়) এবং مبتدا (উদ্দেশ্য) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ نحن ائبون (আমরা প্রত্যাবর্তন-কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮১)।

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ (আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন)। অর্থাৎ দ্বীনকে প্রকাশ করার ওয়াদা ঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা করিয়াছেন। –সূরা ফাতহ ২০)

জিহাদের সফর সম্পর্কে ওয়াদা ঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ (তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদরকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, তাহাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করিবেন। -সূরা নূর ৫৫)

হজ্জ এবং উমরার সফর সম্পর্কে ওয়াদা ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে। -সূরা ফাতহ ২০) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮১-৩৮২)।

نَصَرَ عَبْدَهُ (তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন)। বান্দা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ সত্তা মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮২)।

هَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন)। অর্থাৎ মানুষের মধ্য হইতে কাহারও কর্ম ব্যতীতই। এই স্থলে الأَحْزَابُ (সম্মিলিত বাহিনী) দ্বারা মর্ম কি এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, তাহারা হইল কুরাইশ কাফিরগণ এবং তাহাদের সহযোগী অন্যান্য আরব ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় যাহারা খন্দকের জিহাদে একত্রিত হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়াই সূরা আহযাব অবতরণ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ব্যাপক মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮২)।

(৩১৬৯) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ إِلاَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ.

(৩১৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী আইয়ূ্যব (রহ.) বর্ণিত হাদীছে দুইবার তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবার' পাঠের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

(৩১৭০) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ. وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ". فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

(৩১৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ও আবূ তালহা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ) তাঁহার উষ্ট্রীর পিঠে পশ্চাতে সওয়ার ছিলেন। এমনকি আমরা যখন মদীনা মুনাওয়ারার শহরে পৌঁছিলাম, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিলেন آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রব্বের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী)। আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত অনবরত এই দু'আ পাঠ করিতে থাকিলাম।

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৭১) وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৩১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাস'আদা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ النزول ببطحاء ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلٰوةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وغيرهما فمر بها

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ, উমরা প্রভৃতি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল হুলায়ফার 'বাতহা' নামক স্থানে অবতরণ ও নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৩১৭২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

(৩১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমি (বাতহা)তে নিজ উট বসাইতেন এবং সেই স্থানে নামায আদায় করিতেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)ও উহা করিতেন।

(৩১৭৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا.

(৩১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির মিসরী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) যুল-হুলায়ফার 'বাতহা' নামক উপত্যকায় নিজ উট বসাইতেন– যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উট বসাইতেন এবং নামায আদায় করিতেন।

(৩১৭৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুসাইয়্যাবী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হজ্জ কিংবা উমরা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফায় 'বাতহা' নামক উপত্যকায় স্বীয় উট বসাইতেন– যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উট বসাইতেন।

(৩১৭৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাত্রিতে যুল-হুলায়ফায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে (গায়িব হইতে) বলা হইল, আপনি বরকতপূর্ণ 'বাতহা' উপত্যকায় অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ (শেষ রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেছিলেন)। مُعَرَّسِه শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ যাত্রাবিরতির স্থান। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, التعريس হইতেছে অবস্থান করা ব্যতীত শুধু বিশ্রামের জন্য অবতরণ করা। আর ইহা অধিকাংশ শেষ রাত্রিতে হইয়া থাকে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, المعرس (মুআররাস) হইল মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৮২)

(৩১৭৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ.

(৩১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাক্কার (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফার (বাতহা) উপত্যকায় শেষ রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে কেহ (জিব্রাঈল আ.) বলিলেন, আপনি মুবারক বাতহায় অবস্থান করিতেছেন। রাবী মূসা (বিন উকবা) বলেন, সালিম (রহ.) আমাদের সহিত সফরকালে মসজিদের নিকট তাঁহার উট বসাইলেন– সেই স্থানে (তাঁহার পিতা) আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) নিজের উট বসাইতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (শেষ রাত্রের) বিশ্রামের স্থান অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারিত করিতেন। আর এই স্থানটি হইতেছে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে তৎকালীন নির্মিত মসজিদের নিম্নদেশে যাহা মসজিদ ও কিবলার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা বায়তুল্লাহয় হজ্জ করিবে না, উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না এবং মহান হজ্জের দিন-এর বিবরণ

(৩১৭৭) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী (হিজরী ৯ম সনে) যেই হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই হজ্জের সময় তিনি (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিঃ) আমাকেসহ একদল লোককে কুরবানীর দিন জনগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন ঃ এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এই হাদীছ মুতাবিক রাবী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বলিতেন– মহান হজ্জের দিন হইল এই কুরবানীর দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعَثَنِى أَبُوبَكْرٍ (আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পাঠাইলেন)। ইমাম তহাভী (রহ.) নিজ 'মশকিলুল আছার' গ্রন্থে লিখেন, ইহা জটিল বিষয়। কেননা, এই ঘটনা বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার অনুসরণে হযরত আলী (রাযিঃ)কে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন। অথচ এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে কয়েকজন সাথীসহ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহার জবাব এই যে, সর্বসম্মত মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এই (হিজরী ৯ম সনের) হজ্জে লোকদের আমীর ছিলেন। আর হযরত আলী (রাযিঃ) ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। কিন্তু তাহার পক্ষে একা ঘোষণা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহার সহযোগিতার জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)সহ আরও কয়েকজন হযরত আলী (রাযিঃ)কে ঘোষণা দেওয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩)

قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (বিদায় হজ্জের পূর্বে)। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'আল-হুদা' গ্রন্থে বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই হজ্জ হিজরী ৯ম সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেননা, বিদায় হজ্জ সর্বসম্মত মতে হিজরী ১০ম সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যুল-কা'দা মাসে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) বলেন, হিজরী ৯ম সনে অনুষ্ঠিত এই হজ্জে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নেতৃত্বে তিনশত সাহাবা রওয়ানা করিয়াছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নিকট বিশটি উট (মক্কা মুকাররমা হারমের যথাস্থানে কুরবানী দেওয়ার জন্য) দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩)

فِى رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ الخ (একদল লোকের সহিত ঘোষণা দেওয়ার জন্য)। অর্থাৎ فى جماعة مؤذنين (এক জামাআত ঘোষকের সহিত ...)। আর التاذين (আযান) দ্বারা اعلام (ঘোষণা) মর্ম। ইহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হইতে সংগৃহীত : وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ (আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা দেওয়া হইতেছে –সূরা আত-তাওবা ৩) আয়াতে اذان দ্বারা اعلام (ঘোষণা, ইশতেহার, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার) মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩)

لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ الخ (এই বছরের পর মুশরিকরা আর হজ্জ করিতে পারিবে না)। অর্থাৎ এই ঘোষণার পর হইতে আর কোন সময় মুশরিকরা হজ্জ করিতে পারিবে না। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ হইতে নেওয়া হইয়াছে : فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا (সুতরাং এই

বছরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে –সূরা আত-তাওবা ২৮) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে তাহাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যদিও হজ্জের উদ্দেশ্যে না হউক। কিন্তু হজ্জ তো মহান উদ্দেশ্য। কাজেই হজ্জের উদ্দেশ্যেও উত্তমভাবে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকিবে। আর এই স্থানে মসজিদুল হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ হারম শরীফ মর্ম। কাজেই মুশরিকরা কোন অবস্থাতেই হারম শরীফে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। এমনকি কেহ যদি দূত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিয়া আসে সে-ও হারম শরীফে প্রবেশ করিতে পারিবে না; বরং কোন মুসলিম ব্যক্তির মারফত প্রেরণ করিতে হইবে। আর যদি কোন মুশরিক গোপনে হারম শরীফে প্রবেশ করে এবং রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর জানা গেল সে মুশরিক ছিল, তাহা হইলে হারম শরীফের বাহিরে কোন স্থানে গর্ত খনন করিয়া উহাতে মাটি চাপা দিয়া দিবে। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের অসুস্থতার সময়ের ইরশাদ ঃ "তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে জযিরাতুল আরব হইতে বহিস্কার করিয়া দাও।" ইহার পর হইতে জিম্মীরা-ও হারম শরীফে অবস্থানের সুযোগ নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩)

وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না)। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) এই হাদীছের কারণ উল্লেখ করিয়া বলেন, কুরাইশগণ ফীলের ঘটনার পূর্বে কিংবা পরে নতুন প্রথা জারী করিয়াছিলেন যে, কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য যাহারা মক্কা মুকাররমায় আসিবে তাহাদের কেহই নিজেদের কলুষিত পোশাক নিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতে পারিবে না; বরং তাহারা কুরাইশগণ হইতে কাপড় ধার নিয়া পরিধান করতঃ তাওয়াফ করিতে হইবে। আর যদি কেহ কুরাইশগণ হইতে কাপড় সংগ্রহ করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করিবে। ইসলাম আগমনের পর তাহাদের এই সকল কুপ্রথা চিরতরে রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছকে وجوب الصلوة فى الثياب (কাপড় পরে নামায আদায় করা ওয়াজিব) অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা সতর ঢাকা ফরয হওয়ার উপর প্রমাণ এই হিসাবে দেওয়া হইয়াছে যে, উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করিতে যখন নিষেধ করা হইয়াছে তখন উত্তমভাবে নামাযের জন্যও ইহা শর্ত হইবে। এই কারণেই জমহুরে উলামা বলেন, নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে সতর ঢাকা একটি শর্ত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩)

يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (মহান হজ্জের দিন হইল এই কুরবানীর দিন)। ইহা রাবী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান (রহ.)-এর কথা। তিনি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ (আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হইতে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁহার রাসূলও –সূরা তাওবা ৩) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক কুরবানীর দিনকে মহান হজ্জের দিন ঘোষণা করার দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন করিয়া বলিয়াছেন ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ (মহান হজ্জের দিন) দ্বারা يَوْم النحر (কুরবানীর দিন) মর্ম।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ বিদায় হজ্জকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ اى يوم هذا قالوا هذا يوم النحر قال هذا يَوْم الْحَجِّ الْاَكْبَرِ (আজ কোন দিন? তাঁহারা আরয করিলেন, আজ কুরবানীর দিন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, "ইহা মহান হজ্জের দিন")।

www.e-ilm.weebly.com

اَلْحَجُّ الْاَصغر (ছোট হজ্জ)-এর মর্ম নির্ণয়ে আলিমগণের মতানৈক্য আছে। জমহুরে উলামা বলেন, ছোট হজ্জ হইতেছে উমরা। ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, امرتم باقامة اربع اقامة الصلوة وايتاء الزكوة والحج والعمرة الى البيت والحج الحج الاكبر والعمر الحج الاصغر (আমাদের চারিটি বস্তু প্রতিষ্ঠা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ ও উমরা পালন করা। আর হজ্জ হইতেছে মহান হজ্জ এবং উমরা হইতেছে ছোট হজ্জ)। ইহা আল্লামা তাবরানী (রহ.) 'আল কবীর' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার রাবীগণ ছিকাহ। মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহান হজ্জ হইতেছে কিরান এবং ছোট হজ্জ হইল ইফরাদ। কেহ বলেন, ছোট হজ্জের দিন আরাফাতের দিন এবং মহান হজ্জের দিন কুরবানীর দিন। কেননা, এই দিনে হজ্জের কর্মগুলি পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) অপরাপর ইমামগণের উক্ত সকল উক্তির সমন্বয় সাধনে বলেন, হজ্জের পাঁচদিন হইল 'হজ্জে আকবর'-এর দিন। ইহাতে আরাফাত ও কুরবানীর দিনগুলি রহিয়াছে। তবে এই স্থানে يوم (দিন) শব্দটি একবচন ব্যবহার করায় আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধে নহে। কেননা, মক্কা বিজয়ের দিনগুলিকে يوم الفتح বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু কুরআন মজীদের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলিকে يوم الفرقان রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং يَوْمٌ শব্দটি বহুবচনের স্থলে একবচনরূপেও ব্যবহৃত হয়। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) ইহার পক্ষপাতে বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ)কে হজ্জের পাঁচ দিনই ঘোষণা প্রচারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৩-৩৮৪)

বলা বাহুল্য উমরার অপর নাম হইল হজ্জে আসগর বা ছোট হজ্জ। ইহা হইতে হজ্জকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজ্জে আকবর তথা মহান হজ্জ, বড় হজ্জ। তাই কুরআন মজীদের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' বলা যাইবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যেই বছর আরাফাতের দিন হইবে শুক্রবার, সেই বছরের হজ্জ হইল হজ্জে আকবর। তাহাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতখানি কথা বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হইতে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সহিত উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নাই।

ইমাম জাস্সাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, হজ্জের দিনগুলি 'হজ্জে আকবর' নামে অভিহিত করা হইতে এই মাসয়ালাটি উদ্ভাবন হয় যে, হজ্জের দিনগুলিতে উমরা পালন করা যাইবে না। কেননা, কুরআন মজীদ এই দিনগুলিকে 'হজ্জে আকবর'-এর জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছে- (মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত)

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত দিবসের ফযীলত-এর বিবরণ

(৩১৭৮) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ " .

(৩১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আরাফাতের দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নাই- যেই দিন

www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি দেন। আল্লাহ তা'আলা (-এর রহমত) নিকটবর্তী হয়। অতঃপর হাজীদের সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সামনে গৌরব প্রকাশ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ তাহারা (সমবেত হইয়া আমার কাছে) কি প্রত্যাশা করে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ (আরাফাত দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নাই)। ইমাম গায্‌যালী (রহ.) 'আল-ইহইয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কতক সালাফি সালিহীন (রহ.) বলেন, আরাফাতের দিনটি যদি জুমুআর দিনে হয় তাহা হইলে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত প্রত্যেককে মাফ করিয়া দেওয়া হয়। আর ইহা দুনইয়ার সর্বোত্তম দিন গণ্য হয়। আর এই দিনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ পালন করিয়াছেন। আর এই যুগপৎ সংঘটিত হওয়ার কারণেই যখন আল্লাহ তা'আলা اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করিলাম। –সূরা মায়িদা-৩) নাযিল করেন তখন আহলে কিতাবীগণ বলিলেন, এই আয়াতখানা যদি আমাদের (নবীর) উপর নাযিল হইত, তাহা হইলে আমরা এই দিনটিকে ঈদ বানাইতাম। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম এই আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুই ঈদ তথা আরাফাতের দিন ও জুমুআর দিনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন তিনি আরাফাতে দন্ডায়মান ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৪)

وَإِنَّهُ لَيَدْنُو (আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন)। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে يَدْنُو (তিনি নিকটবর্তী হন, সান্নিধ্য হন, ঘনিষ্ঠ হন) দ্বারা তাঁহার রহমত ও উদারতা নিকটবর্তী হওয়া মর্ম। কাল ও স্থানের ব্যবধানহীন নিকটবর্তী হওয়া মর্ম নহে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অবশ্য ইহা দ্বারা ফিরিশতাগণ রহমতসহ যমীনের দিকে কিংবা আকাশের দিকে অবতরণ ও আরোহণের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া মর্ম। অতঃপর বলেন, হাদীছখানা সহীহ মুসলিম শরীফে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক' গ্রন্থে ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, قال ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول هولاء عبادى جاؤنى شعثا غبرا يرجون رحمتى ويخافون عذابى ولم يرونى فكيف لو رأونى... ذكر باقى الحديث (ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (-এর রহমত) দুনইয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং ইরশাদ করেন, তাহারা সকলেই আমার বান্দা, এলোমেলো কেশ ধুলায় আচ্ছাদিত অবস্থায় আসিয়াছে। তাহারা আমার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে অথচ তাহারা আমাকে দেখে নাই। কাজেই আমাকে যদি তাহারা দেখিত তাহা হইলে কি করিত? ... অতঃপর বাকী হাদীছ উল্লেখ করেন) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৪)।

ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ (অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সম্মুখে গর্ব প্রকাশ করেন)। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা দ্বারা ফিরিশতাগণের সামনে হাজীগণের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। আর مباهات (গৌরব-প্রতিযোগিতা, গর্ব,) শব্দটি المفاخرة (অহঙ্কার, গৌরব) অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, আর ইহাতে 'আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ' ফিরিশতাগণের কথা ঃ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا (আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাহাকে সৃষ্টি করিবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত ঘটাইবে? –সূরা বাকারা ৩০) কে উল্লেখ পূর্বক ইহার জবাবে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (নিঃসন্দেহে আমি জানি যাহা তোমরা জান না। –সূরা বাকারা ৩০) খানি প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি দেখানো হইয়াছে। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৮৪)

www.e-ilm.weebly.com

فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ (এবং ইরশাদ করেন, তাহারা (সমবেত হইয়া) কি প্রত্যাশা করে)? অর্থাৎ তাহারা নিজেদের পরিবার-পরিজন, বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক কষ্ট-শ্রান্ত হইয়া (আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হইয়া) কি বস্তু প্রত্যাশা করিতেছে? তাহারা তো কেবল মাগফিরাত, সন্তুষ্টি, সান্নিধ্য, দিদার, প্রভৃতি প্রত্যাশা করে, ইহা প্রত্যাখ্যাতের আশংকা নাই। কিংবা উহ্য বাক্যটি হইবে ما اراده هؤلاء فهو حاصل لهم (তাহারা যাহা প্রত্যাশা করিতেছে উহাই তাহারা লাভ করিবে। কেননা, এইগুলি প্রদান করা আমার পক্ষে খুবই সহজ -(মিরকাত)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য যেহেতু প্রশ্নবোধক অসম্ভব সেহেতু এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ জেরা তথা কথা বাহির করা উদ্দেশ্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৫)

بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার ফযীলত-এর বিবরণ

(৩১৭৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

(৩১৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একটি উমরা হইতে অপর উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মকবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (উমরাদ্বয়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে উমরার ফযীলত প্রমাণিত হয় যে, দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে কৃত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা সগীরা গুনাহ কাফ্ফারা হওয়া মর্ম, কবীরা গুনাহ নহে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা বারবার করা মুস্তাহাব। তবে মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে বৎসরে একবারের বেশী উমরা করা মাকরূহ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অন্যান্য আলিমগণের মতে প্রতি মাসে একবারের অধিক করা সমীচীন নহে।

উমরা ওয়াজিব কি না, এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও জমহুরে উলামা বলেন, উমরা ওয়াজিব। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ছাওর (রহ.) বলেন, উমরা সুন্নত, ওয়াজিব নহে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বৎসরে সকল দিবসে উমরা করা যায়। তবে হজ্জব্রত সম্পাদনে ব্যস্ত হাজীগণের জন্য হজ্জ হইতে ফারিগ হইবার পূর্বে উমরা করা বৈধ নহে। হজ্জব্রত পালনরত নহেন এমন ব্যক্তিগণ আরাফাতের দিনেও উমরা পালন করিতে পারেন।

ইমাম মালিক ও জমহুরে উলামার মতে হজ্জব্রত পালনরত নহে এমন লোকদের জন্য আরাফাত, ঈদুল আযহা, আইয়্যামে তাশরীক ও অন্যান্য দিনসমূহে উমরা পালন মাকরূহ নহে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, আরাফাত, কুরবানী ও আইয়্যামে তাশরীক-এর দিনসমূহে উমরা পালন করা মাকরূহ।

আল্লামা আছরম (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তিনি বলেন, যখন উমরা পালন করা হয় তখন মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাঁটা জরুরী। কাজেই অন্ততঃ দশ দিন পর পর উমরা করা সমীচীন, যাহাতে

চুল মুন্ডন করা সম্ভব হয়। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে দশ দিন অতীত হইবার পূর্বে পুনরায় উমরা করা মাকরূহ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৮৫, নওয়াভী ১:৪৩৬)

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ (আর মকবূল হজ্জ)। আল্লামা ইবনুল খালুইয়া (রহ.) বলেন, اَلْمَبْرُوْرُ হইল اَلْمَقْبُوْل (গ্রহণযোগ্য, পছন্দনীয়, গৃহীত, স্বীকৃত, সন্তোষজনক, অনুমোদিত, (পরীক্ষায়) পাস)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যাহার সহিত কোন গুনাহের সংস্পর্শ নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) সকল তাফসীরের সমন্বয়ে বলেন, ভারার্পিত ব্যক্তির প্রতি যেইভাবে হজ্জ পালনের নির্দেশ হইয়াছে উহার সকল আহকাম যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করার নাম 'হজ্জে মাবরূর'। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, কেহ বলেন, হজ্জুল মাবরূর হইল যাহার পর কোন গুনাহ সম্পাদন হয় না। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, প্রসিদ্ধ ও সহীহ মতে যেই হজ্জের সহিত কোন গুনাহের সংস্পর্শ নাই উহাকেই مَبْرُوْرُ (স্বীকৃত, গৃহীত) বলে। আর مَبْرُوْرُ শব্দটি بـرر হইতে নিঃসৃত যাহার অর্থ الطاعة (মহৎ কাজ, মান্যতা, বশ্যতা)। কেহ বলেন, ইহা مَقبول অর্থে ব্যবহৃত। মাকবূল হজ্জের আলামত হইতেছে যে, হাজী পুনরায় গুনাহের দিকে ধাবিত হইবে না। আর কেহ বলেন, যাহার মধ্যে রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শন নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৮৫, নওয়াভী ১:৪৩৬)

(৩১৮০) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৩১৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক উমুভী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩১৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

(৩১৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে (হজ্জের জন্য) আসে অতঃপর যৌন কার্যাদি করে না এবং গুনাহের কাজও করে না সেই ব্যক্তি এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করে যেমন তাহার মা তাহাকে সদ্য প্রসব করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمْ يَرْفُثْ (অতঃপর যৌন কার্যাদি করে না)। الرفث (অশ্লীল আচরণ) দ্বারা الجماع (স্ত্রী সহবাস) মর্ম। আর ইহা যৌন মিলন সম্পর্কিত আচরণাদি উপস্থাপন ও অশ্লীল কথাবার্তার উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা আযহারী (রহ.) বলেন, الرفث হইল সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। ইহা দ্বারা নারী-পুরুষ যৌন মিলনের সকল কর্মকে বুঝায়।

www.e-ilm.weebly.com

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (হজ্জের সময় তাহার পক্ষে স্ত্রীসহবাস, গুনাহের কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ জায়িয নাই। –সূরা বাকারা ১৯৭) হইতে নিঃসৃত। জমহুরে উলামা বলেন, আয়াত শরীফে الرفث দ্বারা الجماع মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৫)।

ফায়দা ঃ

الرفث শব্দটি তিন নুক্তা বিশিষ্ট ث বর্ণে পঠনে ماضى এবং مضارع হইতে ব্যবহৃত হয় এবং ماضى (অতীত-কাল)তে ف বর্ণে যবর এবং مستقبل (ভবিষ্যতকাল)-এ পেশ দ্বারা পঠন অধিকতর শুদ্ধ। (ফ: মু: ৩৪৩৮৬)

وَلَمْ يَفْسُقْ (এবং গুনাহের কাজও করে না)। অর্থাৎ যে অন্যায় কাজে সমাবৃত হয় না এবং গুনাহের কাজেও নহে। ইহা মূলতঃ انفسقت الرطبة اذا خرجت (সজীব যখন বীজ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন انفسقت বলা হয়) হইতে নিঃসৃত। এই কারণেই طاعة (মহৎকাজ, বশ্যতা, মান্যতা, আনুগত্য) হইতে বহিরাগত অবাধ্যকে فاسق (অন্যায়কারী, গুনাহকারী, পাপাচারী, দুরাচারী, ফাসিক) নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৬)

(৩১৮২) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".

(৩১৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না, তাঁহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহাদের সকলের বর্ণিত হাদীছে আছে "যেই ব্যক্তি হজ্জ করে এবং কোনরূপ যৌন আচরণ করে না, গুনাহের কাজও করে না"।

(৩১৮৩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(৩১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ نُزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় হাজীগণের অবতরণ এবং এইখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব-এর বিবরণ

(৩১৮৪) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ". وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

(৩১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... উসামা বিন যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মক্কা মুকাররমায় আপনার ঘরে অবতরণ করিবেন। তিনি ইরশাদ করিলেন,

www.e-ilm.weebly.com

"আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী কিংবা ঘরসমূহ অবশিষ্ট রাখিয়াছে?" আকীল ও তালিব এতদুভয় আবূ তালিবের উত্তরাধীকারী হয় কিন্তু জাফর ও আলী (রাযিঃ) তাহার কোন কিছুর উত্তরাধীকারী হয় নাই। কেননা, তাহারা উভয়ে (আবূ তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিলেন আর আকীল ও তালিব কাফির ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ (মক্কা মুকাররমায় আপনার ঘরে অবতরণ করিবেন)। আল্লামা ফাকিহী (রহ.) এই হাদীছকে মুহাম্মদ বিন আবূ হাফসা (রহ.)-এর সূত্রে নকল করিয়াছেন। উহার শেষ দিকে তিনি বলেন, "বলা হইল যেই ঘরের দিকে ইশারা করা হইয়াছে উহা ছিল হাশিম বিন আবদ মান্নাফের বাড়ী। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব উত্তরাধীকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার জীদ্দশায় নিজের সন্তানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পিতার হক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর এই ঘরেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৬)

وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ (আকীল কি আমাদের জন্য ... রাখিয়াছে)? অর্থাৎ আকীল বিন আবূ তালিব। عَقِيلٌ শব্দটির ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৬)

مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ (বাড়ী কিংবা ঘরসমূহ হইতে)। رِبَاعٍ শব্দটি ربع -এর বহুবচন, যাহা ر বর্ণে যবর ও ب বর্ণে সাকীনসহ পঠিত। ইহা হইতেছে কয়েকটি ঘর সমন্বয়ে নির্মিত বাড়ী। আর কেহ বলেন, ইহা হইতেছে ঘর। এই কারণে রাবী أَوْ دُورٍ (কিংবা ঘরসমূহ) বলিয়াছেন। আর ইহা হয়তো তাকীদের জন্য কিংবা রাবী সন্দেহ প্রকাশে বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৬)

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ (আর আকীল আবূ তালিবের ওয়ারিছ হয়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই বিষয়টির সারসংক্ষেপ এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন তখন আকীল ও তালিব পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া নেয়া। কেননা, তাহারা উভয় মুসলমান না হওয়ায় পিতার ওয়ারিছ ছিল। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের মাধ্যমে বাড়ীটির হক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তালিব বদরের জিহাদের সময় মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর আকীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি বিক্রি করিয়া দেয়।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর কথা اتنزل فى دارك (আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়ীতে অবতরণ করিবেন?)-এর মধ্যে বাড়ীর সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সম্ভবতঃ এই কারণে করিয়াছেন যে, তিনি সেই বাড়ীতেই বসবাস করিয়াছিলেন। যদিও মূলতঃ উহা আবূ তালিব-এর ছিল। কেননা, তিনিই তাঁহার জিম্মাদার ছিলেন। অধিকন্তু তিনি আবদুল মুত্তালিব-এর বড় ছেলে ছিলেন। তাই জাহিলিয়্যাতের প্রথা অনুযায়ী আবূ তালিব স্বীয় পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির একাই ওয়ারিছ হন। তিনি আরও বলেন, এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, আকীল সকল সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে স্বীয় মালিকানা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন আবূ সুফয়ান ও অন্যান্যরা মুহাজির মুমিনগণের বাড়ী-ঘর বিক্রি করিয়া দিয়াছিল।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وهل ترك لنا عقيل من رباع (আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী অবশিষ্ট রহিয়াছে?) দ্বারা ইশারা করিয়াছেন যে, আকীল যদি বিক্রি ব্যতীত কোন ঘর রাখিত তাহা হইলে উহাতে অবতরণ করা যাইত। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বাড়ীতে অবতরণ করিতেন না। কেননা, তিনি সেই বাড়ী হইতে আল্লাহ তা'আলার দিকে হিজরত করিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যাহা পরিত্যাগ করা হয় উহার দিকে প্রত্যাবর্তন করা বৈধ নহে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.)-এর এই উক্তির উপর আপত্তি আছে। কেননা, মুহাজিরকে সেই শহরের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে

www.e-ilm.weebly.com

বসবাস করা গর্হিত কাজ যেই শহরের বাড়ী হইতে আল্লাহ তা'আলার দিকে হিজরত করিয়াছেন। শুধু সামান্য কয়েক দিন যাত্রা বিরতির উদ্দেশ্য পূর্ব বাড়ীতে অবস্থান করা অসুবিধা নাই; বরং তাহাদের অনুমতি ক্রমে হজ্জের দিনগুলি এবং উহার পর তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করা যাইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফ: মু: ৩ঃ৩৮৬)

(৩১৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَقَالَ "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً".

(৩১৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান আর-রাযী, ইবনু আবী উমর এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে, (তিনি বলেন) আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল আপনি কোথায় অবতরণ করিবেন? আর ইহা তাঁহার বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা– যখন আমরা মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী (অবতরণস্থল) অবশিষ্ট রাখিয়াছে?

(৩১৮৬) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ. قَالَ "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ".

(৩১৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো আগামীকাল আপনি (মক্কা মুকাররমায়) কোথায় অবতরণ করিবেন? ইহা ছিল মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী অবশিষ্ট রাখিয়াছে?

بَابُ جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلاَ زِيَادَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহজিরগণের জন্য মক্কা মুকাররমায় অনধিক তিন দিন অবস্থান করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩১৮৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاَثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ". كَأَنَّهُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا.

(৩১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)কে সায়িব বিন ইয়াযীদ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আপনি কি মক্কা মুকাররমায় (মুহাজিরগণের জন্য) স্থায়ীভাবে বসবাস সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন? তখন সায়িব (রহ.) (জবাবে) বলিলেন, আমি আ'লা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ

www.e-ilm.weebly.com

করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাওয়াফে সদর-এর পর (তথা হজ্জ সমাপনান্তে) মুহাজিরগণ তিন দিন পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে। তিনি যেন এই উক্তি দ্বারা তিন দিনের অধিক অবস্থান না করার কথা বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ (আমি আ'লা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ বিন আম্মাদ (রাযিঃ)। তিনি বণূ উমাইয়্যার মিত্র ছিলেন। হযরত আ'লা (রাযিঃ) জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বাহরায়নের প্রশাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি মুজীবুদ দাওয়াত ছিলেন। হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে তিনি ইন্তিকাল করেন -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৮)

بَعْدَ الصَّدَرِ (হজ্জ সমাপনান্তে)। অর্থাৎ তাওয়াফুস সদর (তথা তাওয়াফে বিদা)-এর পর। যেমন আল্লামা আইনী বলিয়াছেন। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাহারা মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করা হারাম ছিল। তবে যাহারা হজ্জ এবং উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গমন করিতেন তাহারা হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্তের পর তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে। তিন দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারিবে না।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, যাহারা মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য পুনরায় মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা হারাম। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে জমহুরে উলামার অভিমত বলিয়া নকল করিয়াছেন এবং বলেন, এক জামাআত আলিম মক্কা বিজয়ের পর তাঁহাদের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। তাহারা আলোচ্য হাদীছকে সেই সময়ের উপর প্রয়োগ করেন যেই সময় উল্লিখিত হিজরত করা ওয়াজিব ছিল। তিনি আরও বলেন, উম্মতের সর্বসম্মত মতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুমিনগণের জন্য হিজরত করা ওয়াজিব ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য-সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করাও ওয়াজিব ছিল। আর মুহাজিরগণ ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যেই কোন নিরাপদ শহরে বসবাস করা জায়িয। চাই মক্কা মুকাররমা হউক কিংবা অন্য কোন শহর। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কাযী ইয়ায (রহ.)-এর বক্তব্য সমাপ্ত। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত অন্য স্থানে বসবাসের অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা ভিন্ন। তিনি উপর্যুক্ত হুকুম হইতে ব্যতিক্রম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৮)

(৩১৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِى سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا".

(৩১৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, তিনি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)কে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : মক্কা মুকাররমা বসবাস স্থাপনের ব্যাপারে তোমরা কি শুনিয়াছ? তখন সায়িব বিন ইয়াযীদ (রহ.) বলিলেন, আমি 'আলা (রাযিঃ)কে কিংবা 'আলা বিন হাযরামী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : হজ্জ সমাপনান্তে মুহাজিরগণ মক্কা মুকাররমায় তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا (হজ্জ সমাপনান্তে তিন দিন ...)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কেহ কেহ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, বিদায় তাওয়াফ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। ইহা হজ্জের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা শাফেয়ী (রহ.)-এর দুই অভিমতের মধ্যে অধিক সহীহ অভিমত। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই প্রমাণের ভিত্তি হইতেছে উপর্যুক্ত রিওয়ায়তে বর্ণিত بعد الصدر -এর ব্যাখ্যার উপর। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় بعد الرجوع من منى (মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) দ্বারা করিয়াছেন। এই হিসাবে শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ যথার্থ। আর যদি আল্লামা আইনী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী طواف الصدر অর্থাৎ طواف الوداع (বিদায় তাওয়াফ) হয়, তাহা হইলে তাহাদের দলীল পূর্ণাঙ্গ হইবে না; বরং ইহা হানাফীগণের পক্ষে দলীল হয়। (হানাফীগণের মতে তাওয়াফে সদর অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ মক্কা মুকাররমার বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব। মক্কাবাসী এবং বহিরাগত যেই সকল লোক স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করেন তাহাদের উপর ওয়াজিব নহে) আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৮)

ثَلَاثًا (তিন দিন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ ثَلَاثًا রহিয়াছে। আর কতক নুসখায় ثَلَاثٌ ও আছে। ثَلَاثًا (তিন) শব্দটি منصوب (কর্মবাচ্য বিশিষ্ট তথা শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত) হওয়ার কারণ হইতেছে যে, ইহাতে উহ্য শব্দ রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে مكثه المباح ان يمكث ثَلَاثًا (তিন দিন অবস্থান করা তাহার জন্য বৈধ)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৮)

(৩১৮৯) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ".

(৩১৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি সায়িব বিন ইয়াযীদ (রহ.)কে উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তখন সায়িব (রহ.) বলেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ মুহাজিরগণ তাওয়াফে সদর (তাওয়াফে বিদা)-এর পর তিন রাত্রি মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(অনুচ্ছেদের উপর্যুক্ত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য)

(৩১৯০) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ".

(৩১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সায়িব বিন ইয়াযীদ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ) তাহাকে

www.e-ilm.weebly.com

জানাইয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, মুহাজিরগণ হজ্জ সমাপনান্তে তিন দিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে।

(৩১৯১) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৩১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা হারম, হারমে অভ্যন্তরে শিকার করা, গাছ পালা কাটা এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত পতিত বস্তু উঠানো চিরদিনের জন্য হারাম

(৩১৯২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ "لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ "إِلَّا الإِذْخِرَ".

(৩১৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ইরশাদ করিয়াছেন, হিজরত নাই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত অব্যাহত থাকিবে। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হইবে তখন জিহাদে অংশগ্রহণ করিবে। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আরও ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করিয়াছেন যেই দিন তিনি আকাশ ও ভূমন্ডল তৈরী করিয়াছেন সেই দিন হইতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এই শহরের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবেন। তিনি এই শহরে আমার পূর্বে আর কাহারও জন্য যুদ্ধ করা হালাল করেন নাই। আমার জন্য কেবল একদিনের কিছু সময় এই শহরে যুদ্ধ করা তিনি হালাল করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম করিয়া দেওয়ার কারণে এই শহরে যুদ্ধ করা হারাম। এই স্থানের কোন কাঁটাযুক্ত গাছ উপড়ানো যাইবে না, কোন শিকারকে ভয় দেখাইয়া তাড়ানো যাইবে না। প্রচারের মাধ্যমে মালিকের কাছে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত এইখানকার পতিত বস্তু উঠানো যাইবে না এবং এইখানকার ঘাসও কাটা যাইবে না। তখন আব্বাস (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হইতে ইযখির (শন জাতীয় এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ) বাদ রাখুন। কেননা, ইহা এইখানকার কর্মকার ও ঘরসমূহে ব্যবহৃত হয়। তিনি ইরশাদ করিলেন, তবে উযখির (কাটা যাইবে)।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَاهِجْرَةَ (হিজরতের আর প্রয়োজন নাই)। অর্থাৎ بعدالفتح (বিজয়ের পর)। যেমন কতক রিওয়ায়তে অনুরূপ স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অর্থাৎ بعدفتح مكة (মক্কা বিজয়ের পর)। কিংবা ইহা দ্বারা ব্যাপক মর্ম গ্রহণে ইশারা করা হইয়াছে যে, মক্কা মুকাররমা ব্যতীত অন্যান্য শহরও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের বিজয়ী কোন শহর হইতে হিজরত করা ওয়াজিব নহে। কোন মুসলমান বিজয়ী হওয়ার পূর্বে তথা দারুল হারব হইতে দারুল ইসলামের দিকে মুসলমানের হিজরত সর্বদা থাকিবে এবং তথাকার মুসলমানদের তিনটি অবস্থার একটি হইবে। (এক) যদি সেই দেশ বা শহরে ইসলামী অনুশাসন মানিয়া চলা যায় না এবং দ্বীনকে প্রকাশও করা যায় না। অবশ্য সেই শহর হইতে হিজরত করা যায় তাহা হইলে হিজরত করা ওয়াজিব। (দুই) যদি সেই শহরে দ্বীনের উপর আমল করা এবং উহা প্রকাশে কোন বাধা না থাকে এবং হিজরত করা যায়। এমতাবস্থায় হিজরত করা মুস্তাহাব। কেননা, তথায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী থাকায় পরস্পরে সাহায্য-সহানুভূতি করার সুযোগ থাকে। (তিন) বাধা কিংবা রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোন কারণে হিজরত করিতে অপারগ তাহার জন্য তথায় বসবাস করা জায়িয আছে। হ্যাঁ, সে যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে তবে তাহার জন্য ছওয়াব রহিয়াছে।

শারেহ নওয়াভী আলোচ্য হাদীছের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ক) মক্কা বিজয়ের পর মক্কা মুকাররমা হইতে হিজরত করার আর প্রয়োজন নাই। কেননা, মক্কা দারুল ইসলাম হইয়া গিয়াছে, আর হিজরত তো দারুল হারব হইতে হইয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, মক্কা মুকাররমা ভবিষ্যতে দারুল ইসলাম থাকিবে এবং তথা হইতে হিজরত করার আর প্রয়োজন হইবে না। (খ) لاهجرة (হিজরত নাই)-এর মর্ম এইরূপ হইবে যে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের সেই ফযীলত নাই যেই ফযীলত মক্কা বিজয়ের পূর্বে ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا (তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে, সে সমান নয়। এইরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে –(সূরা হাদীদ ১০) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৮৮, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৩৭)

وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত থাকিবে)। ইহার অর্থ হইতেছে, কিন্তু তোমাদের জন্য হিজরতের ফযীলতসমূহ অর্জনের একটি পথ রহিয়াছে আর উহা হইতেছে জিহাদ এবং প্রত্যেক কর্মে নেক নিয়্যত। -(শরতে নওয়াভী ১ঃ৪৩৭)

وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا (যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন জিহাদে যোগদান কর)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, দেশের প্রশাসক যখন তোমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করে তখন উহাতে যোগদান কর। -(শরতে নওয়াভী ১ঃ৪৩৭)

إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে সম্মানিত করিয়াছেন)। অর্থাৎ এই শহরের সম্মান রক্ষার হুকুম দিয়াছেন, ফায়সালা দিয়াছেন। প্রকাশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমার ব্যাপারে হুকুম দিয়াছেন, এইখানকার অধিবাসীগণকে হত্যা করা যাইবে না। যে আশ্রয় চাইবে সে নিরাপত্তা পাইবে, তাহাকে শত্রুর সম্মুখীন করা যাইবে না। ইহাই নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণের এক অভিমত وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا (আর যেই লোক ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সে নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে। –সূরা আলে ইমরান ৯৭)

এবং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا (তাহারা কি দেখে না যে, আমি (সমগ্র মক্কাভূমিকে) একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করিয়া দিয়াছি। –সূরা আনকাবূত ৬৭)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ এবং অপর হাদীছ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ان ابراهيم حرم مكة (নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে সম্মানিত করিয়াছেন) এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, ইবরাহীম (আঃ) নিজের ইজতিহাদে মক্কা মুকাররমাকে সম্মানিত করেন নাই; বরং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই সম্মানিত হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন। কিংবা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দিনেই ফায়সালা করিয়াছিলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কিংবা ইহার মর্ম এইরূপ হইবে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলার কাছে পূর্ব হইতেই মক্কা মুকাররমা সম্মানিত ছিল কিন্তু লোকদের কাছে প্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমেই মক্কা মুকাররমার সম্মান ও পবিত্রতা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হইয়াছিল। কিংবা তুফানের পর তাঁহার মাধ্যমে ইহার সম্মান প্রকাশিত হইয়াছে। (ফঃ মুঃ ৩ঃ৩৮৯)

إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (তবে আমার জন্য দিনের কিছু সময়)। অর্থাৎ সময়ের কিছু পরিমাণ। ইহা দ্বারা সূর্যোদয় হইতে আসর নামায পর্যন্ত সময় মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯১)

لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ (হারম শরীফের কোন কাটাযুক্ত গাছ উপড়ানো যাইবে না)। অর্থাৎ لا يقطع ولو يحصل الناذى به (কাটা যাইবে না, যদিও ইহা দ্বারা কাহারও কষ্ট হয়)। কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, কষ্ট প্রদান করিলে কাটাযুক্ত গাছ কর্তন করা জায়িয আছে। তবে এই অভিমত ব্যাপক অধ্যাদেশ (اطلاق النص) এর বিপরীত। তাই মুতায়াখখিরীনে উলামার মতে ব্যাপকভাবে ইহা কর্তন করা হারাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯১)

لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ (এখানকার শিকারকে ভয় দেখাইয়া তাড়ানো যাইবে না)। يُنَفَّرُ শব্দটির প্রথম বর্ণে পেশ ف বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ আতঙ্কিত করা, ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে শিকার করা মর্ম। আর কেহ বলেন, ইহা প্রকাশ্য অর্থের উপরই প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯১)

وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (হারম শরীফের ঘাসও তোলা যাইবে না)। لَا يُخْتَلَى শব্দটি مجهول-এর সীগা। আর خلاها শব্দটি خ বর্ণে যবর দ্বারা হ্রস্বকৃত পঠনে অর্থাৎ لا يقطع نباتها وحشيشها (হারম শরীফের তাজা ঘাস ও শুকনা ঘাস কর্তন করা যাইবে না)। আমাদের কতক ইমাম বলেন, الخلا শব্দটি হ্রস্বকৃত পঠনে الرطب من النبات (তাজা ঘাস, সজীব উদ্ভিদ) যেমন الحشيش হইতেছে اليابس منها (শুকনা ঘাস)। তাজা এবং শুকনার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; বরং ইযখির ছাড়া মানুষ রোপন করে নাই এমন সকল ধরনের ঘাসই কর্তন করা হারাম। অধিকাংশ আলিমের মত ইহাই।

ইবন কুদামা (রহ.) বলেন, হারম শরীফে মানুষ কর্তৃক চাষ তথা রোপনকৃত সবজি, শস্য ও কস্তুরী প্রভৃতি তোলা সর্বসম্মত মতে জায়িয। ইহা বিচ্ছিন্ন করা ও পশু চরানোতে কোন ক্ষতি নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯২)

فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (কারণ ইহা তাহাদের কর্মকারের কাজে লাগে) قَيْنِ শব্দটির ق বর্ণে যবর ي বর্ণে সাকিন এবং শেষে ن সহ পঠনে الحداد (কর্মকার, লৌহকার, কামার)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, প্রত্যেক কারিগর যাহারা স্বহস্তে অনুশীলনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে তাহাদেরকে قَيْنِ (লৌহকার, স্বর্ণকার ইত্যাদি) বলে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯২)

فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ (তিনি ইরশাদ করিলেন, কিন্তু ইযখির)। অর্থাৎ 'ইযখির' তোলার অনুমতি দেওয়া হইল। ('ইযখির' হইতেছে শন জাতীয় এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ যাহা আরবে উৎপন্ন হয়। ইহা আরবীগণের অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহাদের ঘর, কবর, কর্মকার ও স্বর্ণকারের কাজে লাগে)। হারম শরীফের ঘাস তোলার ব্যাপক হুকুম হইতে 'ইযখির' ব্যতিক্রম করার বিধানটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনুমোদন করিয়াছেন না কি ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিয়াছেন এই ব্যাপারে উলামাগণের বিভিন্ন মত

www.e-ilm.weebly.com

রহিয়াছে। কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই মাসয়ালার সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। আর কেহ বলেন, ইযখির ব্যতিক্রম করার আবেদনের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি সেই মুতাবিক জবাব দিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, সঠিক হইতেছে যে, হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর আবেদন বিনয় প্রকাশে ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে পৌঁছাইয়া ছিলেন। ইহা হয়তো 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে কিংবা ওহীর মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৩১৯৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ "يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ". وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ "الْقَتْلَ". وَقَالَ "لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا".

(৩১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে তিনি এই রিওয়ায়তে 'যেই দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন' কথাটি উল্লেখ করেন নাই এবং قِتَالُ (যুদ্ধ, লড়াই, সমর, খুনাখুনি, হানাহানি) শব্দের পরিবর্তে قتل (হত্যা, খুন, কতল, নিধন, ধ্বংস) শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, হারম শরীফের পতিত বস্তু কেহ উঠাইবে না– কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে উহা (মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে) ঘোষণা দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا (প্রচারের মাধ্যমে মলিকের কাছে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানকার পতিত বস্তু উঠানো যাইবে না)। মুল্লা আলী (রহ.) বলেন, لَا يَلْتَقِطُ (উঠানো যাইবে না) শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া) সীগা তথা শব্দরূপ। আর لقطته (এখানকার পতিত বস্তু) শব্দটি ل বর্ণে পেশ ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ لاتوخذ لقطته (হারম শরীফের পতিত বস্তু উঠাইয়া লওয়া যাইবে না)। আর হাদীছের বাণী إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا (কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে উহার ঘোষণা দিবে)। عَرَّفَ শব্দটি তাশদীদসহ التعريف (প্রচার করা, ঘোষণা করা) হইতে নিঃসৃত)। এই পঠনে استثناء (ব্যতিক্রম)টি منقطع (বিচ্ছিন্ন) হইবে। আর কতক নুসখায় صيغة المعلوم (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া শব্দরূপ)-এ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট। উহ্য বাক্যটি হইবে لَا يَلْتَقِطُهَا احد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ليردها على صاحبها (প্রচারের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত হারম শরীফের পতিত বস্তু কেহ উঠাইবে না) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯১)। (বিস্তারিত ৪৩৮৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩১৯৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ

www.e-ilm.weebly.com

عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

(৩১৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ শুরায়হ আদাভী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি আমর বিন সাঈদ (মদীনার প্রশাসক)কে বলিলেন, যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন– হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একখানা হাদীছ শুনাইব, যাহা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন। আমার দুই কান উহা শ্রবণ করিয়াছে, আমার অন্তর উহা স্মরণ রাখিয়াছে, আর আমার দুই চোখ উহা দেখিয়াছে। তিনি (প্রথমে) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করিয়া ইরশাদ করিলেন ঃ "মক্কা মুকাররমাকে আল্লাহ তা'আলা হারম করিয়াছেন, কোন মানুষ ইহাকে হারম করেন নাই। কাজেই যেই লোক আল্লাহ তা'আলার উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য এইখানে রক্তপাত করা এবং এইখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নহে। কেহ যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এইখানকার জিহাদকে দলীল হিসাবে পেশ করে তাহা হইলে তোমরা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে ইহার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেন নাই। আমাকেও সেই দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর পূর্বের ন্যায় আজ আবার ইহার নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে (এই বাণী) পৌঁছাইয়া দেয়।"

তারপর আবূ শুরাইহ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'আপনার বর্ণিত এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া আমর (বিন সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়্যা) কি বলিল?' (আবূ শুরায়হ (রাযিঃ) উত্তর দিলেন) সে বলিল ঃ হে আবূ শুরায়হ! (এই বিষয়ে) আমি আপনার চাইতে ভাল জানি। হারম শরীফ কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন বিধ্বস্তকারীকে আশ্রয় প্রদান করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ (যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন)। অর্থাৎ তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেননা, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) ইয়াযীদের আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং হারমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমর বিন সাঈদ ইয়াযীদের পক্ষ হইতে মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক ছিলেন। ইহার ঘটনা প্রসিদ্ধ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৩)

الْبُعُوثَ শব্দটি بعث -এর বহুবচন مبعوث -এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহা تسمية المفعول بالمصدر -এর অনুচ্ছেদ হইতে। ইহা দ্বারা الجيش المجهز للقتال (যুদ্ধের জন্য সজ্জিত সেনাবাহিনী) মর্ম। -(ঐ)

أَيُّهَا الأَمِيرُ (হে আমীর)! আসল বাক্যটি يَا أَيُّهَا الأَمِيرُ হইবে। সম্বোধনের বর্ণ উহ্য করিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাদশাহকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোমল আচরণ প্রকাশের ফায়দা হইয়াছে। যাহাতে নসীহত গ্রহণে অধিক ফলপ্রসূ হয়। উল্লেখ্য যে, বাদশাহের পূর্বানুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সম্বোধন করা যায় না। বিশেষ করিয়া যখন তাহার হুকুমের বিপরীত কোন বিষয় হয়। এই কারণেই তিনি حرف النداء (সম্বোধনের বর্ণ) ছাড়িয়া দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৩)

أُحَدِّثْكَ (আমি আপনাকে এমন একখানা হাদীছ শুনাইব)। أُحَدِّثْ শব্দটি জযমসহ পঠিত। কেননা, ইহা امر এর জবাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৩)

الْغَدَ শব্দটি نصب (শব্দের শেষে যবর) দ্বারা পঠনে অর্থাৎ انه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة (মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে তিনি খুৎবা দিয়াছিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৩)

www.e-ilm.weebly.com

سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ (আমার দুই কান উহা শ্রবণ করিয়াছে)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তিনি সকল দিক দিয়া বক্তব্যটি হিফয করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর তাহার কথা سمعته (আমি উহা শুনিয়াছি) অর্থাৎ جملته عنه بغير واسطة (আমি তাঁহার হইতে কোন মাধ্যম ব্যতীত ধারণ করিয়াছি)। আর তাকীদের লক্ষে اذنين (দুই কান)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাঁহার কথা ووعاه قلبى (আমার অন্তর উহা স্মরণ রাখিয়াছে)-এর দ্বারা যথাযথ উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়াছেন। অতঃপর والبصرته عيناى (আর আমার দুই চক্ষু তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে) কথাটি আরও অধিক নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, আমার শ্রবণটি কেবল স্বর শ্রবণের উপর নির্ভর করিয়া নহে; বরং প্রত্যক্ষদর্শী রূপে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছি। -(ঐ)

وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (কোন মানুষ মক্কাকে হারম করে নাই) অর্থাৎ মানুষের প্রচলনে মক্কা মুকাররমাকে হারম তথা সম্মানিত করা হয় নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমে ইহা হারম করা হইয়াছে। -(ঐ)

أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (সেই স্থানে রক্তপাত করা)। يَسْفِكَ শব্দটির ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। পেশ দ্বারাও নকল করা হইয়াছে। অর্থাৎ صب الدم (রক্ত ঢালিয়া দেওয়া)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে হত্যা। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা মুকাররমায় রক্তপাত ও যুদ্ধ করা হারাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৩)

لَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً (এইখানকার কোন গাছ-পালা কর্তন করা হালাল নহে)। لَا يَعْضِدَ শব্দটির ض বর্ণে যের د বর্ণে যবর পঠনে অর্থাৎ لَا يَقطع (কর্তন করা যাইবে না)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ফকীহগণ হারম শরীফের সেই সকল গাছ-পালা কর্তন করা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন যেই সকল গাছ-পালা মানুষের চাষাবাদ ও রোপণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলা উদগত করিয়াদিয়াছেন। আর যেই সকল গাছ-পালা মানুষের চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় উহার ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য হইয়াছে। জমহুরের উলামা বলেন, ইহা কর্তন করা জায়িয। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সকল ধরনের উদ্ভিত কর্তন করিলে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

প্রথম প্রকার তথা মানুষের রোপন করা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা উদগত করিয়া দিয়াছেন এমন সকল গাছ-পালা কর্তন করিলে কি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে এই বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ইহার কোন ক্ষতিপূরণ নাই; বরং সে গুনাহগার হইবে। ইমাম আতা (রহ.) বলেন, ইস্তিগফার করিবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, তাহার হইতে একটি হাদী-এর মূল্য নিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বড় গাছ হইলে গাভী আর ছোট গাছ হইলে বকরী আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو (আমর আপনাকে কি বলিল)? অর্থাৎ আপনার বর্ণিত হাদীছের জবাবে আমর কি বলিল? -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৪)

قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ الخ (সে বলিল, হে আবূ শুরায়হ! এই বিষয়ে আমি আপনার অপেক্ষা ভাল জানি)। আবূ শুরায়হ (রাযিঃ)-এর বক্তব্যের খণ্ডনে আমর বিন সাঈদ এমন কথা উল্লেখ করিয়াছে যাহা প্রকাশ্যভাবে সঠিক। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বাতিল। আল্লামা কুসতুলানী (রহ.) বলেন, হারম শরীফে اقامة القصاص (শরয়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা) নিষেধ নহে, ইহা সহীহ। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) এমন কোন কর্ম করেন নাই যাহার কারণে শরয়ী শাস্তি ওয়াজিব হয়; বরং ইয়াযীদ অপেক্ষা হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)ই খিলাফতের অধিক যোগ্য। কেননা, তিনি পূর্বেই বায়আতকৃত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত সাহাবী। আইনী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হযরত আবূ শুরায়হ (রাযিঃ) বলিয়াছিলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম আর তুমি অনুপস্থিত ছিলে। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ

মুসলিম ফর্মা -১৩-৪/১

www.e-ilm.weebly.com

দিয়াছেন, আমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছাইয়া দেই। সুতরাং আমি তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম। এখন মানা না মানা তোমার ইচ্ছা। -(খায়রে জারী) -(হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী ৬, ১ম খণ্ড ২১)

وَلَافَارًّا (মক্কা কোন খুনের পলাতক আসামীকে আশ্রয় দেয় না)। فَارًّا শব্দ ف দ্বারা এবং ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, যাহার উপর হত্যার শাস্তি ওয়াজিব হইয়াছে এমন ব্যক্তি পলায়ন করিয়া মক্কা মুকাররমায় হারম শরীফে আশ্রয় নিয়াছে। এই মাসয়ালায় উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য রহিয়াছে। আমর বিন সাঈদ অভিনব কায়দায় দলীল উপস্থাপনে হুকুমটি প্রয়োগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারেরই নামান্তর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৪)

بِخَرْبَةٍ (কোন বিধ্বস্তকারীকে আশ্রয় দেয় না)। خَرْبَةٍ শব্দটির خ বর্ণে যবর, ر বর্ণে সাকিন অতঃপর ب বর্ণ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ السرقة (চুরি, তস্করবৃত্তি, অপহরণ)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, الخربة শব্দটি পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الفساد (বিকৃতি, দুর্নীতি, গোলযোগ, ভ্রান্তি, অন্যান্য আমোদ প্রমোদ) এবং যবর দ্বারা পঠনে অর্থ السرقة (চুরি)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৪)

(৩১৯৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِلَّا الإِذْخِرَ". فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ". قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করিলেন তখন তিনি দাঁড়াইয়া সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হস্তীবাহিনীকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ হইতে রোধ করিয়াছেন। অবশ্য মক্কাবাসীগণের উপর তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুমিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয় দান করিয়াছেন। আমার পূর্বে কাহারও জন্য মক্কা মুকাররমায় (যুদ্ধ করা) হালাল করা হয় নাই। আর আমার জন্যও দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হইয়াছিল। আমার পরেও আর কাহারও জন্য কখনও হালাল করা হইবে না। সুতরাং হারমের কোন শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে না, এইখানকার কাঁটাযুক্ত গাছও কর্তন করা যাইবে না এবং এই স্থানে পড়িয়া থাকা কোন বস্তু কুড়াইয়া নেওয়া হালাল নহে। তবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে নিতে পারিবে। কাহারও কোন আত্মীয় নিহত হইলে তাহার আপন জনের জন্য দুইটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রহিয়াছে। হয় তাহার 'ফিদয়া' তথা দিয়াত নিবে না হয় 'কিসাস' গ্রহণ করিবে। তখন হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাছপালা কর্তনের নিষেধাজ্ঞা হইতে 'ইযখির' ব্যতিক্রম রাখুন। কেননা,

মুসলিম ফর্মা -১৩-৪/২

www.e-ilm.weebly.com

উহা আমাদের কবরে ও ঘরে ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, 'ইযখির' ছাড়া। (ইহা কর্তনের অনুমতি দেওয়া হইল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবূ শাহ্ নামে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এই কথাগুলি) আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি (সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখিয়া দাও। রাবী ওয়ালীদ (রহ.) বলেন, আমি আওযায়ী (রহ.)কে বলিলাম, তাহার কথা "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে লিখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন"-এর মর্ম কি? তিনি বলিলেন, এই খুতবাটি (লিখিয়া দিতে) যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হস্তীবাহিনীকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশে বাধা প্রদান করিয়াছেন)। অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা হইতে রোধ করিয়াছেন। الْفِيلَ শব্দটি ف বর্ণে যের অতঃপর ي দ্বারা পঠনে একটি প্রসিদ্ধ জন্তুর নাম। আর হস্তীকে রোধ করার দ্বারা মর্ম হইতেছে হস্তীবাহিনীকে রোধ করা। ইহাতে সূরা ফীলে বর্ণিত হস্তীবাহিনীর ঘটনার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহারা কা'বা গৃহকে ভূমিস্মাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়া মক্কায় অভিযান পরিচালনা করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাহাদের বাহিনীকে নিশ্চিন্ন করিয়া তাহাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশাইয়া দেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৪)

وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (হারমের কাঁটাযুক্ত গাছও কর্তন করা যাইবে না)। এই বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কাঁটাযুক্ত গাছ কর্তন নিষেধ হওয়ায় অন্যান্য গাছ উত্তমভাবে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(ঐ)

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ (কাহারও কোন আত্মীয় নিহত হইলে)। ইতোপূর্বে যে জীবিত ছিল সে যদি হত্যা হইয়া নিহত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৫)

إِمَّا أَنْ يُفْدَى (হয় তাহার ফিদয়া গ্রহণ করিবে)। يُفْدَى শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর সীগা। অর্থাৎ يعطى الدية (দিয়াত তথা রক্তমূল্য গৃহীত হইবে)। واما ان يقتل অর্থাৎ القاتل يعنى يقتص منه (নতুবা হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ কতল করা হইবে)। (বিস্তারিত ৪২৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যার অধীনে দ্রষ্টব্য) -(ঐ)

اُكْتُبُوا لِأَبِى شَاهٍ (তোমরা আবূ শাহ (রাযিঃ)কে লিখিয়া দাও)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্যান্য ইলমও লিপিবদ্ধ করা জায়িয। উদাহরণস্বরূপ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ)-এর হাদীছ ما عندنا الا ما فى هذه الصحيفة (এই সহীফায় যাহা আছে উহা ব্যতীত তাঁহার কাছে কিছু নাই)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর হাদীছ كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا اكتب (আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) (হাদীছ) লিখিতেন আর আমি লিখিতাম না)।

বলাবাহুল্য, বহু হাদীছে কুরআন মাজীদ ব্যতীত অন্য কোন ইলম লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে সালাফি সালিহীনের কতক ইলম লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। আর জমহুরে সালাফি সালিহীন (রহ.) বলেন, ইলম লিপিবদ্ধ করা জায়িয। অতঃপর ইলম লিপিবদ্ধ করা মুস্তাহাব হইবার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা ইলম লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহের দুইটি জবাব দিয়াছেন। (এক) নিষেধাজ্ঞা হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কেননা, কুরআন মাজীদ অবতরণের যুগে কুরআন মাজীদের সহিত হাদীছের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকার হাদীছ লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিল। অতঃপর কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হইয়া সংরক্ষিত হওয়ার পর হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপকভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। (দুই) নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহে তানযিহীমূলক। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য ছিল যিনি দৃঢ়তর হিফযশক্তির অধিকারী। তিনি যদি লিপিবদ্ধ করার উপর ভরসা করেন তাহা হইলে হিফয করিয়া সংরক্ষণের গুরুত্ব হ্রাস পাইতে পারে। আর যেই ব্যক্তি দৃঢ়তর হিফয শক্তির অধিকারী নহে তাহার জন্য হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৫)

www.e-ilm.weebly.com

(৩১৯৬) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى يَعْنِي الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

(৩১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের কালে খুযা'আ গোত্র লায়ছ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিল। এই হত্যা ছিল তাহাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাহাকে ইতোপূর্বে লায়ছ গোত্রের লোক হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তিনি তাঁহার উটের উপর আরোহণ করিয়া খুৎবা দিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন : আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমা হইতে হস্তীবাহিনীকে রোধ করিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে মক্কা বাসীদের উপর (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করেন। জানিয়া রাখ, আমার পূর্বে কাহারও জন্য মক্কা (নগরীতে যুদ্ধ করা) হালাল করা হয় নাই এবং আমার পরও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। জানিয়া রাখ, উহাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হইয়াছিল। আরও জানিয়া রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এইখানকার কোন কাঁটা নষ্ট করা যাইবে না, কোন গাছপালা কর্তন করা যাইবে না এবং এই স্থানে পড়িয়া থাকা কোন বস্তুও তোলা যাইবে না। তবে (মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে) ঘোষণা করার জন্য (তুলিতে পারিবে)। যাহার কোন আত্মীয় নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য দুইটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রহিয়াছে। হয় তাহার দিয়াত নিবে, নতুবা 'কিসাস' গ্রহণ করিবে। রাবী বলেন, অতঃপর ইয়ামান দেশের এক ব্যক্তি আসিল, তাহাকে 'আবূ শাহ' বলা হয়। তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এই কথাগুলি) আমাকে লিখিয়া দিন। তখন তিনি (সাহাবীগণকে) বলিলেন, তোমরা আবূ শাহ (রাযিঃ)কে (কথাগুলি) লিখিয়া দাও। অতঃপর কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি (আব্বাস রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাছপালা কর্তনের নিষেধাজ্ঞা হইতে 'ইযখির' বাদ রাখুন। কারণ ইহা আমরা আমাদের ঘরসমূহে ও কবরসমূহে ব্যবহার করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, 'ইযখির' ছাড়া।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِمَّا أَنْ يُقَادَ (নতুবা 'কিসাস' গ্রহণ করিবে)। يُقَادَ শব্দটি القود হইতে, অর্থাৎ القصاص (কিসাস, প্রতিশোধ, শাস্তি) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৫)।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র নিয়া প্রবেশ করা নিষেধ-এর বিবরণ

(৩১৯৭) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ".

(৩১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমাদের কাহারও জন্য মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ (তোমাদের কাহারও জন্য মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, জমহুরে উলামার মতে প্রয়োজন ব্যতিরেকে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা হালাল নহে। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ব্যাপকভাবে অস্ত্র বহন বৈধ নহে। জমহুরে উলামার দলীল, (এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৭ম হিজরীতে) উমরাতুল কাযা পালনের বছর খাপে ভর্তি অস্ত্রসহ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশে শর্ত করিয়াছিলেন। (দুই) মক্কা বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়া মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা তীবী ও ইবন হাজার (রহ.) তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলেন প্রকাশ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের কাহারও কষ্ট কিংবা ভয়-আতঙ্কের কারণ হইবার কারণে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ না। যেমন বর্তমানে পর্যবেক্ষণে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সপক্ষে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কথা রহিয়াছে যে, তিনি হজ্জের দিনগুলিতে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করিতে নিষেধ করেন। আর মক্কা বিজয়ের দিন এই হুকুম হইতে ব্যতিক্রম। কেননা, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হইয়াছিল। আর কাহারও জন্য অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৬)

بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়িয-এর বিবরণ

(৩১৯৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ "اقْتُلُوهُ". فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ.

(৩১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) কি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) সূত্রে আপনার কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি যখন উহা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া আরয করিলেন, ইবন খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে হত্যা কর।" ইমাম মালিক (রহ.) (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ আমার কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ (তাঁহার মুবারক মাথায় লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় ...)। مِغْفَرٌ শব্দটির م বর্ণে যের ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ টুপির নীচে পরিধেয় বর্মবিশেষ, শিরস্ত্রাণ। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেই ব্যক্তির হজ্জ কিংবা উমরা করার ইচ্ছা নাই এমন ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়িয আছে। ইহা ইমাম শামনী (রহ.) বলেন, আর আমাদের (হানাফী মাযহাব) মতে কোন অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়িয নাই। যেমন ইবন আবী শায়বা (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تجاوزوا المیقات بغیر احرام (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করিবে না)। অধিকন্তু (মক্কা) ভূখণ্ডের সম্মানার্থে ইহরামের বিধান। কাজেই হজ্জ-উমরা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রবেশের হুকুম সমান। মক্কা বিজয়ের দিন যেহেতু মক্কা মুকাররমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হালাল ছিল। তাই তিনি ইহরাম ব্যতীত শিরস্ত্রাণ পরিধেয় অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। আর এই হুকুম সেই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দিনে ইরশাদ করিয়াছিলেন ঃ انها لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی وانما حلت لی ساعة من نهار ثم عادت حراما (আমার পূর্বে কাহারও জন্য এই স্থানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কখনও কাহারও জন্য ইহা হালাল নয়। আর আমার জন্যও একদিনের সামান্য সময় এই স্থানে (যুদ্ধ করা) বৈধ করা হইয়াছিল। অতঃপর পুনরায় ইহা (আমার জন্যও) হারাম হইয়া গেল)। মিরকাত গ্রন্থে অনুরূপ আছে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুর ভয় থাকিলে শিরস্ত্রাণ পরিধান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখা শরীয়ত সম্মত। ইহা তাওয়াক্কুল-এর বিপরীত নহে। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৯৬)

جَاءَهُ رَجُلٌ (তাঁহার কাছে এক ব্যক্তি আসিলেন)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ব্যক্তিটি হইলেন আবূ বুরযাহ আসলামী (রাযিঃ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের খবর প্রশাসকের কাছে পৌঁছানো জায়িয আছে। ইহা হারাম গীবত ও চুগলির অন্তর্ভুক্ত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৬)

ابْنُ خَطَلٍ (ইবনু খাতাল)। خَطَلٍ শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তাহার নামের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহার নামের ব্যাপারে মতানৈক্যের সমন্বয়ে বলেন, তাহার নাম আবদুল উয্যা ছিল। অতঃপর যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাহার নাম রাখা হইয়াছিল আবদুল্লাহ। -(ঐ)

مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ (কা'বা শরীফের গেলাফের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, বায়তুল্লাহর আশ্রয়ে সে নিজেকে কা'বার গেলাফের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৬)

اقْتُلُوهُ (তোমরা তাহাকে হত্যা কর)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, সে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার খেদমত করিত এমন একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামী আহকামের কুৎসা রটনার উদ্দেশ্যে দুইটি গায়িকা নিয়োগ করিয়াছিল। তিনি তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, হারম শরীফের বাহিরে শরয়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়া হারম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার উপর শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা জায়িয। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলিব, প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, তাহাকে শুধু মুরতাদ হইয়া যাওয়ার কারণে কিংবা মুরতাদ হওয়ার সহিত মানুষ হত্যার কারণে হত্যা করা হইয়াছিল। যদি কিসাস হিসাবে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সেই মুহূর্তটি হালাল করিয়া দেওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। তবে তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হয় নাই। কেননা,

www.e-ilm.weebly.com

নিহত ব্যক্তির পক্ষে দাবী ও সাক্ষীর শর্ত এই স্থানে বিদ্যমান নাই। এই কারণে ইবন হাজার (রহ.)-এর অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সেই সময়টি হালাল করা হইয়াছিল এবং তখন মক্কা মুকাররমা অন্যান্য স্থানের মত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দিনের পর আবার কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হইয়াছে (মিরকাত)। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে আছে মক্কা বিজয়ের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেই মুহূর্তটি হালাল করা হইয়াছিল উহা হইতেছে সংশ্লিষ্ট দিনের প্রথম প্রহর হইতে আসর নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত। আর ইবন খাতালকে অবশ্যই আসরের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বেই হত্যা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৩৯৬)

فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ (ইমাম মালিক (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ)। এই বাক্যটির মর্ম ঃ احدثك ابن شهاب عن انس بكذا فقال مالك نعم حدثني به (ইয়াহইয়া (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাছে কি ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তখন ইমাম মালিক (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ। আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন)। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৩৯)

(৩১৯৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

(৩১৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিলেন। রাবী কুতায়বা (রহ.) বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীনভাবে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। রাবী কুতায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু যুবায়র (রহ.) তিনি জাবির (রাযিঃ) হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ الخ (কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় ...) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাকিম (রহ.) 'একলীল' গ্রন্থে লিখেন, পূর্ববর্তী আনাস (রাযিঃ)-এর হাদীছে আছে যে, তিনি লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন এবং আলোচ্য হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করেন। এতদুভয় হাদীছে বৈপরীত্যের সমন্বয় এইভাবে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর শিরস্ত্রাণ খুলিয়া রাখিয়া কালো পাগড়ী পরিধান করিয়াছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই স্বীয় দেখা মুতাবিক রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার পক্ষে মুসলিম শরীফের (৩২০১ নং) আমর বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, أَنَّه خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় (কা'বার দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া) লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দেন)। আর খুৎবাটি তিনি পবিত্র কা'বার দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া দিয়াছিলেন আর ইহা পূর্ণভাবে প্রবেশের পরেই হইয়াছিল। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপভাবেই বিরোধপূর্ণ হাদীছদ্বয়ে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এইভাবে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন যে, কালো পাগড়ী শিরস্ত্রাণের উপরে পেঁচানো ছিল, কিংবা শিরস্ত্রাণের নীচে পাগড়ী পরিধেয় ছিল, যাহাতে

www.e-ilm.weebly.com

লৌহের সংঘর্ষ হইতে মুবারক মাথাকে হিফাযত করে। তাই হযরত আনাস (রাযিঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়া মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের বিষয়টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন। আর জাবির (রাযিঃ) ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশের বিষয়টি বুঝানোর উদ্দেশ্যে পাগড়ী পরিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৭)

عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (কালো পাগড়ী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মাণ হয় যে, কালো কাপড় পরা জায়িয আছে। অন্য রিওয়ায়তে আছে, তিনি কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে (মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা শরীফের দরজায় দাঁড়াইয়া) খুৎবা দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় খুৎবা দেওয়া জায়িয, যদিও সাদা পোশাক পরে খুৎবা দেওয়া আফযল। যেমন সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, خير ثيابكم البياض (সাদা কাপড় তোমাদের জন্য উত্তম)। তবে আলোচ্য হাদীছে যে, কালো পাগড়ী পরিধানের কথা আছে, ইহা জায়িয বর্ণনার জন্য পরিধান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৭)

(৩২০০) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(৩২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হাকীক আওদী (রহ.) তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন।

(৩২০১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(৩২০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জা'ফর বিন আমর বিন হুরায়ছ (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (আমর বিন হুরায়ছ রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় (পবিত্র কা'বার দরজায় দন্ডায়মান হইয়া) লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিয়াছিলেন।

(৩২০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(৩২০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তাহারা ... জা'ফর বিন আমর বিন হুরায়ছ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা (আমর বিন হুরায়ছ রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মক্কা বিজয়ের দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর (লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতে) প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত মুবারক কাঁধের মধ্য বরাবর ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। রাবী আবূ বকর (রহ.) عَلَى الْمِنْبَرِ (মিম্বরের উপর) বাক্যটি বলেন নাই।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا (তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত মুবারক কাঁধের মধ্য বরাবর ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের ও অন্যান্য শহরের সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখা طَرَفَيْهَا (পাগড়ীর দুই প্রান্ত) শব্দটি দুইবচনেই রহিয়াছে। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, طَرَفَهَا (পাগড়ীর এক প্রান্ত) শব্দটি এক বচনে হওয়া সঠিক ও প্রসিদ্ধ। যদিও কতক রাবী طَرَفَيْهَا (পাগড়ীর দুই প্রান্ত)কে দুইবচনে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। এই বিষয়ে বিস্তারিত كتاب اللباس (পোশাক অধ্যায়ে)-এ ইনশাআল্লাহু তা'আলা আলোচনা আসিতেছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৭)

بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা তায়্যিবার ফযীলত, এই শহরে বরকতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ, মদীনাও হারম, এই স্থানের শিকার করা, গাছপালা কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং মদীনা হারমের সীমানার বিবরণ

(৩২০৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ".

(৩২০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আসিম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকাররমাকে হারম হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন এবং তখনকার অধিবাসীগণের (নিরাপত্তা ও রিযিকের) জন্য দু'আ করিয়াছেন। আর আমি মদীনা (তায়্যিবা)কে হারমে পরিণত করিলাম যেমনভাবে ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকাররমাকে হারমে পরিণত করিয়াছেন। আমি এই স্থানের সা' ও মুদ্দ-এর (বরকতের) জন্য দু'আ করিলাম যেমনভাবে ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকাররমার বাসিন্দাগণের জন্য দু'আ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ (আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে হারমে পরিণত করিলাম ...)। الْمَدِينَةَ (মদীনা) এক প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যেই শহরের দিকে আখিরী নবী সাঈয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (তাহারা বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি– সূরা মুনাফিকূন ৮)। الْمَدِينَةَ (মদীনা) শব্দটি যখন বন্দিত্ববিহীন উল্লেখ করা হয় তখন ইহা দ্বারা সেই মদীনা মুনাওয়ারা মর্ম। আর الْمَدِينَةَ (শহর) শব্দ দ্বারা অন্য কোন শহর বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তখন ইহাকে বন্দিত্বসহ উল্লেখ করা জরুরী। কাজেই ইহা ثُرَيَّا (কৃত্তিকা নক্ষত্র পুঞ্জ)-এর জন্য النجم (নক্ষত্র)-এর মত। ইসলামপূর্ব ইহার নাম يثرب (ইয়াছরিব) ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَإِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآَهْلَ يَثْرِبَ (যখন তাহাদের একদল বলিয়াছিল হে ইয়াছরিববাসী– সূরা আহযাব ১৩) يثرب (ইয়াছরিব) মদীনার একটি স্থানের নাম। সেই নামেই পূর্ণ শহরের নাম

www.e-ilm.weebly.com

'ইয়াছরিব' নামে নামকরণ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, আরস বিন সাম বিন নূহ (আ.)-এর পুত্র ইয়াছরিব বিন কানিয়া সর্বপ্রথম এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন তাই তাহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক আবূ উবায়দ আল-বাকরী (রহ.) নকল করিয়াছেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার নাম طيبة (তায়্যিবাহ তথা পবিত্র বস্তু) রাখিয়াছেন। ইহার বাসিন্দাগণ ছিলেন 'আমালিক' বংশের। অতঃপর বনী ইসরাঈলের এক জামাআত তথা বসতি স্থাপন করেন। কেহ বলেন, তাহাদেরকে হযরত মূসা (আ.) প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ঐতিহাসিক যুবায়র বিন বাক্কার (রহ.) 'আখবারুল মদীনা' গ্রন্থে যঈফ সনদে নকল করিয়াছেন। অতঃপর 'আওস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয় বসবাস স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের মাধ্যমে মদীনা তায়্যিবাহকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করিয়াছেন।

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ ও অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া মুহাম্মদ বিন আবূ যিব, যুহরী, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, মদীনার জন্য হারম আছে। কাজেই সেই স্থানের গাছপালা কর্তন করা যাইবে না এবং তথায় শিকারও করা যাইবে না। কিন্তু কেহ যদি মদীনার হারমের গাছপালা কর্তন করে কিংবা শিকার করে তাহা হইলে তাহাদের অধিকাংশের মতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। তবে ইবন আবূ যিব (রহ.) বলেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

ইমাম ছাওরী, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, মক্কা মুকাররমার যেমন হারম আছে অনুরূপ হারম মদীনা তায়্যিবাহর জন্য নাই। কাজেই তথাকার শিকার করা, গাছপালা কর্তন করা হারাম নহে। তবে মাকরূহ। মুল্লা আলী কারী (রহ.) 'মিরকাত' কিতাবে অনুরূপ লিখিয়াছেন। 'আল-কাফী' গ্রন্থকার বলেন, অকাট্য নসসমূহ দ্বারা শিকার হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। কাজেই অনুরূপ অকাট্য 'নস' ব্যতীত হারাম প্রমাণিত হইবে না এবং মদীনা তায়্যিবাহ-এ শিকার করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন অকাট্য নস নাই। আর মক্কা মুকাররমার হারম সম্পর্কে স্পষ্টরূপে কুরআন মজীদের অকাট্য নস দ্বারা শিকার করা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

আল্লামা তুরপুশতী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী حرمت المدينة (মদীনাকে হারমে পরিণত করিলাম) দ্বারা তিনি মদীনা সম্মানিত করার কথা বুঝাইয়াছেন। এই নহে যে, ইহা দ্বারা হারম সম্পর্কিত অন্যান্য আহকামও তথায় জারী হইবে। ইহার প্রমাণ হইতেছে সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলিত (অনুচ্ছেদের পরবর্তী ৩২২৭ নং হাদীছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ (আর পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এই স্থানের গাছপালা উপড়ানো যাইবে না)। অথচ মক্কা মুকাররমার হারমের গাছপালা কোন অবস্থাতেই উপড়ানো জায়িয নাই। আর সাহাবাগণের ছোট একটি দল মদীনা মুনাওয়ারায় শিকার করা নিষিদ্ধ মনে করেন। কিন্তু জমহুরে সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় পাখী শিকারকে নিষেধ করেন নাই এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও নির্ভরযোগ্য কোন সনদে আমাদের কাছে নিষেধাজ্ঞার কথা পৌঁছে নাই।

ইবন নাফি' (রহ.) বলেন, মদীনা তায়্যিবাহর কুল গাছের পাতা পাড়া নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মদীনার কুল গাছের পাতা কর্তন করিতে এই কারণে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে গাছপালা, পশুপাখী ও জনশূন্য না হইয়া যায়; বরং প্রচুর গাছপালা বিদ্যমান থাকে, ঘনিষ্ঠ হয় এবং শরণার্থীগণ ছায়া গ্রহণ করিতে পারে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, ইহা দ্বারা গাছপালা কর্তন ও শিকার করা হারাম করা উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে মদীনার সৌন্দর্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, যাহাতে মানুষ ইহাতে

www.e-ilm.weebly.com

বসবাস করিয়া আনন্দ পায় এবং ইহাকে ভালোবাসে। আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, মদীনার গাছপালা কর্তন ও শিকার করা নিষেধের কারণ সম্ভবত এই হইতে পারে যে, তখন মদীনার দিকে হিজরত করা (মুসলমানদের জন্য) ওয়াজিব ছিল। তাই ইহার সৌন্দর্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন ছিল যাহাতে লোকেরা তথায় বসবাস করিয়া আনন্দ ও শান্তি পায় এবং অন্তর দিয়া উহাকে ভালোবাসে। সবুজ শ্যামল গাছপালার সংরক্ষণের মাধ্যমে মদীনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে এবং মানুষ সেই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যেমন ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم اطام المدينة فانها زينتها (নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কেল্লাগুলি বিধ্বস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, এইগুলি মদীনার সৌন্দর্য)। অতঃপর যখন হিজরতের হুকুম অবসান হইল তখন কেল্লা ভাঙ্গিয়া ফেলার নিষেধাজ্ঞা থাকিল না। অনুরূপ আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৯৭-৩৯৯ সংক্ষিপ্ত)

وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا (আমি মদীনার মুদ্দ ও সা'-এর জন্য দু'আ করিলাম)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, উল্লিখিত বস্তুর জন্য দু'আ করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। ফলে প্রচুর বরকত হইয়াছে, যথেষ্ঠ আহার করিতেছে, গুদামজাত করিতেছে এবং আল্লাহ তা'আলার সকল শহরে স্থানান্তরিত হইতেছে। মুদ্দ এবং সা' (ওজন পরিমাপের দুইটি একক)-এর বরকতের দ্বারা মর্ম এতদুভয় দ্বারা যাহা পরিমাপ করা হয় উক্ত বস্তুর বরকতের দু'আ করা মর্ম। ইহাকে تسمية الشئ باسم ما قرب به বলা হয়। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেন, বরং ইহা ذكر المحل وارادة الحال (পরিমাপ পাত্রের উল্লেখ পূর্বক পরিমিত বস্তু মর্ম নেওয়া)-এর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪০০)

(৩২০৪) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ". وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا "مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ".

(৩২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... আমর বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ওহায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত রাবী দাওয়ারদী (রহ.)-এর অনুরূপ بمثلى ما دعا به ابراهيم (যেইরূপ ইবরাহীম (আ.) মক্কার অধিবাসীগণের জন্য দু'আ করিয়াছেন) রহিয়াছে। আর রাবী সুলায়মান বিন বিলাল ও আবদুল আযীয বিন মুখতার (রহ.) এতদুভয়ের রিওয়ায়তে مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ (যেমন ইবরাহীম (আ.) মক্কার অধিবাসীগণের জন্য দু'আ করিয়াছেন) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, এই বাক্যে مِثْلَ শব্দটি منصوب (শেষ অক্ষরে যবর বিশিষ্ট) হইবে। অর্থাৎ বাক্যটি بمثل ما دعا به ابراهيم হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৩৪০০)

www.e-ilm.weebly.com

(৩২০৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا". يُرِيدُ الْمَدِينَةَ.

(৩২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে হারাম করিয়াছেন। আর আমি দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারমে পরিণত করিয়াছি। তিনি ইহা দ্বারা মদীনা তায়্যিবাহকে বুঝাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থান)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, لابة শব্দটি তাশদীদবিহীন পঠনে অর্থ কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট ভূমি। অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সুনানু আহমদ' গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে : وانا احرم المدينة ما بين حرتيها (আর আমি মদীনাকে হারমে পরিণত করিয়াছি, যাহা দুইটি প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত)। এই হাদীছে حرة শব্দটি لابة এর অর্থে ব্যবহৃত। কতক হানাফী দাবী করেন যে, আলোচ্য হাদীছখানা الحديث المضطرب (ভিন্ন ভিন্ন সূত্রধারায় বর্ণিত সমান দৃঢ়তাসম্পন্ন হাদীছ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোন রিওয়ায়তে مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান মদীনা), কোন রিওয়ায়তে مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি মধ্যবর্তী স্থান মদীনা) আর কোন রিওয়ায়তে مَا بَيْنَ مَازِمَيْهَا (দুই পাহাড় (উহুদ ও আইর)-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত মদীনা)। পলে বলেন, এতদুভয় হাদীছের বৈপরীত্যে সমন্বয় অতি স্পষ্ট। আর এই ধরণের বৈপরীত্যের কারণে সহীহ হাদীছসমূহ প্রত্যাখ্যাত হয় না। তদুপরি সমন্বয় করিতে যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব। নিঃসন্দেহে مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (যাহা দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) রিওয়ায়ত খানা যুগপৎ বর্ণিত হওয়ার কারণে প্রাধান্য দেওয়া যায়। আর جَبَلَيْهَا (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ...) রিওয়ায়তখানা لاَبَتَيْهَا এর বিপরীত নহে : হয়তো প্রত্যেক لاَبة (কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি)-এর পার্শ্বে جبل (পাহাড়) হইবে। কিংবা لاَبَتَيْهَا (যাহা দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি)-এর একটি মদীনার দক্ষিণ পার্শ্বে আর দ্বিতীয়টি উত্তর পার্শ্বে এবং جَبَلَيْهَا (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান)-এর একটি মদীনার পূর্ব পার্শ্বে এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিমে অবস্থিত। আর مَازميها (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে) কতক সূত্রে আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। المازم শব্দটি ز বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ المضيق بين الجبلين (দুই পাহাড়ের মধ্যে গিরিসঙ্কট)। আর কখনও ইহা পাহাড় অর্থে প্রয়োগ হয়। -(আল-ফাতহ) -(ফতহুল মুলহিম ৩:৩৪০০)

(৩২০৬) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلاَنِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ. قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ.

(৩২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... নাফি' বিন যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান বিন হাকম জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মক্কা মুকাররমা ও উহার অধিবাসীগণ এবং উহার হারমের মান-মর্যাদা

www.e-ilm.weebly.com

সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তখন রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার! আমি যে কেবল আপনাকে মক্কা মুকাররমার, ইহার অধিবাসী ও ইহার হারমের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিতেছি, অথচ আপনি মদীনা তায়্যিবাহ, ইহার অধিবাসী ও ইহার হারমের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিতেছেন না; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই প্রান্তের কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারম বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত এই হাদীছ আমাদের কাছে খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে। আপনি চাহিলে আমি উহা আপনার সামনে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারি। রাবী বলেন, মারওয়ান (কথা শুনিয়া) চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর বলিলেন, অবশ্য আমিও অনুরূপ কিছু শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ (খাওলানী চামড়ায়)। خَوْلَان (খাওলান) ইয়ামান দেশের একটি গোত্রের নাম। (কামূস) - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০০)

(৩২০৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا".

(৩২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) মক্কা হারাম বাস্তবায়ন করিয়াছেন। আর আমি মদীনাকে হারমে পরিণত করিলাম। যাহা দুই কৃষ্ণ প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং এই স্থানের কোন কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাইবে না এবং এখানকার পশু-পাখি শিকার করা যাইবে না।

(৩২০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৩২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সাঈদ (রহ.), তাঁহার পিতা সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি মদীনার দুই কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানের কাটা বিশিষ্ট গাছ কিংবা পশু-পক্ষী শিকার করা হারাম করিয়া দিলাম। তিনি আরও ইরশাদ করেন, মদীনা স্বীয় অধিবাসীগণের জন্য উত্তম স্থান, যদি তাহারা বুঝে। যেই ব্যক্তি অনাগ্রহ বশতঃ মদীনা ত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার হইতে উত্তম ব্যক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করেন। আর যেই ব্যক্তি মদীনা তায়্যিবাহ-এ ক্ষুধা ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করিব কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, সাক্ষী হইব।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا (মদীনা হারমের কোন কাটাযুক্ত গাছ কর্তন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতেছি)। عِضَاهٌ শব্দটি عِضَةٌ -এর বহুবচন। শব্দটির আসল বর্ণ ه -কে লোপ করা হইয়াছে। মূলতঃ শব্দটি عضهة ছিল। ইহার মর্ম, কাটাযুক্ত বড় গাছ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০০)

أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا الخ (কিংবা মদীনার হারমের পশু-পক্ষী শিকার করাও নিষেধ)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব ইহাকে النهى التنزيهى (তানযিহী মূলক নিষেধাজ্ঞা)-এর উপর প্রয়োগ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০০)

(৩২০৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ "وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ".

(৩২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, যেই ব্যক্তি মদীনা তায়্যিবাহর বাসিন্দাগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিতে এমনভাবে বিগলিত করিবেন যেমনভাবে আগুন সীসাকে বিগলিত করিয়া দেয় কিংবা লবন পানিতে গলিয়া যায়।

(৩২১০) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.

(৩২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সা'দ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, একদা সা'দ (রাযিঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া (মদীনা পার্শ্ববর্তী) আকীক (নামক স্থান)-এ স্বীয় বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি ক্রীতদাসকে ঘাস কর্তন করিতে কিংবা পাতা ছিড়িয়া সংগ্রহ করিতে দেখিলেন। তখন তিনি তাহার কাপড়টি (থলেটি) কাবজা করিয়া নিলেন। অতঃপর সা'দ (রাযিঃ) যখন (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন উক্ত ক্রীতদাসের মনিব আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাদের ক্রীতদাসের নিকট হইতে তিনি যাহা ছিনাইয়া নিয়াছিলেন উহা তাহাদের নিকট কিংবা তাহাদের ক্রীতদাসের নিকট ফেরত প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, যেই বস্তু আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন তথা গনীমতস্বরূপ দিয়াছেন উহা ফেরত দিওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। সুতরাং তিনি উহাকে তাহাদের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَلَبَهُ অর্থাৎ اخذ ثيابه (তিনি তাহার কাপড়টি কবজা করিয়া নিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০২)

www.e-ilm.weebly.com

فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ (অতঃপর সা'দ (রাযিঃ) যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন) অর্থাৎ الى المدينة (মদীনার দিকে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০২)

نَفَّلَنِيهِ (যাহা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়াছেন)। نَفَّلَنِيهِ শব্দটি ف বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ جعلنيه او اعطانيه نفلا اى غنيمة (ইহা আমার জন্য করিয়াছেন কিংবা আমাকে উপঢৌকন তথা গনীমত স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০২)

وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ (সুতরাং তিনি উহাকে তাহাদের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه (সুতরাং আমি তোমাদের কাছে এই খাদ্য ফেরত দিব না, যাহা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করিতে দিয়াছেন। তবে তোমরা যদি আমার কাছে উহার মূল্য চাও তাহা হইলে আমি দিয়া দিব)। অন্য রিওয়ায়তে আছে انه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه فيقول لا ادع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانى لمن اكثر الناس مالا. (একদা হযরত সা'দ (রাযিঃ) রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে এক লাকড়িওয়ালাকে পাইলেন, যাহার কাছে তাজা ঘাস ছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি অবশ্য গণীমতকে হাতছাড়া করিব না যেই গণীমত আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন। যদিও আমি লোকদের মধ্যে সম্পদশালী)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০২)

(৩২১১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ "الْتَمِسْ لِي غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي". فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ".

(৩২১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন খানতাব-এর আযাদকৃত গোলাম আমার বিন আবূ আমর (রহ.) হইতে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা (রাযিঃ)কে বলিলেন, তোমাদের বালকদের মধ্য হইতে একজন বালক আমার খিদমতের জন্য তালাশ করিয়া আন। কাজেই আবূ তালহা (রাযিঃ) আমাকে বাহনে তাহার পশ্চাতে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই অবতরণ করিতেন আমি তাহার প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া দিতাম। এই হাদীছে তিনি আরও বলেন, তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, এই পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালোবাসি। তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন ইরশাদ করিলেন, "হে আল্লাহ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারম গণ্য করিয়াছি। হে আল্লাহ! তাহাদের (মদীনাবাসীদের) মুদ্দ ও সা'-এ (দ্বারা পরিমেয় বস্তুতে) বরকত দান করুন।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালোবাসি)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ (এক) ইহাতে مضاف উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি اهل احد (উহুদের অধিবাসী) ইহা দ্বারা আনসারগণ মর্ম। কেননা, তাহারাই উহুদের পাদদেশে বসবাস করেন। (দুই) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া সাহাবীগণকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে, আমরা অতিশীঘ্রই নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছিয়া যাইব। (তিন) বস্তুতভাবেই উভয় (তাহার এবং আমাদের) দিক হইতে ভালোবাসা রহিয়াছে। কেননা, ইহা জান্নাতের পাহাড়সমূহের একটি পাহাড়। যেমন ابى عبس بن جبر সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীছে আছে ঃ جبل احد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة اخبره احمد (উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাহাকে ভালোবাসি। উহা জান্নারে পাহাড়সমূহের অন্তর্ভুক্ত– আহমদ)। আর কোন শহরের স্থানের পক্ষ হইতে ভালোবাসা করার সম্ভাবনার বিষয়টিও নিষেধ নাই। কেননা, পাহাড়-পর্বতসহ সকল বস্তুই তো তাসবীহ পাঠ করিতে সক্ষম এবং পাঠ করা বিষয়টি প্রমাণিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০২)

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ (হে আল্লাহ! তাহাদের মুদ্দ ও সা'-এ বরকত দান করুন)। আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, দু'আ সম্ভবতঃ তখনকার সময়ের মুদ্দ (৮৩০ গ্রাম পরিমেয় বস্তুর পরিমাপ পাত্র)-এর সহিত নির্দিষ্ট হইবে কিংবা বর্তমান যুগের সকল মাপযন্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৩)

(৩২১২) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا".

(৩২১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই হাদীছে তিনি ইরশাদ করেন, আমি মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকাকে হারম তথা সম্মানিত স্থানে পরিণত করিলাম।

(৩২১৩) وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِى هَذِهِ شَدِيدَةٌ "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا". قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

(৩২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনাকে হারম (সম্মানিত) করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। এই স্থান হইতে ঐ স্থানের মধ্যবর্তী স্থান। কাজেই যদি কেহ মদীনায় কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ কোন বিদ'আত করে, তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন, ইহা খুবই মারাত্মক ব্যাপার ঃ যে কেহ কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করিবে তাহা হইলে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের ও সকল মানুষের

www.e-ilm.weebly.com

লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহার ফরয কিংবা নফল কোন ইবাদতই কবূল করিবেন না। রাবী (আসিম) বলেন, ইবন আনাস (রাযিঃ) বলিলেন, "অথবা যে কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَابَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا (এই স্থান হইতে ঐ স্থানের মধ্যবর্তী স্থান)। অনুরূপ অস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তবে আগত (৩২১৮নং) হযরত আলী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে مابين عير الى ثور ('আইর' ও 'ছাওর' নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৩)

فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (কাজেই যদি কেহ মদীনায় কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ কোন বিদআত উদ্ভাবন করে)। যদি কেহ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রকাশ্যভাবে জঘন্য কিংবা বিদ'আত করে যাহা কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ (মিরকাত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৩)

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ (তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, পাপাচারী ও ফাসিক দলের প্রতি লা'নত করা জায়িয। কিন্তু নির্দিষ্ট পাপী ও ফাসিকের উপর লা'নত করা জায়িয হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে না। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিদআত ও বিদআতীকে আশ্রয়দানকারী উভয়ই গুনাহের দিক দিয়া সমান। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৩)

صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (তাহার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই ...) এই বাক্যের শব্দদয়ের প্রথম বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। এতদুভয় শব্দের তাফসীরে মতানৈক্য আছে ঃ জমহুরে উলামার মতে صرف দ্বারা فريضة (ফরযী ইবাদত) এবং عدل দ্বারা نافله (নফল ইবাদত) মর্ম। ইহা আল্লামা ইবন খাযীমা (রহ.) সহীহ্ সনদে ইমাম ছাবরী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, صرف দ্বারা نافله এবং عدل দ্বারা فريضة মর্ম। আল্লামা আসমায়ী (রহ.) বলেন, صرف দ্বারা توبه এবং عدل দ্বারা فديه মর্ম। ইহা ছাড়াও অনেক অভিমত রহিয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৩)

قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ (রাবী বলেন, ইবন আনাস (রহ.) বলেন)। প্রথম قال -এর فاعل হইতেছে রাবী আসিম (রহ.)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ নুসখায় فقال ابن انس রহিয়াছে। আর কোন কোন নুসখায় فقال انس (তথা ابن শব্দ উহ্য করিয়া) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমাদের প্রায় সকল শায়খ ابن সহ فقال ابن انس রিওয়ায়ত করেন। আর ইহাই সহীহ। এই হিসাবে বাক্যটির মর্ম হইবে যে, আনাস (রাযিঃ)-এর ছেলে نضر (নযর) বলেন, তাঁহার পিতা আনাস (রাযিঃ) এই অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য হাদীছের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর ভাষ্যই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৪)

أَوْ آوَى (অথবা আশ্রয় দিল)। অর্থাৎ বিদ'আতকারীকে তাহার সহিত মিলাইয়া নিল এবং আশ্রয় দিল। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বলা হয় أوى মদ্দবিহীন ও اوى মদ্দসহ فعل لازم ও فعل متعدى উভয় হইতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু لازم হইতে মদ্দবিহীন পঠন অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক সহীহ। আর متعدى হইতে মদ্দসহ পঠন অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক সহীহ। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলি, কুরআন মজীদের দুই স্থানে অধিকতর শুদ্ধরূপে ইরশাদ হইয়াছে যেমন لازم এর স্থলে أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ (আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম– সূরা কাহাফ ৬৩)। আর متعدى এর স্থলে ইরশাদ হইয়াছে وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ (এবং তাহাদেরকে টিলায় আশ্রয় দিয়াছিলাম– সূরা মু'মিনূন ৫০)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৪)

مُحْدِثًا (বিদ'আত প্রবর্তনকারীকে ...)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই শব্দটি কেবল د বর্ণে যের দ্বারা পঠনে محدثا বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বলেন, তবে ইমাম মাযরী (রহ.) বলেন, শব্দটির د বর্ণে যের এবং যবর

মুসলিম শরীফ -১৩-৫/১

www.e-ilm.weebly.com

এই দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যবর দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়তে স্বয়ং বিদ'আত (নব প্রবর্তিত জঘন্য কর্ম) এবং যের দ্বারা পঠনে বিদআতকারী (নতুনভাবে জঘন্য কর্ম উদ্ভাবনকারী)কে বুঝানো হইয়াছে। -(ঐ)

(৩২১৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

(৩২১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আসিম আল আহওয়াল (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)কে কিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনাকে হারম ঘোষণা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ইহা হারম। কাজেই এই স্থানের ঘাস তোলা যাইবে না। যেই ব্যক্তি ইহা করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত।

(৩২১৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ".

(৩২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আপনি তাহাদের দাড়ি পাল্লায় (পরিমেয় বস্তুসমূহে) বরকত দান করুন। তাহাদের সা' (দ্বারা পরিমেয় বস্তুসমূহ)-এ বরকত দান করুন এবং তাহাদের মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তুসমূহ)-এ বরকত দান করুন।

(৩২১৬) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَىْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ".

(৩২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবরাহীম বিন সামী (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় ইরশাদ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মক্কা মুকাররমায় যেই পরিমাণ বরকত দান করিয়াছেন, মদীনা তায়্যিবায় উহার দুই গুণ বরকত দান করুন।

(৩২১৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا

মুসলিম ফর্মা -১৩-৫/২

www.e-ilm.weebly.com

أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ". وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ " يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ". وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.

(৩২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... ইবরাহীম তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবায় বলিলেন, যেই ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের (আহলে বায়তগণের) কাছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব (কুরআন মজীদ) ছাড়া যাহা আমরা তিলাওয়াত করি এবং এই সহীফা। রাবী বলেন, ঐ সহীফা যাহা তরবারীর খাপে ঝুলন্ত ছিল তাহা ছাড়া অন্য কিছু আছে, সে মিথ্যা বলে। এই সহীফায় উটের বয়স (তথা যাকাত ফরয হওয়া) এবং কিছু যখম (কিসাস)-এর বিধান লিখিত ছিল। ইহার মধ্যে আরও ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মদীনা তায়্যিবার 'আইর' ও 'ছাওর' নামক পাহাড় দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হারম। সুতরাং এই স্থানে যেই ব্যক্তি কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করিবে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির কোন ফরয এবং নফল ইবাদত আল্লাহ তা'আলা কবূল করিবেন না। মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তাদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাহাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। যেই ব্যক্তি অন্যের পিতার সহিত নিজ বংশ দাবী করে কিংবা স্বীয় (আযাদদাতা) মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সহিত বন্ধুত্ব করে, তাহার প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল করিবেন না, (রাবী বলেন) রাবী আবূ বকর ও যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (তাহাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর) পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারা উভয়ে ইহার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ (তাহার তরবারীর খাপে ঝুলন্ত) বাক্যটি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَيْئًا نَقْرَأُهُ (যাহা কিছু আমরা তিলাওয়াত করি) অর্থাৎ من الوحي (ওহী হইতে)। যেমন কতক রিওয়ায়তে স্পষ্টরূপে অনুরূপ আছে -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪০৫)।

هٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ (এই সহীফায়) অর্থাৎ الورقة المكتوبة (লিখিত পাতা) -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪০৫)

فَقَدْ كَذَبَ (সে মিথ্যা বলে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর প্রদত্ত খুৎবা যে, আমাদের কাছে কিতাবুল্লাহ ও এই সহীফা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা দ্বারা শিয়া ও রাফিযীদের ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন হইয়া যায় এবং মিথ্যায় পর্যবসিত করিয়াছে তাহাদের সেই দাবী যাহা তাহারা করে যে, হযরত আলী (রাযিঃ)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ওসীয়্যত করিয়াছিলেন গোপন ইলম, দ্বীনী কানূন ও শরীয়তের বহু সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়াছিলেন। আলী (রাযিঃ)কে ওসী গণ্য করিয়াছিলেন এবং আহলে বায়তকে এমন কিছু বিষয়ের তা'লীম দিয়াছিলেন যাহা তাহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও জানানো হয় নাই। সারকথা ইহা দ্বারা ভালোভাবেই জানা গেল যে, তাহাদের ভ্রান্ত দাবী, ফাসিদ ধারণাসমূহের কেন ভিত্তি নাই। আর তাহাদের মনগড়া ভ্রান্ত দাবীসমূহের খন্ডনে কেবল আলী (রাযিঃ)-এর এই কথাই যথেষ্ট। অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। -(ঐ)

www.e-ilm.weebly.com

أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ (এই সহীফায় উটের বয়স এবং কিছু যখমের বিধান লিখিত ছিল)। সহীফায় কি লিখিত ছিল এই ব্যাপারে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রহিয়াছে। কোন রিওয়ায়তে العقل সম্পর্কে, কোন রিওয়ায়তে الاسير (কয়েদী) সম্পর্কে, কোন রিওয়ায়তে فرائض الصدقة (ফরয সদকা তথা যাকাত) সম্পর্কে এবং অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে লিখিত ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই সকল রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, একটি সহীফায় উপর্যুক্ত সকল বিষয় লিখা ছিল। তাই প্রত্যেক রাবী নিজেদের হিফয মুতাবিক রিওয়ায়ত করেয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৫)

مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ الخ (মদীনার 'আইর' ও 'ছাওর' নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হারম)। عَيْرٍ শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং ى বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অন্য রিওয়ায়তে عائر (আইর) فاعل এর ওযনে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মদীনার একটি পাহাড়। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, 'আইর' মদীনার একটি পাহাড় হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। কেননা, ইহা খুবই প্রসিদ্ধ। আরবীদের অনেক কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক আবূ উরায়দ বকরী (রহ.) ইহার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। অতঃপর বলেন, তবে মদীনাবাসীগণের কাছে মদীনায় 'ছাওর' নামে কোন পাহাড়ের পরিচিতি ছিল না; বরং 'ছাওর' হইতেছে মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তীতে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। আল্লামা মুহিব্বুত তাবারী (রহ.) 'আল আহকাম' গ্রন্থে আবূ উবায়দ ও তাহার অনুরূপ মত পোষণকারীদের বক্তব্যের আলোচনা করে বলেন, আমাকে নির্ভরযোগ্য আলিম আবূ মুহাম্মদ আবদুস সালাম আল-বাসরী (রহ.) জানান যে, উহুদ পাহাড়ের বরাবর উহার পার্শ্বে পশ্চাৎদিকে একটি ছোট পাহাড় আছে। ইহাকে 'ছাওর' বলা হয়। তিনি আরও জানান যে, তিনি আরবের অভিজ্ঞ পরিভ্রমণকারীর কতিপয় দলের কাছে এই যমীন ও ইহাতে অবস্থিতি পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা পত্যেকেই বলিয়াছেন উক্ত পাহাড়টির নাম 'ছাওর'। অতঃপর আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত 'ছাওর' সহীহ। মদীনার 'ছাওর' পাহাড়টি প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে এবং উহার খোঁজ-খবর না নেওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ আলিমগণ (اكابر العلماء) ও ইহার সম্পর্কে অনবহিত রহিয়াছেন। আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আবদুস সালাম আল-বাসরী (রহ.) বলেন, هذه فائدة جليلة (ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সংযোজন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৫)

يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (মুসলমানদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর)। অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন হউক কিংবা বেশী। উচ্চস্তরের হউক বা নিম্নস্তরের সকলেই সমান। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, কোন মুসলমান যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তা দেয় তাহা হইলে সকল মুসলমানের নিরাপত্তায় আসিয়া যায়। কাহারও জন্য তাহাকে কষ্ট দেওয়া ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হালাল নহে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা ও গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দেওয়াও সহীহ। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৫, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪২)

وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ الخ (যেই ব্যক্তি অন্যের পিতার সহিত নিজ বংশ দাবী করে)। অর্থাৎ নিজের জন্মদাতা পিতা ব্যতীত অন্য কাহারও সন্তান বলিয়া দাবী করা কিংবা যিনি তাহাকে আযাদ করিয়াছেন তাহাকে ولاء এর প্রাপ্য না করিয়া অন্য কাহারও সহিত সম্পর্ক করা হারাম। কেননা, ইহাতে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা রহিয়াছে। আর ইহার মাধ্যমে ارث (উত্তরাধীকারী) ولاء (মুক্তিদাতার মালিকানা সত্ত্ব) عقل (দিয়্যতের বোঝা বহনকারী) প্রভৃতি হকূক ধ্বংস করা হয়। অধিকন্তু ইহাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও অবাধ্যতা রহিয়াছে। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪২)

www.e-ilm.weebly.com

(৩২১৮) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ "فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ". وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(৩২১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) কর্তৃক আবূ মুআবিয়া (রহ.) হইতে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে "যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন তাহার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল হইবে না।" এতদুভয় (রাবী আলী ও ওয়াকী) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে "যেই ব্যক্তি নিজ পিতার পরিচয়ের পরিবর্তে অন্য পিতৃপরিচয়ের দাবী করে।" বাক্যটি নাই। আর রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে 'কিয়ামতের দিন' কথাটির উল্লেখ নাই।

(৩২১৯) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٍ إِلاَّ قَوْلَهُ "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ" وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ.

(৩২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবন মুসহির ও ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহাদের বর্ণনায় যে গোলাম নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সহিত নিজেকে সম্পর্কিত করে এবং 'তাহার প্রতি লা'নত'-এর উল্লেখ নাই।

(৩২২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ".

(৩২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, মদীনা হারম। সুতরাং যদি কেহ ইহাতে কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ অসঙ্গত কোন কাজ করে অথবা কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ আচরণকারীকে আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার, সকল ফিরিশতা ও মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন তাহার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল করা হইবে না।

(৩২২১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَزَادَ "وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ".

www.e-ilm.weebly.com

(৩২২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নযর বিন আবূ নযর (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি 'কিয়ামতের দিন' কথাটি বলেন নাই। আর তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, "মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাহাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। তাই যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তাকে লংঘন করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের লা'নত । আর কিয়ামতের দিন কবূল করা হইবে না তাহার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত।

(৩২২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ".

(৩২২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলিতেন, আমি যদি মদীনায় হরিণ বিচরণ করিতে প্রত্যক্ষ করি তাহা হইলে উহাকে ভয় প্রদর্শন করিব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হইল হারম তথা সম্মানিত স্থান।

(৩২২৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا. وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى.

(৩২২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও ইবন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারমে পরিণত করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি যদি মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশে কোন হরিণ প্রত্যক্ষ করি তাহা হইলে আমি উহাকে তাড়াইব না। আর তিনি মদীনার চার পার্শ্বের বার মাইল পর্যন্ত এলাকা চারণভূমি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

(৩২২৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ". قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

(৩২২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল প্রত্যক্ষ করিত তখন তাহারা উহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুবারক হাত দ্বারা গ্রহণ করিতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফল-ফসলে বরকত দান করুন, আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন। আমাদের সা'

www.e-ilm.weebly.com

(দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নবী। আর আমিও নিশ্চিত আপনার বান্দা ও নবী। তিনি মক্কা মুকাররমার জন্য আপনার সমীপে দু'আ করিয়াছেন। আমিও আপনার সমীপে মদীনা তায়্যিবার জন্য দু'আ করিতেছি– যেমন তিনি মক্কা মুকাররমার জন্য আপনার সমীপে দু'আ করিয়াছিলেন এবং আমি উহার সহিত অনুরূপ আরও কিছু।" রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁহার (কাছে উপস্থিত) কোন এক শিশুকে ডাকিতেন এবং তাহাকে এই ফল দিয়া দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (আর আমিও নিশ্চিত আপনার বান্দা ও নবী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আল্লাহ তা'আলার خليل (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ছিলেন। যেমন তিনি مناقب ابى بكر (আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নৈতিক গুণাবলী) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ قد اتخذ الله صاحبكم خليلا (তোমাদের সঙ্গী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন) এই স্থলে خليل (অন্তরঙ্গ বন্ধু) শব্দটি নিজের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যকার আদরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করেন নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৬)

وَمِثْلِهِ مَعَهُ (উহার সহিত অনুরূপ আরও কিছু)। অর্থাৎ بمثل ذلك المثل ইহার অর্থ হইতেছে– ইবরাহীম (আঃ) যাহার জন্য দু'আ করিয়াছেন উহার দ্বিগুণ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৭)

ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ الخ (অতঃপর তিনি তাহার কোন একটি শিশুকে ডাকিতেন এবং তাহাকে এই ফল দিয়া দিতেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কর্মের মধ্যে ছোটদের প্রতি বড়দের সদয় আচরণের বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। আর ফলটি বিশেষভাবে শিশুকে প্রদানের উদ্দেশ্য হইতেছে তাহারাই সাধারণতঃ নতুন ফলের প্রতি অত্যধিক প্রত্যাশিত থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ)

(৩২২৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ". ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

(৩২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৌসুমের প্রথম ফল (বরকতের জন্য) দেওয়া হইত। তখন তিনি (ফলটি মুবারক হাতে নিয়া) দু'আ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মদীনায়, আমাদের ফল-ফসলে, আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, বরকতের সহিত বরকত দান করুন।" (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি ফলটি তাঁহার কাছে উপস্থিতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট শিশুটিকে দিয়া দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৩২২৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩২২৬) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ وَاللهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ.

www.e-ilm.weebly.com

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لاَ أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لاَ يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلاَ نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوا " . فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.

(৩২২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ মাওলা আল-মাহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তাহারা মদীনায় দুঃখ-কষ্টে সমাবৃত্ত হন। তাই তিনি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর কাছে হাযির হইয়া তাহাকে বলিলেন, আমার পরিবার-পরিজনের সংখ্যা অনেক আর আমরা এই স্থানে দুঃখ-কষ্টে পতিত হইয়াছি। ফলে আমি আমার পরিবার-পরিজনকে নিয়া কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়াছি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি ইহা করিও না; বরং মদীনাকে আঁকড়াইয়া থাক। কেননা, একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম। আমার মনে হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এবং উসফান পর্যন্ত পৌঁছিলাম। তথায় তিনি কয়েক রাত্রি অবস্থান করিলেন। তখন লোকেরা বলিল, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমরা এই স্থানে অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছি। অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের পিছনে রহিয়াছে এবং আমরা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত নহি। এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কী, তোমাদের এইসকল কথা আমার কাছে পৌঁছিয়াছে? (রাবী বলেন) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কথাটি কিভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন উহা আমার হুবহু স্মরণ নাই। সেই সত্তার নামে কসম কিংবা সেই সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। আমি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিয়াছি কিংবা যদি তোমরা চাও– (রাবী বলেন) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কোন বাক্যটি বলিয়াছেন উহা আমার সঠিক স্মরণ নাই। তবে আমি নিশ্চিত আমার উষ্ট্রীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত উহার একটি গিঠও খুলিব না (তথা যাত্রা বিরতি করিব না; বরং তাড়াতাড়ি মদীনায় পৌঁছিব)। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন ঃ

"ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে হারম-এ বাস্তবায়ন করিয়াছেন এবং উহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আর আমি মদীনা তায়্যিবাকে হারম-এ পরিণত করিলাম– যাহা দুই পাহাড় (আইর ও ছাওর)-এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। সুতরাং এই স্থানে রক্তপাত করা যাইবে না, এই স্থানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছ-পালার পাতাও পাড়া যাইবে না। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন, ইয়া আল্লাহ! বরকতের সহিত আরও দুই বরকত দান করুন। সেই সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ কিংবা

www.e-ilm.weebly.com

গিরিপথ নাই যেইখানে তোমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দুই জন করিয়া ফিরিশতা পাহারায় নিয়োজিত নাই। পুনরায় তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করিলেন, "তোমরা রওয়ানা হও।" সুতরাং আমরা রওয়ানা হইলাম এবং মদীনায় পৌঁছিলাম। সেই সত্তার কসম, যাঁহার নামে আমরা কসম করি কিংবা যাঁহার নামে কসম করা হয়– ইহা রাবী হাম্মাদ (রহ.)-এর সন্দেহ। আমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া বাহনের হাওদা তখনও খুলি নাই– এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন গাতফান সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে অথচ ইতোপূর্বে এইরূপ কিছু করার তাহাদের দুঃসাহস হয় নাই। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সত্যে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে ফিরিশতা পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ الخ (কোন শস্য শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের ইচ্ছা করিয়াছি)। অভিধানবিদগণ বলেন, الرِّيفِ শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে هو الارض التى فيها زرع وخصب (প্রস্তরময় শস্য-শ্যামল ভূমি, তথা কৃষি যমীন)। ইহার বহুবচন ارياف ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৭)

وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ (আর আমাদের পরিবার-পরিজন পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে)। لَخُلُوفٌ শব্দটির خ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ তাহাদের কাছে কোন পুরুষ নাই এবং কোন রক্ষাকারীও নাই। -(ঐ)

مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত)। المأزم শব্দটির م-এর পরে همزه বর্ণ এবং ز বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ الجبل (পাহাড়)। আর কেহ বলেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ পথ (গিরি সঙ্কট, প্রণালী, **Strait**)। এই স্থানে প্রথম অর্থই সঠিক। ইহার অর্থ হইতেছে, যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। যেমন আনাস (রাযি.) বর্ণিত ৩২১১নং হাদীছে দিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৭)

إِلَّا لِعَلْفٍ (তবে জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য হিসাবে ...)। عَلْفٍ শব্দের ل বর্ণে হরকতসহ কিংবা সাকিনসহ পঠিত। 'নিহায়া' গ্রন্থে আছে ل বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে مصدر (ক্রিয়ামূল) عَلفت علفا এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ গবাদি পশুর শুকনা খাদ্য, ডুমুর-গাছ, যব প্রভৃতি। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পশুর খাদ্য হিসাবে গাছের পাতা পাড়া জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৭)

مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ (মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ বা গিরিসঙ্কট নাই ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মদীনা তায়্যিবার ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদীনার প্রবেশ পথসহ গিরিপথসমূহে ফিরিশতা পাহারায় নিয়োজিত থাকায় মদীনার সম্মান আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। অভিধানবিদগণ বলেন, الشعب শব্দটির ش বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত ফাঁক, গিরিপথ। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) বলেন, উহা হইতেছে পাহাড়ের মধ্য দিয়া রাস্তা। আর النقب শব্দটির ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে পেশ দ্বারা পঠনও বর্ণিত আছে। ইহা الشعب -এর অনুরূপই। আর কেহ বলেন, ইহা হইতেছে পাহাড়ি রাস্তা। আল্লামা আখকাশ (রহ.) বলেন انقاب المدينة হইতেছে মদীনার রাস্তাসমূহ এবং উহার প্রশস্ত গিরিপথ, সঙ্কীর্ণ উপত্যকাসমূহ। -(ফত: মুল: ৩ঃ৪০৭)

وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ (অথচ ইতোপূর্বে এইরূপ কিছু করার দুঃসাহস তাহাদের হয় নাই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্যের মর্ম হইতেছে, তাহাদের অনুপস্থিতিতে মদীনা তায়্যিবা সংরক্ষিত ছিল, ফিরিশতাগণ পাহারায় ছিলেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে তাহাদেরকে জানাইয়াছিলেন। ফলে তাহারা মদীনায় পৌঁছিবার পূর্বে নিরিহ পরিবার-পরিজনের উপর কেহ আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় নাই; বরং আমরা যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম তখনই বনূ আবদুল্লাহ বিন গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৭)

www.e-ilm.weebly.com

(৩২২৭) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ " .

(৩২২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন এবং বরকতের সহিত দুই (গুণ) বরকত দান করুন।

(৩২২৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(৩২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩২২৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلاَءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأْوَائِهَا . فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لاَ آمُرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا فَيَمُوتَ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا " .

(৩২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ মাওলা মাহরী হইতে বর্ণিত যে, তিনি আল-হাররা (যুদ্ধ)-এর রাত্রিগুলিতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট আসিলেন এবং মদীনা হইতে বসতি স্থানান্তর করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ চাহিলেন। তিনি তাঁহার কাছে মদীনার দ্রব্য-মূল্যের উর্ধগতি ও নিজের বৃহৎ পরিবার-পরিজনের অভিযোগ করিলেন। তিনি তাঁহাকে আরও জানাইলেন যে, তিনি মদীনা ক্লান্তি ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার জন্য পরিতাপ, আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার ক্লেশ সহ্য করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে, কিয়ামতের দিন আমি অবশ্যই তাহার জন্য শাফা'আত করিব কিংবা (ইরশাদ করিয়াছেন) সাক্ষী হইব, যদি সে মুসলমান হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيَالِيَ الْحَرَّةِ (আল-হাররা (যুদ্ধ)-এর রাত্রিগুলিতে ...)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, মদীনার 'হাররা' নামক স্থানে। ৬৮০ খ্রীস্টাব্দ মুতাবিক হিজরী ৬১ সনে মুহররম মাসে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসায়ন (রাযিঃ) শাহাদাতের পর গোটা মুসলিম জাহানে বিশেষতঃ মক্কা ও মদীনা পবিত্র নগরীদ্বয়ে গণঅসন্তোষ দেখা দেয় এবং উহা বিদ্রোহের রূপ নেয়। তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) এবং হিজাযবাসীগণের অধিকাংশ মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর পুত্র ইয়াযীদের হাতে বায়'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইহা দমনের লক্ষ্যে উমাইয়্যা সেনাপতি মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬ আগষ্ট 'হাররা' নামক

www.e-ilm.weebly.com

স্থানে এই বাহিনীর সহিত মদীনাবাসীগণের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং মদীনাবাসীগণ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে বহু মুহাজির ও আনসার সাহাবী শহীদ হন এবং বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত সিরীয় বাহিনী তিন দিন ধরে মদীনার পবিত্র নগরী লুণ্ঠণ করে। অতঃপর তাহারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এইখানে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর দৌহিত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) ইতোমধ্যে নিজেকে খলীফা হিসাবে ঘোষণা করেন। পথিমধ্যে সেনাপতি মুসলিমের মৃত্যু হইলে হুসায়ন বিন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহারা ৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)সহ মক্কা নগরী অবরোধ করে এবং পাহাড়ের উপর হইতে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার ঘর পবিত্র কা'বার উপর পাথর বর্ষণ করে এবং অগ্নিসংযোগ করে, দেয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ছাদ ধ্বংস করার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেন। এমতাবস্থায় ইয়াযীদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে সিরীয় বাহিনী অবরোধ তুলিয়া দামেশকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগ পর্যন্ত মক্কার খলীফা হিসাবে ছিলেন এবং কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেন। অতঃপর ৬৯২ খ্রীস্টাব্দে আরফাতের যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনীর হাতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) শহীদ হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৮ ও অন্যান্য)

فَاسْتَشَارَهُ فِى الْجَلَاءِ (মদীনা হইতে বসতি স্থানান্তর করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ চাহিলেন)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, الْجَلَاءِ শব্দটির ج বর্ণে যবর এবং মাদ্দসহ পঠনে অর্থ একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাওয়া, দেশ ত্যাগ করা। আর ج বর্ণে যের এবং মাদ্দসহ পঠনে তলোয়ার পরিষ্কার করা, নববধূকে মসৃণ করা। আর ج বর্ণে যবর এবং মাদ্দবিহীন পঠনে অর্থ ললাট উজ্জ্বল করা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৮)

(৩২৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ". قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِى يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

(৩২৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন ঃ মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারম-এ পরিণত করিয়াছি, যেমন ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে হারম হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন। রাবী (আবদুর রহমান) বলেন, অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নিয়া নিতেন আর রাবী আবূ বকর (রহ.) বলেন, আমাদের কাহারও হাতে যদি পাখি প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা হইলে তিনি তাহার হাত হইতে পাখিটি নিয়া নিতেন অতঃপর উহাকে ছাড়িয়া দিতেন।

(৩২৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ".

(৩২৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাহল বিন হুনায়ফ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাত মদীনার দিকে ঝুঁকাইয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই ইহা (মদীনা) হারম এবং নিরাপদ স্থান।

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৩২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ".

(৩২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসিলাম তখন প্লেগ জাতীয় মহামারী ছিল। আবূ বকর ও বিলাল (রাযিঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহার সাহাবীগণের অসুস্থতা দেখিলেন তখন তিনি দু'আ করিলেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় স্থান করুন যেমন মক্কা মুকাররমাকে প্রিয় স্থান করিয়াছেন। কিংবা আরও অধিক, ইহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন, আমাদের জন্য এই স্থানে সা' ও মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন এবং এখানকার জ্বরকে (ইয়াহুদীদের বসতি) জুহফার দিকে সরাইয়া দিন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

وَهِيَ وَبِيئَةٌ (তখন তথায় প্লেগ জাতীয় মহামারী ছিল)। بِيئَةٌ শব্দ همزه ممدوده সহ পঠনে অর্থাৎ ذات وباء (প্লেগ তথা ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় এমন এক প্রকার সংক্রামক মারাত্মক রোগ ও তজ্জনিত মড়ক বা মহামারী)। কতক বিশেষজ্ঞ ইহাকে طاعون (মহামারী)-এর উপর প্রয়োগ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৮)

وَصَحِّحْهَا (ইহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন) অর্থাৎ আপনি মদীনার হাওয়া ও পানি (জলবায়ু)কে বিশুদ্ধ করিয়া দিন।

وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ (এবং এইখানকার জ্বরকে জুহফার দিক সরাইয়া দিন)। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, তখনকার সময়ে জুহফার অধিবাসীরা কাফির ছিল। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা কয়েকটি মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় ঃ (ক) মুসলমানদের জন্য দু'আ করা জায়িয। (খ) কাফিরদের ধ্বংসের জন্য বদ-দু'আ করা বৈধ। (গ) কতক মু'তাযিলাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, তাহারা বলে দু'আয় কোন ফায়দা নাই; বরং তাকদীরে যাহা আছে তাহাই হইবে। আর মতাসাওয়াফা সম্প্রদায়ের অভিমতও খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, তাহারা বলে, দু'আ তাওয়াক্কুলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে দু'আ ইবাদত। তাকদীরের ভিত্তিতে দু'আ কবূল করা হয় (বিস্তারিত আকীদার কিতাবে দ্রষ্টব্য)।

এই হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বড় মু'জিযা। তখনকার সময়ে জুহফায় জুর ও মহামারী লাগিয়াই থাকিত। বর্তমানেও জুহফার পানি যেই ব্যক্তিই পান করে সে-ই জ্বরে আক্রান্ত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৯)

(3233) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৩২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ التَّرْغِيبِ فِيْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ وَفَضْلِ الصَّبْرِ عَلٰى لاوائها وَ شدّتها

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনায় বসবাসে উৎসাহ প্রদান এবং এই স্থানের দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণে ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৩৪) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৩২৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করিবে আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাহার জন্য শাফা'আত করিব কিংবা তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব।

(৩২৩৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ اقْعُدِى لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৩২৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... যুবায়র আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নিস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফিৎনার সময় আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার এক আযাদকৃত বাঁদী সালাম দিয়া আরয করিল, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া (অন্যত্র) চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের উপর কঠিন সময় অতিবাহিত হইতেছে। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, বোকা মেয়ে, এই স্থানেই বসবাস কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করিবে আমি কিয়ামতের দিবসে তাহার (নাজাতের) পক্ষে সাক্ষ্য দিব কিংবা তাহার জন্য সুপারিশকারী হইব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اقْعُدِى لَكَاعِ (বোকা মেয়ে, এই স্থানেই অবস্থান কর)। لَكَاعِ শব্দটির ل বর্ণে যবর, আর ع বর্ণে যের-এর উপর مبنى রূপে পঠিত। অভিধানবিদগণ বলেন, বলা হয় امرأة لكاع (বোকা মহিলা) এবং رجل لكع (নির্বোধ লোক)। আর لكع শব্দটির ل বর্ণে পেশ ك বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে لئيم (হীন, নীচ, ইতর, ছোট লোক, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, কৃপণ), عبد (ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক), غبى (নির্বোধ, হাবা, গবা, হাবলা, গবেট, বোকা, যে অপরের কথা বুঝিতে পারে না) এবং الصغير (ছোট, কনিষ্ঠ, হেয়, নগণ্য, সামান্য)-এর উপর প্রয়োগ হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) তাঁহার আযাদকৃত বাঁদির ইচ্ছাকে অস্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন।

উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ এবং এই অনুচ্ছেদের পূর্বের ও পরের উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা মদীনায় তায়্যিবা বসবাস করার এবং এইখানে দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করার উপর ধৈর্য ধারণের ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই ফযীলত সর্বদার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে।

www.e-ilm.weebly.com

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তায়্যিবার সান্নিধ্যে অবস্থানের ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও এক জামাআত আলিম বলেন, মক্কা মুকাররমার সান্নিধ্যে তথা প্রতিবেশিত্বে থাকা মাকরূহ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও অপর এক জামাআত আলিম বলেন, মক্কা মুকাররমার প্রতিবেশিত্বে থাকা মাকরূহ নহে; বরং মুস্তাহাব। তবে যাহারা মাকরূহ মনে করেন তাহারা বিভিন্ন কারণে মাকরূহ মনে করেন ঃ ইহার একটি হইতেছে যে, বিরক্তি ও অস্বস্তির ভয়, ঘনিষ্ঠতার কারণে সম্মান প্রদর্শনে ঘাটতি, গুনাহে সমাবৃতের আশংকা। কেননা, মক্কা মুকাররমায় গুনাহ করা অন্যান্য স্থানে গুনাহ করা হইতে অধিক জঘন্য যেমন এই স্থানে কৃত নেককর্ম অন্যান্য স্থানেকৃত নেককর্ম হইতে অধিক ছাওয়াব পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখের মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলীল হইতেছে যে, অন্য স্থানের তুলনায় মক্কা মুকাররমায় নেককর্ম অধিক লাভ হয়। নামায এবং পূণ্য কর্মে অনেক গুণে বেশী ছাওয়াব পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তবে সেই ব্যক্তির জন্য মক্কা মুকাররমার সান্নিধ্যে থাকা মুস্তাহাব যাহার প্রবল ধারণা আছে যে, সে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কর্মে সমাবৃত হইবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪০৯)

(৩২৩৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

(৩২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি ইহা (মদীনা)-এর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে সবর করে আমি কিয়ামতের দিবসে তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব কিংবা তাহার শাফা'আতকারী হইব। ها (ইহা) অর্থাৎ 'মদীনা'।

(৩২৩৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا".

(৩২৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যেই ব্যক্তি মদীনা তায়্যিবার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করিবে, কিয়ামতের দিন আমি তাহার পক্ষে শাফাআতকারী হইব কিংবা (রাবী বলেন) তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব।

(৩২৩৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(৩২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

(৩২৩৯) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ". بِمِثْلِهِ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন ঈসা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করিবে .... উক্ত রূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ হইতে মদীনা সংরক্ষিত-এর বিবরণ

(৩২৪০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ".

(৩২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফিরিশতাগণ প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ফলে মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৩২৪১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ".

(৩২৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মাসীহ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসিয়া উহুদ পাহাড়ের পশ্চাতে অবতরণ করিবে এবং ফিরিশতাগণ তাহার মুখমন্ডল সিরিয়ার দিকে ফিরাইয়া দিবে এবং তথায় সে (হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক হত্যা হইয়া) ধ্বংস হইবে।

بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفِي خبثها وتسمى طابه وطيبة

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা নিজ হইতে সকল মন্দ বিতাড়ন করিবে এবং মদীনার অপর নাম 'তাবা' ও 'তায়্যিবা'-এর বিবরণ

(৩২৪২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".

(৩২৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মদীনার লোকদের উপর এমন এক যুগ আসিবে যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় চাচাতো ভাইকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া আহ্বান করিবে, 'চল আমরা শস্য-শ্যামলে প্রাচুর্য কোন এলাকায় বসতি স্থাপন করি, আমরা সমৃদ্ধ কোন স্থানে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করি। অথচ মদীনাই তাহাদের জন্য উত্তম যদি তাহারা জানিত। সেই মহান

www.e-ilm.weebly.com

সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি কোন ব্যক্তি মদীনাকে অপছন্দ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন। সাবধান! মদীনা হইতেছে (কামারের) হাপর সাদৃশ্য, যাহা নিজের মধ্য হইতে নিকৃষ্ট (ময়লা) জিনিস দূর করিয়া দেয়। কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনা উহার বক্ষ হইতে মন্দ লোকদের বাহির করিয়া দিবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ (যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করিয়া দেয়)। الْكِيرُ শব্দটির ك বর্ণে যের, ى বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহাতে অপর একটি পরিভাষা كور রহিয়াছে, যাহা ك বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ হইতেছে ইহার অর্থ কর্মকারের হাপর, ভস্ত্রা তথা চুল্লিতে হাওয়া দেওয়ার জন্য নলসংযুক্ত চামড়ার তৈরী থলি। কিন্তু অধিকাংশ ভাষাবিদগণ বলেন كِيرُ (হাপর, ভস্ত্রা) দ্বারা حانوت الحداد والصائغ (কর্মকার ও স্বর্ণকারের দোকান) মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১১)

(৩২৪৩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".

(৩২৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এমন একটি জনপদে (হিজরত)-এর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যাহা সকল জনপদ (বিজয়ের মাধ্যমে) আহার করিয়া নিবে। লোকেরা উহাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করিতেছে। অথচ উহা হইল মদীনা। উহা (মন্দ) লোকদের এমনভাবে বাহির করিয়া দিবে যেমনভাবে হাপর লোহার ময়লা দূর করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ (আমি এমন একটি জনপদে (হিজরত)-এর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি)। অর্থাৎ امرني ربي بالهجرة اليها او سكناها (আমার রব এমন একটি জনপদের দিকে হিজরত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন কিংবা উক্ত জনপদে বসবাস করার হুকুম দিয়াছেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১১)

تَأْكُلُ الْقُرَى (সকল জনপদ আহার করিয়া নিবে)। অর্থাৎ تغلبهم (তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিবে)। غلبة (বিজয়)কে الأكل (ভক্ষণ, খাদ্যগ্রহণ) নামে অভিহিত কারণ হইতেছে যে, اكل (ভক্ষণকারী, খাদ্যগ্রহণকারী) الماكول (ভক্ষিত বস্তু)-এর উপর বিজয়ী, প্রাধান্য বিস্তারকারী হইয়া থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১১)

يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ (লোকেরা উহাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করিতেছে। অথচ উহা হইল মদীনা)। অর্থাৎ কতক মুনাফিক লোকেরা উহাকে ইয়াছরিব নামে নামকরণ করে। অথচ উহার উপযোগী নাম মদীনা। এই কারণেই কতক আলিম মদীনাকে ইয়াসরিব নামে উল্লেখ করা মাকরূহ বলেন। তাহারা আরো বলেন, পবিত্র কুরআনে ইয়াছরিব নামটি অমুসলিমদের কথা নকল করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (রহ.) বারা বিন আযিব (রহ.)-এর বর্ণিত মারুফ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هى طابة هى طابة (যেই ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াছরিব নামে ডাকে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সমীপে ইসতিগফার করে, ইহা 'তাবা', ইহা 'তাবা'। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقال للمدينة يثرب (নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে ইয়াছরিব বলিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

www.e-ilm.weebly.com

এই কারণেই মালিকী মতাবলম্বী ঈসা বিন দীনার (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াছরিব নামে ডাকে তাহার আমলনামায় গুনাহ লিখা হইবে। ইয়াছরিব নামে ডাকা মাকরূহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, কেননা يثرب শব্দটি হয়তো التثريب হইতে যাহার অর্থ التوبيخ (তিরস্কার, ভর্ৎসনা, নিন্দা) এবং ملامة (তিরস্কার, ভর্ৎসনা, নিন্দা) কিংবা الثرب হইতে যাহার অর্থ الفساد (বিকৃতি, ভ্রান্তি, অন্যায়, গোলযোগ) উভয়টিই কুৎসিত ও নিকৃষ্ট অর্থ বহন করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর নাম পছন্দ করেন এবং মন্দ নাম অপছন্দ করেন।

ঐতিহাসিক আবূ ইসহাক আয-যুজাজ (রহ.) 'মুখতাছার' গ্রন্থে এবং আবূ উবায়দ আল বাকরী (রহ.) 'মু'জাম মাসতাজা'ম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মদীনাকে 'ইয়াছরিব' নামে নামকরণের কারণ ছিল সেই ইয়াছরিব বিন কানিয়া বিন মুহালায়ল বিন ঈল বিন আইস বিন আরম বিন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর নামের সহিত সম্বন্ধ করিয়া। কেননা, তিনি আরবদের পর সর্বপ্রথম তথায় বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আর তাহার ভাই خيبور (খায়রুর) খায়বার অবতরণের কারণে সেই স্থানের নাম 'খায়বর' হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১২)

(৩২৪৪) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَا "كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ". لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

(৩২৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহারা দুইজন রাবী বলিয়াছেন ঃ যেমন হাপর ময়লা দূর করে এবং 'লোহা' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩২৪৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا".

(৩২৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত হইল। অতঃপর সেই বেদুঈন মদীনায় মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হইল। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়আত ফিরাইয়া নিন। তিনি তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, আমার বায়আত ফিরাইয়া নিন। তিনি এইবারও প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর পুনরায় (৩য় বার) আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার বায়আত ফিরাইয়া নিন। তিনি এবারও প্রত্যাখ্যার করিলেন। অতঃপর বেদুঈন লোকটি (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় মদীনা কামারের হাপর সাদৃশ্য। সে নিজের মধ্য হইতে আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটি ও নির্ভেজালকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে।

মুসলিম শরীফ -১৩-৬/১

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ أَعْرَابِيًّا (এক বেদুঈন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। তবে আল্লামা যমখশরী (রহ.) 'রবীউল আবরার' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম কায়স বিন আবূ হাযিম। কিন্তু ইহা একটি মুশকিল ব্যাপার। কেননা, তিনি প্রসিদ্ধ প্রাচীন তাবেঈ ছিলেন। অবশ্য তিনি হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই স্থানে যাইয়া দেখিয়াছে তিনি ওফাত হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক ইহা যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ অপর ব্যক্তি হইবে যাহার নাম ও পিতার নাম এক। আল্লামা আবূ মূসা (রহ.) ذيل গ্রন্থে সাহাবাগণের মধ্যে কায়স বিন আবূ হাযিম আল-মুনকিরী উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনিই সেই বেদুঈন।

بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত হইল)। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইসলামের উপর বায়আত হইল। ইহাই স্পষ্ট যে, সে ইসলামের বায়আতকে اقالة করার আবেদন করিয়াছেন। আর এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইসলামের আনুসাঙ্গিক বিষয়ে যেমন হিজরতের اقالة করার আবেদন করিয়াছে। আর তখন হিজরত ওয়াজিব ছিল। এই কারণেই বেদুঈন লোকটি হিজরতের বায়আত ফিরাইয়া নেওয়ার আবেদনে শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন। যদি সে ইসলামের বায়আত ফিরাইয়া নেওয়ার আবেদন করিত তাহা হইলে সে মুরতাদ হওয়ার কারণে কতল করা ওয়াজিব হইত। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪১২)

وَعَكٌّ بِالْمَدِيْنَةِ (মদীনায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল)। وَعْكٌ শব্দটির و বর্ণে যবর, আর ع বর্ণে সাকিনসহ। কখনও যবর দ্বারা পাঠ করা যায় এবং শেষে ك বর্ণ। ইহার অর্থ الحمى (জ্বর)। কেহ বলেন, কষ্টে পতিত হওয়া। আর কেহ বলেন কম্পিত করা। আল্লামা আসমায়ী (রহ.) ইহার মূল হইতেছে شدة الحر (তীব্র উত্তাপ) অতঃপর ইহা حر الحمى وشدتها (জ্বরের উত্তাপ ও তীব্রতা)-এর উপর প্রয়োগ হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪১২)

أَقِلْنِي بَيْعَتِي (আমার বায়আত প্রত্যাহার করুন)। সে ধারণা করিয়াছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন اقالة (ফিরাইয়া নেওয়া) জায়িয অনুরূপ এই স্থলেও জায়িয হইবে। بيع (ক্রয়-বিক্রয়ে) اقالة (ফিরাইয়া নেওয়া, বাতিল করা) মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامة (যেই ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া (বিক্রয়ে) অব্যাহতি দেয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার ভুল-ত্রুটি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪১২)

فَأَبَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তিনি তাহার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন)। আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বায়আত হইতে অব্যাহতি দিতে এই কারণে অস্বীকার করিলেন যে, গুনাহের কাজে সাহায্য করা যায় না। কেননা, বায়আতের প্রথম কর্তব্য হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ব্যতীত মদীনা হইতে বাহির হওয়া যাইবে না। কাজেই তাহার বাহির হওয়া গুনাহের কাজ। তিনি আরও বলেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করা মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই তাহার সহিত মুমিনগণের কোন বন্ধুত্ব ও মৈত্রীচুক্তি নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا (যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই তাহাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নাই যতক্ষণ না তাহারা হিজরত করে– সূরা আনফাল ৭২)। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হইয়া গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নাই)। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত হয় যে, উপর্যুক্ত বেদুঈন লোকটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে বায়আত হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪১২)

وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا (যাহা উহার আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে)। طَيِّبُهَا শব্দটি فاعلية (কর্তৃত্ব, কার্যকরিতা)-এর কারণে مرفوع (কর্তৃবাচ্য বিশিষ্ট তথা পেশ বিশিষ্ট) হইবে এবং ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত।

মুসলিম শরীফ -১০-১৬/৫

www.e-ilm.weebly.com

আর يَنْصَعُ শব্দটি ى এবং ص বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ يصفو (নির্মল করিবে), يخلص (খাঁটি করিবে), يتميز (পার্থক্য করিবে) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৩)

ইবনুল মুনীব (রহ.) বলেন, এই হাদীছে কোন ব্যক্তিকে মদীনা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। ইহা কেবল এই বেদুঈনের ন্যায় চলিয়া যাওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। অন্যথায়, সহীহ উদ্দেশ্যে তথা ইলমের তা'লীম, দ্বীনের প্রচার প্রসার ও মুশরিকদের দেশ বিজয়ের জন্য বাহিরে যাওয়া ও বসবাস করা জায়িয আছে। তবে তাহাদেরকে মদীনার ফযীলত ও উহাতে বসবাসের ফযীলতের উপর বিশ্বাসী হইতে হইবে।

(৩২৪৬) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ".

(৩২৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মদীনা ইহল তায়বা (পবিত্রা)। ইহা দুষ্ট লোকদের বহিস্কার করিয়া দেয় যেমন আগুন রূপার খাদ দূর করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّهَا طَيْبَةُ (নিশ্চয় মদীনা ইহল তায়বা)। طَيْبَةُ শব্দটি شيبة এর ওযনে غير منصرف ইহা طيب এর স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত। طيب শব্দটির ط বর্ণে যবর, ى বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অভিধানে طيب (ভাল, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সেরা, সুন্দর, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, সুস্বাদু) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মদীনাকে طابة (ভাল, উত্তম)ও বলা হয়। সুতরাং طيب ও طاب দুইটি অভিধান। এতদুভয় শব্দে ব্যুৎপত্তি الشئ الطيب (উৎকৃত জিনিস) হইতে। কেহ বলেন, মদীনার মাটি পবিত্র হওয়ার কারণে। আর কেহ বলেন, মদীনার বাসিন্দাগণ উত্তম হওয়ার কারণে। কেহ বলেন, মদীনার জীবনযাত্রা উত্তম হওয়ার কারণে طيبة ও طابة বলা হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৩)

(৩২৪৭) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ".

(৩২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, হান্নাদ বিন সারী ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম 'তাবা' রাখিয়াছেন।

بَابُ تحريم أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وان من ارادهم به أَذَابَهُ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা বাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা হারাম এবং যেই ব্যক্তি তাহাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করে তাহাকে আল্লাহ ধ্বংস করিয়া দিবেন

(৩২৪৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ عَنْ

www.e-ilm.weebly.com

أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَعْنِى الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ".

(৩২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... আবূ আবদুল্লাহ কাররায (রহ.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এই শহরবাসী তথা মদীনার বাসিন্দাগণের ক্ষতি সাধনে ইচ্ছা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে শেষ করিয়া দিবেন যেমন লবন পানিতে গলিয়া শেষ হইয়া যায়।

(৩২৪৯) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِى هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ". قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِى حَدِيثِ ابْنِ يُحَنِّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا.

(৩২৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... আমর বিন ইয়াহইয়া বিন উমরা (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর শিষ্য কাররায (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি দৃঢ়ভাবে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই স্থানের তথা মদীনার অধিবাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শেষ করিয়া দিবেন। যেমন পানিতে লবন গলিয়া শেষ হইয়া যায়।

রাবী মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) ইবন ইউহান্নিস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে بِسُوءٍ (ক্ষতি, অনিষ্ট সাধন)-এর স্থলে شَرًّا (ক্ষতি, অনিষ্ট, অকল্যাণ) বলিয়াছেন।

(৩২৫০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِى عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(৩২৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) ... আবূ আবদুল্লাহ কাররায (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩২৫১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ أَخْبَرَنِى دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ".

(৩২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... দীনারুল কাররায (রহ.) বলেন, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীগণের ক্ষতি

www.e-ilm.weebly.com

সাধনের ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে গলাইয়া শেষ করিয়া দিবেন যেমন পানিতে লবন গলিয়া শেষ হইয়া যায়।

(৩২৫২) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ".

(৩২৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ আবদুল্লাহ আল কাররায (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি সা'দ বিন মালিক (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ইরশাদ করেন, তবে এই সনদে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করিতে কিংবা ক্ষতি সাধন করিতে (ইচ্ছা করিবে) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ (আকস্মিক আক্রমণ করিতে কিংবা ক্ষতিসাধন করিতে ইচ্ছা করে)। সন্দেহসহ বর্ণিত হইয়াছে। دَهْمٍ শব্দটির د বর্ণে যবর, ه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ بغائلة وامر عظيم (ধ্বংস করিতে, বিপদে ফেলিতে, শত্রুতা করিতে এবং বিরাট সংকটে ফেলিতে ইচ্ছা করে)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফ: মু: ৩ঃ৪১৩)

(৩২৫৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

(৩২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ আবদুল্লাহ আল-কাররায (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইহা হযরত আবূ হুরায়রা ও সা'দ বিন মালিক (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আপনি মদীনার অধিবাসীগণের মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্তু)-এ বরকত দান করুন। অতঃপর বাকী ... উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, যেই ব্যক্তি এই স্থানের (মদীনার) অধিবাসীগণের অনিষ্ট করার ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে গলাইয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন যেমন পানিতে লবন গলিয়া বিলীন হইয়া যায়।

بَابُ تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الأَمْصَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন শহর বিজয় হওয়া সত্ত্বেও লোকদেরকে মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করার বিবরণ

(৩২৫৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সুফয়ান বিন আবূ যুহায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সিরিয়া বিজিত হইবে। তখন একদল লোক উট হাঁকাইয়া সপরিবারে মদীনা হইতে (সিরিয়া) চলিয়া যাইবে। অথচ মদীনায় বসবাস করাই তাহাদের জন্য অতি উত্তম ছিল যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর ইরাক বিজিত হইবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকাইয়া পরিবার-পরিজনসহ মদীনা হইতে বাহির হইয়া (ইরাকে) চলিয়া যাইবে। অথচ তাহাদের জন্য মদীনায় বসবাস করাই উত্তম ছিল, যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُفْتَحُ الشَّامُ (সিরিয়া বিজিত হইবে)। অনুরূপই রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে প্রথমে শাম তথা সিরিয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। আর আগত ইবন জুরায়জ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে প্রথমে ইয়ামান রহিয়াছে। অতঃপর সিরিয়া তারপর ইরাক রহিয়াছে। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) প্রমুখ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইয়ামান বিজয় হয়। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর খিলাফতকালে সিরিয়া বিজিত হয়, অতঃপর ইরাক বিজিত হয়। আলোচ্য হাদীছ নবুয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই মুতাবিক অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আর লোকেরা বিজিত শহরসমূহে দলে দলে যাইয়া উহার প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে থাকে। অথচ তাহারা যদি মদীনায় বসবাসের উপর ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য অতি কল্যাণকর হইত। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত শহর ও জনপদসমূহের উপর মদীনা তায়্যিবার বিশেষ ফযীলত রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৪)

يَبُسُّونَ (তাহারা উট হাঁকাইয়া ..)। يَبُسُّ শব্দটির ى বর্ণে যবর, ب বর্ণে পেশ ও যের দ্বারা পঠনে بس হইতে يبس। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। কেহ বলেন, রাবী ইবনুল কাসিম (রহ.) ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ يسوقون دوابهم (তাহারা তাহাদের ভারবাহী পশুদের হাঁকাইয়া নিতেছে)। والبس سوق الابل (এবং البس হইল উট হাঁকাইয়া নিতেছে)। উটকে দ্রুত হাঁকাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা بس بس বলিয়া থাকে।

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (যদি তাহারা বুঝিত) অর্থাৎ মদীনায় বসবাসের ছাওয়াব এবং মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের ফযীলত যদি তাহারা জানিত। আর ইহা ليت (যদি হইত) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন উহ্য মানিয়া নেওয়ার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক উভয় পদ্ধতিতে হাদীছের মর্মার্থ হয়, যাহারা মদীনার উপর অন্যান্য শহরকে অগ্রাধিকার দেয় এবং মদীনা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র বসবাস স্থাপন করে তাহারা অজ্ঞতার কারণেই করিয়া থাকে। হাদীছবিদগণ বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহারা মদীনাকে অপছন্দ ও খারাপ মনে করিয়া বাহির হইয়া যায়। অন্যথায় যাহারা বিশেষ প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জিহাদ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়া যায় তাঁহারা আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নহে। -(ঐ)

(৩২৫৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا

www.e-ilm.weebly.com

يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

(৩২৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সুফয়ান বিন আবূ যুহায়র (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। ইয়ামান বিজিত হইবে। তখন একদল লোক নিজেদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের নিয়া উট হাঁকাইয়া (ইয়ামানে) চলিয়া যাইবে। অথচ তাহাদের জন্য মদীনাই ছিল অতি উত্তম। যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর সিরিয়া বিজিত হইবে। তখন একদল লোক নিজেদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের নিয়া উট হাঁকাইয়া (সিরিয়ায়) চলিয়া যাইবে। অথচ তাহাদের জন্য মদীনাই ছিল অতি উত্তম। যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর ইরাক বিজিত হইবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়া উট হাঁকাইয়া (ইরাকে) চলিয়া যাইবে। অথচ তাহাদের জন্য মদীনাই ছিল অতি উত্তম যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

بَابُ اخبارہ صلى الله عليه وسلم يترك الناس المدينة على خير ما كانت

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী মদীনা লোকদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা মদীনা ত্যাগ করিবে-এর বিবরণ

(৩২৫৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةِ "لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي" . يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ. قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ.

(৩২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বনি হারব (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, "মদীনার অধিবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিবে। অথচ ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও। আর ইহা এমনভাবে জনশুন্য হইবে যে, ইহা হিংস্র জানোয়ার ও পাখির আবাসে পরিণত হইবে। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, এই আবূ সুফয়ান আবদুল্লাহ বিন মালিক (রহ.) ইয়াতীম ছিলেন, তিনি ইবন জুবায়র (রহ.)-এর ঘরে দশ বছর প্রতিপালিত হন।

(৩২৫৭) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا".

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মদীনা বসবাসের উত্তম স্থান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা মদীনা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। আর তখন জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি আসিয়া মদীনা আচ্ছন্ন করিয়া নিবে। অতঃপর মুযায়না গোত্রের দুই রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে এবং তাহারা তাহাদের বকরীগুলিকে হাঁক-ডাক দিয়া নিয়া আসিবে। আসিয়া দেখিবে মদীনা বন্য পশুতে ছাইয়া গিয়াছে, অতঃপর তাহারা ছানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌঁছিতেই মুখ থুবড়ে পড়িয়া (মরিয়া) যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الْعَوَافِى শব্দের তাফসীর السباع والطير (হিংস্র জন্তুসমূহ ও পাখি) দ্বারা করিয়াছেন। অভিধানে এই ব্যাখ্যা সঠিক। কেননা الْعَوَافِى (জীবিকা অন্বেষণকারী) শব্দটি عفوته হইতে নিঃসৃত। যখন কেহ জীবিকার অন্বেষণে আগত হয়। হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, আখেরী যামানায় কিয়ামত সংঘটিত হইবার নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। আর তখন মুযায়না গোত্রের দুই রাখাল নিজেদের মেষপাল উচ্চস্বরে হাঁকাইয়া নিয়া ছানিয়াতুল বিদা উপত্যকায় পৌঁছা মাত্র কিয়ামত সংঘটিত হইয়া যাইবে। আর এতদুভয় ব্যক্তিই হাশরের ময়দানে সমবেতগণের সর্বশেষ দুই ব্যক্তি। যেমন সহীহ বুখারীর রিওয়ায়ত দ্বারাও অনুরূপ প্রমাণিত হয়। আর ইহাই আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য ও চমৎকার ব্যাখ্যা। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৫-৪৪৬)

بَابُ فضل مَا بَيْنَ قَبْرِه صلى الله عليه وسلم ومنبره وفضل موضع منبره

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা ও তাঁহার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং তাঁহার মিম্বারের স্থলের ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ".

(৩২৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ মাযিনী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হইল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى (আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হইল)। বায্যার গ্রন্থকার (রহ.) সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাযিঃ) সহীহ সনদে এবং তিবরানী (রহ.) ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে القبر (কবর) শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা হয়তো বিল-মাআনা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কেননা, তাঁহাকে তাঁহার বসতঘরে দাফন করা হইয়াছে। এই কারণেই بيت (ঘর) দ্বারা তাঁহার কোন একটি ঘর মর্ম। সকল ঘর নহে। আর উহা হইতেছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর ঘর। যাহার মধ্যে তাঁহার পবিত্র রওযা রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৫)

www.e-ilm.weebly.com

رَوْضَةٌ (বাগান) অর্থাৎ كروضة من رياض الجنة (জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য) এই হিসাবে যে ইহাতে রহমত নাযিল হয় এবং কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য হয়। কিংবা এই স্থানের ইবাদত জান্নাতের দিকে নিয়া যাইবে। ইহা হইবে রূপকার্থে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে মদীনায় বসবাসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় যেই ব্যক্তি মসজিদে নববীতে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যস্ত থাকিবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পৌঁছিয়া যাইবে এবং কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারের পানি পান করিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৫-৪১৬)

(৩২৫৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ".

(৩২৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন ঃ আমার মিম্বার ও আমার ঘরের মধ্যবর্তী স্থান হইল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য।

(৩২৬০) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ".

(৩২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বনি হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হইল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের পার্শ্বে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (আর আমার মিম্বর আমার হাউযের পার্শ্বে অবস্থিত)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার মিম্বরটি স্থানান্তর করিয়া হাউযে কাউছারের পার্শ্বে স্থাপন করা হইবে। অধিকাংশের অভিমত ইহাই। -(ঐ)

بَابُ فَضْلُ أُحُدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড়ের ফযীলত

(৩২৬১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ ". فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ".

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাবুক জিহাদে রওয়ানা হইলাম। তারপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে রহিয়াছে, অতঃপর আমরা (জিহাদ শেষে) পুনরায় সামনে অগ্রসর হইলাম এবং কুরা উপত্যকায় পৌঁছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি দ্রুত চলিব। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি আমার সহিত দ্রুত চলিতে চায় সে যেন আমার সহিত দ্রুত চলে। আর যেই ব্যক্তি থামিয়া চলিতে চায় সে যেন থামিয়া থামিয়া চলে। অতঃপর আমরা রওয়ানা হইলাম এমনকি মদীনা তায়্যিবা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা হইল 'তাবা' আর ইহা হইল উহুদ। উহুদ এমন একটি পাহাড় যাহা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتّٰى قَدِمْنَا وَادِىَ الْقُرٰى (এমনকি আমরা কুরা উপত্যকায় পৌঁছিলাম)। 'ওয়াদিল কুরা' তথা 'কুরা উপত্যকা' মদীনা তায়্যিবা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৬)

(৩২৬২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

(৩২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই উহুদ এমন একটি পাহাড় যাহা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি।

(৩২৬৩) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِى حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ "إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

(৩২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি।

بَابُ فَضْلِ الصَّلٰوةِ بِمَسْجِدَىْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তায়্যিবার মসজিদদ্বয়ে নামায আদায়ের ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৬৪) حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "صَلٰوةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلٰوةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".

(৩২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, আমার এই মসজিদে এক (রাকআত) নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাকআত) নামায হইতে উত্তম।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَلٰوةٌ (এক (রাক'আত) নামায)। صَلٰوةٌ শব্দটি واحدة (এক) বুঝাইবার জন্য نكرة (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ صَلٰوةٌ واحدة (এক রাক'আত নামায)। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪১৬)

فِى مَسْجِدِى هٰذَا (আমার এই মসজিদে)। অর্থাৎ মদীনা তায়্যিবার মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহা দ্বারা মসজিদ কুবা ও অন্য কোন মসজিদ মর্ম নহে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, মুসল্লীর জন্য সমীচীন যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মূল মসজিদের স্থানে নামায আদায়ের প্রত্যাশা করা, পরবর্তী যুগে বর্ধিত অংশে নহে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম هذا (এই) দ্বারা তাকীদসহ ইরশাদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মসজিদে মক্কা। কেননা, ইহা মক্কা মুকাররমার সকল স্থান অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়; বরং নওয়াভী (রহ.) বলেন, হারমের সকল মসজিদের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপক। আল্লামা সাবাকী (রহ.) প্রমুখ উক্ত স্থানের সহিত নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অনুরূপ মত পোষণ করেন। কিন্তু ইবন তাইমিয়া (রহ.) ইহাতে দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন, আল্লামা মুহিব্বুত তাবারী (রহ.) মসজিদে মক্কার ক্ষেত্রে অনেক আছার দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের বিদ্যমান মসজিদের স্থানের সহিত নির্দিষ্ট নহে; বরং বর্দ্ধিত অংশ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা আলোচ্য হাদীছে ইশারা দ্বারা বলা হইয়াছে মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম হইতে বাহিরে। অধিকন্তু ইমাম মালিক (রহ.)কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি জবাবে নির্দিষ্ট না হওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে বর্দ্ধিত অংশসহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। এই কারণেই সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতি খুলাফা রাশিদূন মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করিয়াছেন তখন কোন সাহাবা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। 'তারীখুল মাদানিয়া' গ্রন্থে আছে : عن عمر رض انه لما فرغ من الزيادة قال لو انتهى الى الجبانة وفى رواية الى ذى الخليف لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত করার পর বলেন, ইহা যদি 'জাবানা' অপর রিওয়ায়তে 'যুল-হুলায়ফা' পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ।

আর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو زيد فى هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدى (আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যদি এই মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয় যতখানিই সম্প্রসারণ করা হইবে সম্পূর্ণই আমার মসজিদ।

অন্য রিওয়ায়তে আছে : لو بنى هذا المسجد الى صنعاء كان مسجدى (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই মসজিদকে যদি 'সুনাআ' পর্যন্ত সম্প্রসারণ করিয়া নির্মাণ করা হয় তাহা হইলেও আমার মসজিদই হইবে। ইবন হাজার (রহ.) 'আল মাওহারুল মুনযিম' গ্রন্থে زيارة القبر المكرم (সম্মানিত কবরের যিয়ারত) অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার সারসংক্ষেপ ইহাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩:৪১৬)

أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلٰوةٍ (একহাজার (রাক'আত) নামায হইতেও উত্তম)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ একরাক'আত নামায এক হাজার রাকআতের অধিক। তবে কত পরিমাণ অধিক ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আল্লামা ইবন আবদিস সালাম (রহ.) বলেন, ইহা ফরয ও নফল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

'ইবনু মাজাহ' গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل فى بيته بصلوة وصلوته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته فى المسجد الذى

www.e-ilm.weebly.com

يجمع فيه بخمس مائة وصلوته فى المسجد القاصى بخمسين الف صلوة وصلوته فى مسجدى بخمسين الف صلوة وصلوته فى المسجد الحرام بمائة الف صلوة (হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন পুরুষ ব্যক্তি নিজ ঘরে আদায়কৃত নামায এক রাক'আতে এক রাক'আত, পাঞ্জেগানা মসজিদে (জামাআতে) আদায়কৃত নামায এক রাক'আতে পঁচিশ রাক'আত, জামি' মসজিদে এক রাক'আতে পাঁচশত রাক'আত, মসজিদুল আকসায় এক রাক'আতে পঞ্চাশ হাজার রাক'আত, আমার মসজিদে এক রাক'আতে পঞ্চাশ হাজার রাক'আত এবং মসজিদুল হারামে (জামাআতে) আদায়কৃত নামায এক রাক'আতে একলক্ষ রাক'আত (-এর ছাওয়াব লাভ করিবে)। -(ইবন মাজাহ)

উমদাতুল কারী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই হাদীছের রাবী আবুল খাত্তাব দামেশকী (রহ.) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইবনুল মানযারী (রহ.) বলেন, ইবন মাজাহ ব্যতীত অন্য কোন সিহাহ সিত্তার গ্রন্থে তাহার হইতে বর্ণিত কোন রিওয়ায়ত নাই। আল্লামা যাহবী (রহ.) বলেন, আবুল খাত্তাব (রহ.) মশহুর রাবী নহে। ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। কেননা, তাহার রিওয়ায়তখানা ছিকাহ রাবীর বিপরীত। তবে তাহার রিওয়ায়ত খানা ছিকাহ রাবীর রিওয়ায়তের সহিত সমন্বয় করা যায়। কেননা, ছিকাহ রাবীগণের রিওয়ায়তে আছে জামাআতে আদায়কৃত নামায একা আদায়কৃত নামাযের পঁচিশ কিংবা সাতাশ নামাযের সমতুল্য। ইহা প্রথম অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হইবে। অতঃপর জামি মসজিদে জামাআতে আদায়কৃত নামাযে উক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অনুরূপ মসজিদুল আকসায় জামাআতে আদায়কৃত নামাযে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে আদায়কৃত নামায মসজিদুল আকসার ন্যায় এক হাজার নামাযের পরিমাণ প্রথমে ছিল পরে এতদুভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমমান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মসজিদে আকসায় পঞ্চাশ হাজার এবং মসজিদুল হারামে এক লক্ষ। কাজেই বিভিন্ন রিওয়ায়তে বর্ণিত হইলেও কম বেশীর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ফযল ও করমে যাহা ইচ্ছা তাহাই বৃদ্ধি করেন। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, মুসল্লীর অবস্থার বিভিন্নতার কারণে সংখ্যার বিভিন্নতা হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৭)

إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (মসজিদুল হারাম ব্যতীত)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, এই استثناء (ব্যতিক্রম) দ্বারা এইরূপ মর্ম নেওয়াও জায়িয আছে যে, আল মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল মদীনা সমান। অর্থাৎ এতদুভয় মসজিদে এক রাক'আত নামায অন্যান্য মসজিদের আদায়কৃত এক হাজার রাক'আত হইতে উত্তম। কিংবা মসজিদুল মদীনা মসজিদে মক্কা হইতে উত্তম কিংবা মসজিদ মক্কা মসজিদুল মদীনা হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রথমটিই প্রাধান্য। কেননা, মসজিদুল মদীনা যদি মসজিদে মক্কা হইতে উত্তম হয় কিংবা অনুত্তম তাহা হইলে এতদুভয়ের পরিমাণ দলীল ব্যতীত জানা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে সমমান। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪১৭-৪২২ সংক্ষিপ্ত)

(৩২৬৫) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".

(৩২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এই মসজিদে এক (রাকআত) নামায আল-মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য সকল মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার (রাকআত) নামায হইতেও উত্তম।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩২৬৬) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ".

(৩২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মনসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর শিষ্য আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান ও আবূ আবদুল্লাহ আগার জুহাইনিয়্যিন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম (রহ.) হইতে বর্ণিত, তাহারা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (নির্মিত) মসজিদে এক (রাকআত) নামায আদায় আল-মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায আদায় অপেক্ষা অধিক উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরুল আম্বিয়া তথা সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার (নির্মিত) মসজিদ (নবী ও রাসূলগণকর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের) সর্বশেষ মসজিদ।

রাবী আবূ সালামা ও আবূ আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) যাহা বলিয়াছেন উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ হইতেই বলিয়াছেন। এই কারণেই আমরা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার নিকট এই হাদীছ (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছেন কি না এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া) সত্যায়িত করিয়া নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর আমরা পরস্পরকে দোষারূপ করিয়া আলোচনা করিলাম যে, আমরা কেন এই হাদীছ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যায়িত করিয়া নেই নাই যে, তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কি না? যাহা হউক একদা আমরা আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন কারিয (রহ.)-এর নিকট বসিলাম এবং এই হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কি না? তখন আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন কারিয (রহ.) আমাদেরকে বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চিত আমি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "অবশ্যই আমি আখিরুল আম্বিয়া তথা সর্বশেষ নবী এবং আমার (নির্মিত) মসজিদ (নবীগণকর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে) সর্বশেষ মসজিদ।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ (কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের সমাপ্তি)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (নির্মিত) মসজিদখানা অধিক ফযীলতপূর্ণ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২২)

وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا (আর আমরা একে অপরকে দোষারূপ করি যে, কেন আমরা এই হাদীছ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, ...)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, কোন সাহাবী قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন) বলার দ্বারা হাদীছখানা মরফূ বলিয়া প্রমাণিত হয়। তবে ইহাতে তিনি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন না কি কোন সাহাবীর মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছেন এতদুভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কেননা, প্রত্যেক সাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ। তবে নির্দিষ্টভাবে سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি)-এর মধ্যে সরাসরি শ্রবণ প্রমাণিত হয়। এই কারণে এতদুভয় একে অপরকে দোষারোপ করিয়া বলেন, কেন আমরা এই হাদীছ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞসা করি নাই যে, আপনি কি সরাসরি শ্রবণ করিয়াছেন না কি অন্য সাহাবী হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন কারিয (রহ.) বলিলেন, সাহাবীর কথা قال رَسُول اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন) তাঁহার হইতে শ্রবণের উপর প্রয়োগ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৩)

(৩২৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".

(৩২৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল ওহ্হাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি আবূ সালিহ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে নামায আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, না, তবে আমাকে আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন কারিয (রহ.) জানান যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায এক হাজার (রাক'আত) নামায হইতেও উত্তম কিংবা (তিনি বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক রাক'আত নামায) আল-মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামাযের সমতুল্য।

(৩২৬৮) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৩২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৬৯) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".

(৩২৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) হইতে, তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায আল-মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায হইতেও উত্তম।

(৩২৭০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৩২৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মাছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩২৭১) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(৩২৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি .... উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩২৭২) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(৩২৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩২৭৩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ".

(৩২৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক মহিলা অসুস্থ হইবার পর বলিল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শেফা দান করিলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে যাইয়া অবশ্যই নামায আদায় করিব। অতঃপর সে আরোগ্য লাভ করিল এবং তথায় যাওয়ার ইচ্ছা করিল এবং সে নবী সাল্লাল্লাহু

www.e-ilm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর কাছে যাইয়া সালাম দিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিল। তখন তিনি বলিলেন, তুমি এই স্থানে বস, যাহা কিছু খদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়াছ উহা আহার কর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে নামায আদায় কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায আদায় করা মসজিদুল কা'বা ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায আদায় করা হইতেও উত্তম।

بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি মসজিদে বিশেষ ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৭৪) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هٰذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى".

(৩২৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ (-এ নামায আদায়)-এর উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা (সফর করা) যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى (মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى রহিয়াছে। আর ইহা موصوف (বিশেষণযুক্ত পদ)কে উহার صفت (বিশেষণ)-এর দিকে اضافت (সম্বন্ধপদ) করার নীতি হইতে সংগৃহীত। ইহাকে কূফী নহভী (আরবী ব্যাকরণবিদ)গণ বৈধ বলিয়াছেন। বাসরী নহভীগণ ইহার তাবীল (ব্যাখ্যা) করিয়া বলেন, এই বাক্যে উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি مسجد المكان الحرام والمكان الاقصى হইবে। যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদঃ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (আপনি নিশ্চিত প্রান্তে ছিলেন না– সূরা কাসাস ৪৪) - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৩)

(৩২৭৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ".

(৩২৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তিনি ইরশাদ করেন "তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা (সফর করা) যাইবে।"

ফায়দা

দুনইয়াতে তিনটি মাত্র মসজিদই অন্য সকল মসজিদ হইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ। এই তিনটি মসজিদে নামায আদায় করা অন্য সকল মসজিদে নামায আদায় করা অপেক্ষা অনেক গুণে ছাওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই কারণেই কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায আদায় করার জন্য হাওদা বাঁধা (তথা সফর করা) জায়িয। অপর কোন মসজিদের এই বৈশিষ্ট্য নাই যে, উক্ত মসজিদে নামায আদায়ের জন্য কেহ সফর করিয়া তথায় যাইবে এবং অধিক ছাওয়াব লাভ করিবে। বরং এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর সকল মসজিদে নামায আদায়ের ছাওয়াব সমান। কাজেই সফর করিয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যেই তিনটি মসজিদে অধিক ছাওয়াব লাভ হয় সেই তিনটি

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদের একটি হইল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা মসজিদ। যাহা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) পুননির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদটি হইতেছে মসজিদুল আকসা বা ইলইয়া মসজিদ তথা বায়তুল মুকাদ্দাস যাহা হযরত সুলায়মান (আঃ) পুননির্মাণ করেন এবং তৃতীয় মসজিদটি হইতেছে মদীনার মসজিদ বা মসজিদে নববী যাহা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৩২৭৬) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ".

(৩২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করেন। তিনি ইরশাদ করেন, কেবল মাত্র কা'বা মসজিদ, আমার মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) এই তিনটি মসজিদ (-এ নামায আদায়)-এর উদ্দেশ্যে সফর করা যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ (এবং ইলিয়ার মসজিদ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইলিয়া হইতেছে বায়তুল মুকাদ্দাস। إِيلِيَاءَ শব্দটি তিনভাবে পঠিত। সর্বাধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ পঠন আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথম) إِيلِيَاءَ -এর همزه এবং ل বর্ণে যের দ্বারা মাদ্দসহ পঠিত দ্বিতীয়ঃ প্রথম পঠনের অনুরূপই তবে (মাদ্দ-এর স্থলে) মাদ্দবিহীন পঠিত। তৃতীয় ى বর্ণ পেশ করিয়া মাদ্দসহ পঠিত। মসজিদুল হারাম হইতে দূরে অবস্থানের কারণে ইহাকে الاقصى (আল-আকসা) নামকরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা এবং এই তিনটি মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে জমহুরে উলামা বলেন, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার কোন ফযীলত নাই। আমাদের আসহাবগণের মধ্যে শায়খ আবূ মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। তাঁহার এই অভিমতটি অযথার্থ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে ৩১৫১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৪)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত উহা হইতেছে মদীনা মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ

(৩২৭৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ "هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا". لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, একদা আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রহ.) আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাবী (আবূ সালাম (রহ.) বলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতা (আবূ সাঈদ কুদরী রাযিঃ)কে আপনি কিরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সহধর্মিনীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। অতঃপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মসজিদ কোনটি যাহার ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? রাবী (আবূ সাঈদ রাযিঃ) বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্ঠি গুড়ি পাথর উঠাইয়া উহা যমীনের উপর নিক্ষপ করিলেন, অতঃপর ইরশাদ করিলেন, "উহা তোমাদের এই মসজিদ মদীনার মসজিদ।" রাবী (আবূ সালামা রহ.) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতা (আবূ সাঈদ খুদরী রাযিঃ)কে অনুরূপভাবে উক্ত মসজিদের কথা উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ (উহা যমীনের উপর নিক্ষপ করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনায় তাকীদের লক্ষ্যে অতিশয়োক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক মুষ্ঠি কংকর যমীনের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে শ্রোতার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইহাই সেই মসজিদ। الحصاء শব্দটি মাদ্দসহ পঠনে অর্থ الحصى الضخير (গুড়ি পাথর)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৪)

لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ (মদীনার মসজিদ)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন উহা হইতেছে মসজিদুল মদীনা, মসজিদে কুবা নহে। সুতরাং যাহারা মসজিদে কুবা বলিয়া ধারণা করেন তাহাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। তবে সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে হিজরতের সুদীর্ঘ হাদীছে আছে যে, فلبث رَسُول اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة واسس المسجد الذى اسس على التقوى اى مسجد قباء (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের কাছে দশ রাত্রির কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ উহা হইল মসজিদে কুবা)।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ (তবে যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন হইতে, সেইটিই আপনার (নামাযে) দাঁড়াইবার যোগ্য স্থান– সূরা তাওবাহ ১০৮)। অর্থাৎ আপনার নামায সেই মসজিদেই যথাযোগ্য হইবে, যাহার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম হইতে তাকওয়া তথা আল্লাহ-ভীতির উপর। আর সেই স্থানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যাহারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেও এমনভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এই আয়াতে উল্লিখিত মসজিদ কোনটি এই ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে মুফাসসিরগণের মতে প্রশংসিত সেই মসজিদটি হইল, মসজিদে কুবা, যেইখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করিয়াছিলেন। আয়াতের বর্ণনাধারা দ্বারাও অনুরূপই বোঝা যায়। অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا (সেই স্থানে এমন সকল

মুসলিম ফর্মা -১৩-৭/২

www.e-ilm.weebly.com

লোক রহিয়াছে, যাহারা পাক-পবিত্রতাকে ভালোবাসে– সূরা তাওবাহ ১০৮) এই আয়াতাংশে সেই মসজিদকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহার ভিত্তি শুরু হইতেই তাকওয়ার উপর রহিয়াছে। সেই হিসাবে মসজিদে কূবা ও মসজিদুল মদীনা তথা মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়টিই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত। সেই মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলিতে এই স্থানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা-আবর্জনা হইতে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা হইতে পাক-পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুসল্লীগণও সাধারণতঃ এই সকল গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৪-৪২৫ সংক্ষিপ্ত)

(৩২৭৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِى سَعِيدٍ فِى الإِسْنَادِ.

(৩২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلٰوةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কূবা-এর ফযীলত এবং উহাতে নামায আদায় ও উহার যিয়ারতের ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা'ফর আহমদ বিন মানী' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা কুবা (মসজিদ) পদব্রজে যিয়ারত করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ يَزُورُ قُبَاءً (তিনি কুবা (মসজিদ) যিয়ারত করিতেন)। قُبَاءً শব্দটির ق বর্ণে পেশ মাদ্দসহ ও মাদ্দবিহীন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে এবং منصرف (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানভীন প্রয়েঅগযোগ্য শব্দ) ও غيرمنصرف (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানভীন প্রয়োগযোগ্য নহে) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানের নাম। ইহা আনসারীগণের মধ্যে আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের লোকগণের মহল্লা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা প্রবেশের পূর্বে প্রথমে এই পল্লীতে অবতরণ করেন এবং কুবা মসজিদের স্থলে তিন রাত্রি নামায আদায় করেন। অতঃপর নিজ মুবারক হস্তে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের আনসারীগণ কুবা মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পদব্রজে আবার কখনও বাহনে আরোহণ করিয়া প্রায়ই কূবা যিয়ারত করিতেন। -(ফত: মুলহিম ৩ঃ৪২৫)

www.e-ilm.weebly.com

رَاكِبًا وَمَاشِيًا (বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে ...)। অর্থাৎ কখনও বাহনে আরোহণ করিয়া আবার কখনও পদব্রজে, যখন যেইভাবে সহজ হইত (সেইভাবে প্রায়ই কুবা পরিদর্শন করিতেন)। এই বাক্যে و (এবং) বর্ণটি او (কিংবা, অথবা) অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৫)

(৩২৮০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

(৩২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসিতেন। অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন। রাবী আবূ বকর (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, (আমার দুই জন উস্তাদ– ইবন নুমায়র ও আবূ উসামা (রহ.)-এর মধ্যে) ইবন নুমায়র (রহ.) (এই অতিরিক্ত অংশটি) বলিয়াছেন। "অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, আনসারীগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেন। কেহ বলেন, কুবার খেজুর বাগানসমূহে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যাইতেন। আর কেহ বলেন, কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য যাইতেন আর ইহাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছ অপর হাদীছ তথা لا تعمل المطى الا لثلاثة مساجد (তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাইবে না)-এর বিপরীত নহে। কেননা, উলামায়ে ইযামের মতে ইহার অর্থ হইতেছে– মানতপূর্ণ করণের উদ্দেশ্যে। কাজেই কেহ যদি এই তিন মসজিদের কোন একটি মসজিদে যাওয়ার মানত করে তাহা হইলে উহা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর মসজিদে কুবা কিংবা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে মানত ছাড়া স্বেচ্ছায় নফল হিসাবে যাওয়া জায়েয আছে। আল্লামা আল-রাজী (রহ.) বলেন, মদীনা হইতে কুবায় যাওয়া اعمال المطى (হাওদা বাঁধা তথা সফর করা)-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, ইহা হইল দূরবর্তী স্থানে সফরের বিশেষণ। এই কারণেই কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ী হইতে বাহনে আরোহণ করিয়া মহল্লার মসজিদে গমন করিলে কেহই اعمال المطى (হাওদা বাঁধা) বলে না। আর কোন নিকটবর্তী জুমুআ কিংবা অন্য কোন মসজিদে বাহনে আরোহণ করিয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। হ্যাঁ, কেহ যদি দূরবর্তী কোন শহর হইতে কুবার উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করিয়া আসে তাহা হইলে অবশ্য ইহা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৫)

(৩২৮১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাঁটিয়া কুবায় যাইতেন।

(৩২৮২) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ.

(৩২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'ন রুকাশী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩২৮৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় গমন করিতেন।

(৩২৮৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) জানান যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় আসিতেন।

(৩২৮৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

(৩২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) প্রতি শনিবার কুবায় যাইতেন আর তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতি শনিবার তথায় যাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلَّ سَبْتٍ (প্রতি শনিবার)। কুবাবাসীগণের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মদীনার মসজিদ তথা মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণ অনুপস্থিত থাকিতেন তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য তিনি প্রতি শনিবার বিশেষভাবে কুবায় যাইতেন। আল্লামা আয-যায়নুল ইরাকী (রহ.) বলেন, ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, তিনি শনিবার দিন কর্মমুক্ত থাকিয়া নিজ সত্তাকে অবকাশ যাপনে সুযোগ দিতেন এবং রবিবার হইতে সপ্তাহের বাকী দিনগুলি উম্মতের কল্যাণে কর্মব্যস্ত রাখিতেন।

www.e-ilm.weebly.com

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছে কুবা, কুবার মসজিদ এবং উহাতে নামায আদায়ের ফযীলত বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত তিনটি মসজিদের অনুরূপ এক রাকআত নামাযে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

আল্লামা উমর বিন শুবাহ (রহ.) 'আখবারুল গ্রন্থে' সহীহ সনদে সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন ঃ قال لان اصلى فى مسجد قباء ركعتين احب الى من ان اتى بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما فى قباء لضربوا اليه اكباد الابل (সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে দুইবার যাওয়া অপেক্ষা কুবার মসজিদে দুই রাকআত নামায আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। কুবার ফযীলত সম্পর্কে যদি তাহারা অবহিত হইত তাহা হইলে উটের পিঠে হাওদা বাঁধিয়া কষ্ট করিয়া হইলেও কুবায় যাইত)

'তিরমিযী', 'ইবনু মাজাহ' ও 'বায়হাকী' গ্রন্থে উসায়দ বিন যহীরুল আনসারী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত মরফু হাদীছে আছে ঃ صلوة فى مسجد قباء كعمرة (কুবার মসজিদে (এক রাকআত) নামায (ফযীলতের দিক দিয়া) একটি উমরার সমতুল্য। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে রাবী সকলেই ছিকাহ। আল্লামা আল-মানযরী (রহ.) বলেন, উসায়দ (রাযি.) হইতে এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

'আহমদ' ও 'ইবনু মাজাহ' গ্রন্থে সাহল বিন হানীফ (রাযিঃ) হইতে মরফু হাদীছ নিম্নোক্ত শব্দে নকল করিয়াছে ঃ من تطهر فى بيته ثم اتى بسجد قباء فصلى فيه صلوة كان له كاجر العمرة (যেই ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে অতঃপর মসজিদে কুবায় যায় এবং উহাতে এক রাকআত নামায আদায় করে তাহার একটি উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হইবে)। হাকিম এই হাদীছকে সহীহ বলিয়াছেন।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, ছাওয়াবের দিক দিয়া হজ্জ এবং উমরার মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা উপস্থিতির মধ্যকার পার্থক্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৫-৪২৬)

(৩২৮৬) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

(৩২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার কুবায় তাশরীফ নিতেন। তিনি বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে তথায় যাইতেন। রাবী ইবন দীনার (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ)ও অনুরূপ আমল করিতেন।

(৩২৮৭) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ.

(৩২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তিনি ... ইবন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই সনদে বর্ণিত হাদীছে كُلَّ سَبْتٍ (প্রতি শনিবার) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় ঃ বিবাহ সম্পর্কে

اَلنِّكَاحُ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ

আল্লামা যুবায়দী (রহ.) 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে বলেন, আরবী ভাষায় النكاح শব্দটির ن বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الوطى (যৌন সঙ্গম, সহবাস) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কেহ বলেন, العقد له (সহবাসের উদ্দেশ্যে বন্ধন করা) আর উহা হইতেছে التزويج (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা)। কেননা, ইহা যৌন সঙ্গম বৈধ হওয়ার উপায়। আমাদের শায়খ (রহ.) 'হাশিয়াতুল কামূস' গ্রন্থে বলেন, النكاح শব্দটি الوطى (সহবাস) ও العقد (বন্ধন) উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, উভয় ক্ষেত্রে حقيقة (প্রকৃত) অর্থে প্রয়োগ হইবে অথবা مجاز (রূপক) অর্থে প্রয়োগ হইবে কিংবা উভয়ের একটি حقيقة অর্থে এবং অপরটি مجاز অর্থে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কুরআন মজীদে نكاح শব্দটি কেবল العقد অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, النكاح শব্দটি الوطى (সহবাস) অর্থে صريح (সুস্পষ্ট) আর العقد (বন্ধন) অর্থে উহার প্রতি كناية (পরোক্ষ উল্লেখ)। তাহারা আরও বলেন যে, ইহা بلاغت (বাগ্মিতা) এবং ادب (শিষ্ঠাচার)-এর অধিক অনুকূলে। আল্লামা যমখশরী (রহ.) অনুরূপই উল্লেখ করিয়াছেন।

نِكَاحُ -এর শরঈ তথা পারিভাষিক অর্থ ঃ

'শরহুল বিকায়া' গ্রন্থকার লিখেন ঃ اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ اَىْ حَلُّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ (যৌনাঙ্গ উপভোগ করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হইতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ মুবাহ হওয়ার বন্ধনই হইতেছে 'নিকাহ'। (শরহুল বিকায়া, কিতাবুন নিকাহ)

আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (রহ.) বলেন, اَلنِّكَاحُ اِسْمٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ الَّذِىْ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَحْكَامٌ وَمَقَاصِد (নিকাহ হইতেছে শরঈ বন্ধনের নাম, যাহার মাধ্যমে তাহার উপর কিছু হুকুম আহকাম ও কাংক্ষিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ হয়)। আর ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা الوطى (সহবাস)ও মর্ম হইতে পারে।

'শরহুল বুখারী লি কুসতুলানী' গ্রন্থকার বলেন, আমাদের আসহাব نكاح -এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনায় ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। কাযী হুসায়ন (রহ.) স্বীয় 'তা'লীক' গ্রন্থে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেন। সর্বাধিক সহীহ হইতেছে, (এক) نكاح -এর প্রকৃত অর্থ العقد (বন্ধন) আর রূপক অর্থ الوطى (যৌন সঙ্গম)। আল্লামা আবুত তায়্যিব (রহ.) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইতেছে কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে نكاح শব্দটি العقد এর ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। (দুই) ইহার প্রকৃত অর্থ الوطى (যৌন সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ العقد (বন্ধন)। ইহা হানাফী মাযহাবের অভিমত। (তিন) النكاح শব্দটি مشترك (সম্মিলিত) ইহা العقد (বন্ধন) ও الوطى (সহবাস) উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই قرينة (প্রসঙ্গ ও লক্ষণের)-এর ভিত্তিতে অভীষ্ট অর্থ নির্ধারিত হইবে।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আবূ আলী ফারেসী (রহ.) একটি সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন। আরবীগণ যখন نكح فلان فلانة বলেন, তখন ইহার মর্ম হয় অমুক ব্যক্তির অমুক মহিলার সহিত আকদ তথা বিবাহ হইয়াছে। আর যখন نكح فلان امرأته বলে তখন মর্ম হয় অমুক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে। কেননা, নিজের স্ত্রী হওয়ায় পরোক্ষ ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই স্থানে عقد তথা বিবাহ মর্ম নহে; বরং সহবাসই মর্ম।

'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ফকীহগণের মতে نِكَاحٌ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ هُوَ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ اَىْ حَلُّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ اِمْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِع شرعى قَصْدًا (নিকাহ এমন একটি বন্ধন যাহার দ্বারা পুরুষ স্ত্রী হইতে উপকৃত হয় এবং স্বেচ্ছায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগে শরীআতে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই)। অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে শরীআত সম্মত এমন একটি বন্ধন চুক্তি যাহা তাহাদের যৌন সম্ভোগ হালাল হয়, উহাকেই 'নিকাহ' বলে।

উসূল ও ভাষাবিদগণের মতে, هو حقيقة فى الوطى مجاز فى العقد (নিকাহ-এর প্রকৃত অর্থ الوطى (যৌন সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ العقد (বন্ধন)। এই কারণেই কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে কোনরূপ قرينة (ইঙ্গিত ও লক্ষণ) ছাড়া 'নিকাহ' শব্দটি বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা الوطى (সহবাস) মর্ম নেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৬, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৮)

বিবাহের হিকমত ও উদ্দেশ্য ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া জীবন-যাপন করিতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম হিসাবে নিকাহের বিধান অবতরণ করেন। দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ও পবিত্র জীবন যাপনের লক্ষ্যে বিবাহই একমাত্র উপায়। আর প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতা, উন্নত চরিত্র সকল কিছুরই পুর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। মানব জীবনে বিবাহের অনেক ফায়দা রহিয়াছে ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আগাযানী (রহ.) বলেন, নিকাহের মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটি ফায়দা রহিয়াছে ঃ (ক) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের লক্ষ্যে সন্তান লাভ হয়। (খ) প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কামভাবপূর্ণ দৃষ্টি শক্তি নিম্নগামী থাকে। (গ) গৃহ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয়। (ঘ) মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। (ঙ) পরিবার-পরিজনের সহিত অবস্থানে নিজ নফসের মুজাহাদা হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৬-৪২৭ সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত ৩ঃ৪২৬-৪৩০ দ্রষ্টব্য)

بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব, খোর-পোষ যোগানে অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখিবে-এর বিবরণ

(৩২৮৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মিনা প্রান্তরে আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ)-এর সহিত হাঁটিতেছিলাম। ইত্যবসরে তাঁহার সহিত হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে হযরত উছমান (রাযিঃ) তাঁহাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সহিত এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীতের কিছুস্মৃতি স্মরণ করাইয়া আনন্দ দিবে। রাবী (আলকামা রহ.) বলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, উহা তো ভালোই বলিয়াছেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌন ক্রিয়া হইতে) সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি (স্ত্রীর মহর ও খোর-পোশ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার রোযা রাখা উচিৎ। কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَعَ عَبْدِاللهِ (আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সহিত) অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রাযিঃ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১)

بِمِنًى (মিনা প্রান্তরে)। অনুরূপ অধিকাংশ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। আর 'ইবন হিব্বান' গ্রন্থের রিওয়ায়তে মদীনা রহিয়াছে, যাহা যায়দ বিন আবী উনায়সা (রহ.) তিনি আ'মাশ (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা شاذة (বিরল)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১)

أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً (আমরা কি আপনার সহিত এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব)? হযরত উছমান (রাযিঃ) সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)কে দুর্দশাগ্রস্ত ও সুগঠিত শরীরের জরা-জীর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে তিনি তাঁহার শৌখিন জীবনের সাথী স্ত্রীর বিয়োগের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুস্বাস্থের অধিকারী স্বচ্ছল সাথীর স্ত্রী না থাকিলে তাহার কাছে অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৮)

جَارِيَةً شَابَّةً (যুবতী মেয়ে)। ইহা ان معاشرة الزوجة الشابة تزيد فى القوة والنشاط (নিশ্চয় যুবতী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতায় শক্তি ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়) হইতে গৃহীত। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যুবতী মেয়ে বিবাহ করা মুস্তাহাব। তাহার মাধ্যমে নিকাহের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়। কেননা, তাহার সম্ভোগে অধিক স্বাদ, শ্রেষ্ঠতর সুরভি ও সঙ্গমে অধিক উৎসাহী রহিয়াছে যাহা নিকাহের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু মেলামেশায় অতি চমৎকার, কথোপকথনে মুগ্ধকারিনী, দর্শনে সুন্দরতমা এবং স্পর্শে অতীব কোমল প্রভৃতি গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৯)

لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ (সম্ভবতঃ সে আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ সে আপনার অতীতের যৌবন শক্তির কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। ফলে ইহা শরীরের জন্য আইবুড়ো হইয়া থাকিবে তথা বয়স হওয়ার পরও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিবে।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ لَعَلَّ শব্দটি এই স্থানে ترجى (প্রত্যাশা করা, আকাংক্ষা করা)-এর শ্রেণীভুক্ত। কিংবা এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা تعليل (ব্যাখ্যা প্রদান)-এর জন্য। আমাদের কতক শায়খ আমাকে জানাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ধারণা করিতাম যে, আমি নিশ্চিতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ হইতে অক্ষম

www.e-ilm.weebly.com

হইয়া গিয়াছি তথা বার্ধক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছি অতঃপর যখন আমি কুমারী নারী বিবাহ করিলাম তখন বাল্যজীবনের ন্যায় আমার দেহের মধ্যে প্রাণবন্ততা অনুভব করিলাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا الخ (আপনি যদি এই কথা বলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলিয়াছেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি হাদীছ উদ্ধৃতি করতঃ জবাব দিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিবাহ তাহার প্রয়োজন নাই। ফলে প্রস্তাবটি মুওয়াফিক নহে আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রস্তাবটি মুওয়াফিক বটে; কিন্তু উহা নকল করা হয় নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (হে যুব সম্প্রদায়)! المعشر হইল যৌবনের গুণে গুণান্বিত দল। কাজেই الشباب معشر (যুবকেরা একটি দল বা সমাজ) এবং الشيوخ معشر (বৃদ্ধগণেরা একটি দল বা সমাজ)। الشباب শব্দটি شاب (যুবক, তরুণ)-এর বহুবচন। আর شاب এর বহুবচন شبة এবং شبان ও ব্যবহৃত হয়। شبان (যুবকগণ) শব্দটির ش বর্ণে পেশ ب বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। যেমন فارس ও فرسان শব্দ। ইহার মূল হইতেছে الحركة (গতিময়, আন্দোলন) এবং النشاط (তৎপর, উৎসাহ, উদ্যম, প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল ও আনন্দ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাবের মতে الشاب (যুবক, তরুণ) হইতেছে যে সাবালক হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিশ বছর অতিক্রম করে নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, বালকদেরকে ষোল বছর পর্যন্ত حدث (তরুণ), অতঃপর বত্রিশ বছর পর্যন্ত شاب (যুবক), অতঃপর كهل (প্রৌঢ়) বলা হয়। আল্লামা যমখশরী (রহ.) 'আল-জাওয়াহির' গ্রন্থে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত লোকদের شاب (যুবক)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর সম্বোধনে যুবক সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করার কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ সমাজ। যদিও প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানটি বিবেচ্য হইবে যদি ইহার হেতু পাওয়া যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ الخ (তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম যে যেন বিবাহ করে)। الْبَاءَةَ শব্দটির همزه ও ت এ تانيث (স্ত্রীলিঙ্গ)সহ মাদযুক্ত পঠিত। ইহাতে অপর পরিভাষাও রহিয়াছে যে, উহা همزه ব্যতীত এবং মাদবিহীন পঠন কিংবা همزه ও মাদসহ, কিন্তু ة ছাড়া। অধিকন্তু الباهة ও বলা হয়। প্রথম পঠন পদ্ধতির অনুরূপ। তবে همزه এর পরিবর্তে ه দ্বারা পঠিত। কেহ বলেন, মাদসহ পঠনে অর্থ হইতেছে القدرة على مئون النكاح (বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ তথা মহর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা) আর মাদবিহীন পঠনে অর্থ الوطى (সহবাস)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, الباءة দ্বারা نكاح মর্ম। মূলতঃ ইহা সেই আবাসস্থল যাহাতে বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, মহিলার আকদ মূলতঃ الباءة (বাসস্থান, বাড়ী, আবাস) হইতে উদ্ভুত। لان من شان من يتزوج المرأة ان يبوها منزلا (কেননা, বিবাহিতা রমনীকে স্বামী নিজ আবাসস্থলে নিয়া আসে)।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে الباءة দ্বারা কি মর্ম এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে এবং এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। সর্বাধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যে, উহা আভিধানিক অর্থ الجماع (সহবাস) মর্ম। উহ্য বাক্যটি হইবে ঃ من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة وهى مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه عليه فعليه بالصوم (তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের মাধ্যমে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা উচিৎ। আর যে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতার কারণে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে অক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা চাই)। ফলে জৈবিক শক্তি দমন হইবে এবং বীর্যের উত্তেজনা হ্রাস পাইবে। যেমন وجاء (অণ্ডকোষদ্বয় চূর্ণ করা)-এর দ্বারা অর্জিত হয়।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় অভিমত হইতেছে, এই স্থানে الباءة দ্বারা مؤن النكاح (বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার) মর্ম। কাজেই ইহাকে ইহার সম্পৃক্ত বস্তুর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে ঃ من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته (যেই ব্যক্তি বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর যেই ব্যক্তি উহার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। তাহার কামভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, اَلْبَاءَةُ শব্দটি القدرة على الوطى ومؤن التزويج (সহবাসের উপর সক্ষম এবং বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন)-এর ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করাতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (কারণ ইহা (বিবাহ) দৃষ্টিকে অধিকতর অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে) অধিকতর সংরক্ষণ করে)। অর্থাৎ اشد غضا (নীচু, নত, অবনমিত রাখিতে অধিকতর শক্তিশালী) আর اَحْصَنَ، اِحْصَانٌ (সুরক্ষিত করা, রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, বিবাহ করা) অর্থাৎ اشد احصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة (তাহার লজ্জাস্থানকে অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে অধিকতর সংরক্ষণ করিবে)।

বলা বাহুল্য, ইসলামের দাম্পত্য বিধানে প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র ও নৈতিকতার সংরক্ষণ। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে নিকাহ শব্দকে احصان দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। حصن এর অর্থ দুর্গ, আর احصان অর্থ সুরক্ষিত, দুর্গে আবদ্ধ হওয়া, সুতরাং যেই ব্যক্তি নিকাহ করে সে হইতেছে মুহসিন অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে। আর বিবাহিত রমণী হইতেছে মুহসিনা অর্থাৎ নিকাহ-এর মাধ্যমে সে নিজে নিজ চরিত্রের সংরক্ষণের লক্ষ্যে যেই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে উহাতে সে আশ্রয় গ্রহণকারিণী।

এই বিষয়টি আরও চমৎকারভাবে সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৩২৯৯ নং) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (তোমাদেরকে যখন কোন মহিলা মুগ্ধ করে এবং উহা তাহার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তাহার স্ত্রীর কাছে যায় এবং তাহার সহিত সহবাস করে। ইহাতে তাহার মনে যাহা আছে তাহা দূরীভূত করিবে) এই হাদীছে আলোচ্য হাদীছের মর্মের দিকে ইশারা রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (সে যেন রোযা রাখে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহাতে অনুপস্থিতদের সম্বোধন করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উপস্থিতগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যাহারা من استطاع منكم (তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম হয়) বলার সময় সামনে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই فعليه এর ৫ সর্বনামটি غائب (অনুপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহার করা হয় নাই; বরং ইহা الحاضر المبهم (অস্পষ্ট, অনির্ধারিত উপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাকে ك (তোমার) সর্বনাম দ্বারা সম্বোধন সহীহ নহে। ইহার উদাহরণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তাহার ভাইয়ের তরফ হইতে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করিয়া দেওয়া হয়– সূরা বাকারা ১৭৮)। অনুরূপ যদি দুইজন উপস্থিত ব্যক্তিকে তুমি বল من قام منكما فله درهم (তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে দন্ডায়মান হইবে, তাহার জন্য এক 'দিরহাম' রহিয়াছে)। এই বাক্যে ৫ সর্বনামটি সম্বোধিত ব্যক্তিদ্বয়ের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অনির্ধারিত হিসাবে ব্যবহৃত, غائب (অনুপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহৃত নহে। আলোচ্য হাদীছে বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ (তথা মহর ও ভরণ পোষণ) প্রদানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা পালনের জন্য ইরশাদ হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

www.e-ilm.weebly.com

بِالصَّوْمِ (রোযা রাখে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আসলে কথাটি এইরূপ হওয়ার ছিল যে, فمن لم يستطع فعليه بالجوع (আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন ক্ষুধার্ত থাকে)। অনাহারে থাকার দ্বারা বীর্য স্ফীতি ও কামভাবের প্রবণতা হ্রাস পায়। কিন্তু الجوع (ক্ষুধার্ত)-এর স্থলে صوم (রোযা) ইরশাদ করিয়াছেন। কেননা, রোযা একটি প্রধানতম ইবাদত। যদিও صوم (রোযা) দ্বারা الجوع (ক্ষুধার্ত)ই মর্ম। অন্যথায় এমন অনেক রোযাদার আছে যাহারা পেট পূর্ণ করিয়া রাখে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহার প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য ঔষধ সেবন জায়িয আছে। আল্লামা বাগোভী (রহ.) 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে নকল করেন যে, সাময়িকভাবে কাম উত্তেজনা দমনের ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে কিন্তু স্থায়ী যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা যাইবে না। কেননা, হয়তো সে পরবর্তীতে স্বচ্ছলতা লাভ করতঃ বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। তখন তাহাকে যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার কারণে অনুতাপ করিতে হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الوجاء শব্দটির و বর্ণে যের এবং মাদসহ পঠনে অর্থ رض الخصيتين (অণ্ডকোষদ্বয় চূর্ণ করা, থেঁতলে দেওয়া)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, রোযা বীর্যস্ফীতি ও কামভাবের প্রবণতা হ্রাস করে। যেমন وِجَاء করিয়া থাকে। রূপক সাদৃশ্যতা অবলম্বনে صوم (রোযা)-এর উপর وجاء (যৌনক্ষমতা দমন)-এর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যথায় সকল আলিমের ঐকমত্যে যৌনশক্তি দমন এবং যেনা লিপ্ত হওয়ার আশংকায় اختصاء (খাসি বা খোজা) হওয়া শরীআতে সম্পূর্ণ হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়ালা ইনশা আল্লাহু তা'আলা (৩২৯৪ নং) হাদীছের আলোচনায় করা হইবে)। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৮, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

উলামায়ে ইযাম সামর্থ্যবান ব্যক্তির বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভক্ত করিয়াছেন ঃ

প্রথম প্রকার ঃ যৌনক্ষুধার প্রলুব্ধ ব্যক্তি যদি পাপাচারে লিপ্ত হইবার আশংকা থাকে এবং বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য নিকাহ করা সকলের মতে মুস্তাহাব। তবে হাম্বলী মতাবলম্বীগণের এক অভিমতে এই অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব। ইহা দাউদ যাহরীরও অভিমত। কাযী ইয়ায (রহ.) তাহাদের অভিমতকে দুইভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (এক) নিশ্চয় সেই আয়াত যাহা দ্বারা তাহারা দলীল দেন যে, উহাতে نكاح (বিবাহ) এবং التسرى (দাসী তথা উপপত্নী) গ্রহণের ইচ্ছাধীকার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আয়াত হইতেছে فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (তবে একটিই, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে– সূরা নিসা ৩)। তাফসীরবিদগণ বলেন, التسرى (দাসীর সহিত সহবাস) সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব নহে। কাজেই বিবাহও ওয়াজিব হইবে না। যেহেতু واجب এবং مندوب এর মধ্যকার এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তাহার খন্ডন পশ্চাদ্বর্তী। কেননা, তাহারা শর্তসাপেক্ষে ওয়াজিব বলেন, সক্ষম ব্যক্তি যৌন ক্ষুধার তীব্রতা যদি দাসীর মাধ্যমে সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিবাহই নির্ধারিত হইয়া যায়। আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বলেন, সহবাসে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণ প্রদান করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার জন্য বিবাহ করা ফরয। যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণে অক্ষম হয় তাহা হইলে বেশী বেশী রোযা রাখিবে। ইহা সালাফি সালিহীনের এক জামাআতের অভিমত।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ তাহাদের মতে আকদ ওয়াজিব, সহবাস নহে। তবে শুধু আকদ যৌনক্ষুধার প্রবণতা দূরীভূত করিবে না। কাজেই ইহা আলোচ্য হাদীছের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি অবিবাহিত অবস্থায় থাকার ফলে নিজের ও দ্বীনের ক্ষতির আশংকা করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই সমস্যার

www.e-ilm.weebly.com

কোন সমাধান না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। আল্লামা আয-যুবায়দী (রহ.) বলেন, তাহার ঐকমত্য নকলটি যথার্থ নহে। কেননা, হানাফীগণের মতে যৌনক্ষুধা তীব্রতর হইলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আর যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে তাহা হইলে ফরয। আর ইহা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি সে স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ যথাযোগ্যভাবে প্রদানে সক্ষম হয়। অন্যথায় বিবাহ তরক করিলে গুনাহগার হইবে না। আর হানাফীগণের সহীহ মতে বিবাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা যদি সে সহবাস ও স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ যথাযোগ্যভাবে প্রদানে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় বিবাহ না করিলে গুনাহগার হইবে। আর যদি নিজ চরিত্রের হিফাযত এবং সন্তান লাভের নিয়্যতে বিবাহ করে তাহা হইলে ছাওয়াব পাইবে।

'আন-নাহর' গ্রন্থে বিবাহ ওয়াজিব হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরবচ্ছিন্নভাবে ইহার উপর আমল করিয়াছেন এবং ইহা বর্জনকারীর প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। তবে স্বামীর পক্ষ হইতে স্ত্রীর প্রতি দাম্পত্য সম্পর্কীয় অবিচারের আশংকা থাকিলে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমা এবং অবিচারের একীন হইলে হারাম।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিবাহ যদি মহৎ উদ্দেশ্যে যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নত, নেক সন্তান লাভ, নিজ লজ্জাস্থান কিংবা চোখের হিফাযত প্রভৃতির জন্য হয় তাহা হইলে ইহা আখিরাতে আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছাওয়াব লাভ করিবে।

নিকাহ করা এবং না করার মধ্যে কোনটি আফযল এই ব্যাপারে শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব বলেন, মানুষ চার প্রকারের রহিয়াছে। (এক) যৌনক্ষুধায় তীব্রতর হওয়ার ফলে বিবাহের প্রতি আগ্রহ এবং স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। (দুই) যৌনক্ষমতা নাই এবং স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানেও সক্ষম নহে তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। (তিন) যৌনক্ষুধা তীব্রতর বটে কিন্তু স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানে অক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। আলোচ্য হাদীছে তাহাকেই রোযা রাখার মাধ্যমে যৌন কামনা দমন রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (চার) দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম কিন্তু যৌন কামনা নাই এই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে শাফেয়ী মতাবলম্বী ও জমহুরের মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উত্তম। কেননা, তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ বলা যায় না; বরং বর্জন করা উত্তম। তাহাদের দলীল ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ না করিয়া একান্তে নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (যিনি নেতা হইবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাইবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হইবেন– সূরা আলে ইমরান ৩৯)। ইমাম আবূ হানীফা, কতক শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে তাহার জন্য বিবাহ করাই উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী ও জমহুরের প্রদত্ত দলীলের জবাব ঃ (ক) স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) পূর্ববর্তী শরীআতের বিধানকে আমাদের জন্য প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন না। কাজেই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না, (খ) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর শরীআতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা আফযল ছিল কিন্তু মুহাম্মদী শরীআতে বৈরাগ্য জীবন মনসূখ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপনের হুকুম দিয়াছেন আর যাহাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নাই তাহাদেরকে রোযা পালনের মাধ্যমে জৈবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পূর্বক নিজ চরিত্র সংরক্ষণের উপদেশ দিয়াছেন। (গ) যদিও একজন পয়গাম্বর হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ করেন নাই, কিন্তু জমহুরে আম্বিয়ায়ে কিরামসহ সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার দ্বারা নিকাহ করা আফযল প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩-৪৩৪, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৪৮ এবং তানযীমুল আশতাত ২ঃ১৬৪)

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৮৯) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

(৩২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ)-এর সহিত মিনায় হাঁটিতেছিলাম। এই সময় তিনি হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এই স্থানে আসূন, রাবী বলেন, তিনি তাহাকে একান্তে ডাকিয়া নিলেন। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) অনুভব করিলেন যে, গোপনীয়তার প্রয়োজন নাই। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, হে আলকামা! তুমি এইখানে আস। রাবী (আলকামা) বলেন, তখন আমি তাহার কাছে আসিলাম, অতঃপর উছমান (রাযিঃ) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা কি তোমাকে কুমারী মেয়ের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীত কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। তখন আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, আপনি যদি অনুরূপই বলেন ... অতঃপর রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ (রাবী (আলকামা) বলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া নিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ বিষয়ে আলোচনায় গোপনীয়তা রক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুরূপ আলোচনা লোকদের সম্মুখে করিতে লজ্জাবোধ করে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৪)

(৩২৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

(৩২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে) সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি (স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার জন্য রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
(৩২৮৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৯১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

(৩২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আলকামা এবং আল-আসওয়াদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। সেই দিন আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি একখানা হাদীছ বর্ণনা করিলেন। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, তিনি আমার উদ্দেশ্যেই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) বলেন, “অতঃপর আমি বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।”

(৩২৯২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

(৩২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) হইতে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) বলেন। আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম আর আমি ছিলাম আমাদের দলের মধ্যে সর্বাধিক তরুণ। ... অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি “অতঃপর আমি বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।” বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩২৯৩) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ".

(৩২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি’ আবদী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণের কাছে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) গোপন (ঘরে কৃত) ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের কেহ বলিলেন, আমি কখনও বিবাহ করিব না, কেহ বলিলেন আমি কখনও গোশত আহার করিব না, কেহ বলিলেন, আমি কখনও বিছানায় নিদ্রা যাইব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিয়া আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, “লোকদের কি হইল যে, তাহারা এমন এমন বলে? কিন্তু আমি (রাত্রিতে) নামায আদায় করি আর নিদ্রাও যাই। রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং

www.e-ilm.weebly.com

মহিলাদেরকে বিবাহও করিয়াছি। কাজেই যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে ফিরিয়া থাকে, সে আমার দলভুক্ত নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একটি দল ...)। অনুরূপ হযরত ছাবিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে রহিয়াছে جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عليه وَسلم (সাহাবীগণের তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণের ঘরসমূহে আসিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, الرهط বলা হয় তিন হইতে দশ জনের একটি দলকে। আর النفر হইল তিন হইতে নয়জনের একটি দল। এতদুভয়ের প্রতিটিই اسم الجمع (সমষ্টি বাচক বিশেষ্য) ইহার শাব্দিক কোন একবচন নাই। 'আবদুর রাজ্জাক' গ্রন্থে সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাযিঃ) হইতে মুরসাল হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত তিনজন সাহাবী হইতেছেন, আলী বিন আবী তালিব, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস এবং উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৫)

عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ (তাঁহার গোপন আমল সম্পর্কে ...)। অর্থাৎ তাঁহার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) ঘরে কৃত ইবাদত সম্পর্কে ...)। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসগতভাবে প্রতি দিবা-রাত্রিতে কি পরিমাণ ইবাদত করেন তাহা জানা মর্ম, যাহাতে তাহারাও অনুরূপ করিতে পারেন (মিরকাত)। সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, فلما أخبروا كأنهم تقالوها أى رأى كل منهم انها قليلة (অতঃপর তাঁহারা (নবী সহধর্মিণীগণ) যখন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদতের বিষয়টি) তাহাদেরকে জানাইলেন তখন তাঁহারা (সাহাবীগণ) যেন ইহাকে অল্প মনে করিলেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিলেন ইহা তো সামান্য ইবাদত। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইহাও আছে যে, فقالوا واين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (সাহাবীগণ বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনায় আমাদের স্থান কোথায়? তাঁহার তো পূর্বাপর উত্তমের বিপরীত কৃত সকল কিছু আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়াদিয়াছেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যেই ব্যক্তি তাহার ক্ষমার ব্যাপারে অবগত নহে সে তো অত্যধিক ইবাদত করা প্রয়োজন, যাহাতে ক্ষমা লাভ করিতে পারে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, ইহা জরুরী নহে এবং নিম্নোক্ত কথা দ্বারা ইশারা করিলেন, بانه اشدهم خشية (নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের হইতে অধিক ভয়কারী)। আর হযরত আয়িশা ও মুগীরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের শেষ দিকে افلا اكون عبدا شاكورا (আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না) বলিয়া ইশারা করিয়াছেন।

এই হাদীছে অনেক ফায়দা আছে ইহার একটি হইতেছে আকাবির (ওলি আল্লাহগণ)-এর কর্মের অনুকরণের লক্ষ্যে তাহাদের ইবাদতের অবস্থা পুরুষ লোকদের মাধ্যমে জানিতে অপারগ হইলে তাহাদের স্ত্রীগণের কাছ হইতে জানিয়া নেওয়া জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৬)

لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ (কিন্তু আমি নামায আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر (জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হইতে আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয়কারী এবং মুত্তাকী। অথচ আমি রোযা রাখি আবার ইফতারও করি)। হাফিয ইবন হাজার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা দ্বারা তাহাদের ধারণা "ক্ষমাকৃত মহান ব্যক্তির জন্য অধিক ইবাদত করার প্রয়োজন হয় না"-এর খণ্ডনের দিকে ইশারা করিয়াছেন। ইবাদতের

www.e-ilm.weebly.com

মধ্যে কঠোরতা অবলম্বনকারী এক সময় ক্লান্তি আসা হইতে নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী সর্বদা করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। আর উত্তম আমল উহাই যাহা আমলকারী সদা-সর্বদা করে। -(ঐ)

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে আমার কেহ নহে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, السنة (সুন্নত) দ্বারা الطريقة (পন্থা, রীতি) মর্ম। ইহা দ্বারা فرض (ফরয-এর) বিপরীতে سنة (সুন্নত) নহে। আর الرغبة عن الشئ (কোন বস্তু হইতে ফিরিয়া থাকা) হইতেছে এক বস্তুকে পরিহার করিয়া অন্য বস্তু অবলম্বন করা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে من ترك طريقتي واخذ بطريقة غيرى فليس منى (যেই ব্যক্তি অন্যের তরীকা গ্রহণের মাধ্যমে আমার তরীকা বর্জন করতঃ বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে সে আমার (তরীকা অবলম্বী) নহে। কেননা, সে বিদআত অবলম্বনকারী। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা হইতেছে মহানুভব খাঁটি ইসলাম। সুতরাং রোযা পালনের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ইফতার করিবে, কিয়ামুল লাইলে শক্তি অর্জনের জন্য নিদ্রা যাইবে, কামভাব নিয়ন্ত্রণ, নিজ সত্তার হিফাযত ও বংশ ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে। যেই ব্যক্তি ব্যাখ্যামূলক ওযরের কারণে বিবাহ হইতে বিরত থাকে তাহার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فَلَيْسَ مِنِّي অর্থাৎ فَلَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِي (সে আমার তরীকার কেহ নহে) ইহা দ্বারা দ্বীন ইসলাম বাহির হইয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক নহে। আর যদি বিবাহরীতিকে উপেক্ষা করিয়া বর্জন করে এবং তাহার এই আমলকে শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া আকীদা রাখে তাহা হইলে فَلَيْسَ مِنِّي এর অর্থ হইবে ليس على ملتى (আমার ধর্মমতের কেহ নহে)। কেননা, তাহার এই اعتقاد (বিশ্বাস) কুফরের এক প্রকার। -(ঐ)

(৩২৯৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

(৩২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর অবিবাহিত জীবনযাপনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা নিজেরা অবশ্যই নপুংসক হইয়া যাইতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন)। অর্থাৎ তাহাকে অবিবাহিত থাকার অনুমতি দেন নাই; বরং তাহাকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। -(ঐ)

عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ (উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর ...) হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ) প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারীগণের একজন ছিলেন। তিনি হিজরী ২য় সনে যুল-হিজ্জা মাসে ইনতিকাল করেন। তিনিই জান্নাতুল বাকী'তে দাফনকারীগণের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৬)

التَّبَتُّلَ (অবিবাহিত থাকার)। উলামায়ে ইযাম বলেন, التَّبَتُّلَ হইতেছে মহিলা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একাগ্র থাকার লক্ষ্যে বিবাহ বর্জন করা। মূলতঃ التَّبَتُّلَ অর্থ القطع (কর্তন, ছিন্নকরণ, অতিক্রমণ, হ্রাসকরণ, বন্ধকরণ) ইহা হইতেই আখিরাতের প্রত্যাশী দুইজন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে বলা হয় مريم البتول (কুমারী মরিয়ম) এবং فاطمة البتول (কৌমার্যব্রতী ফাতিমা)। আর ইহা হইতেই

মুসলিম শরীফ -১৩/৮/১

www.e-ilm.weebly.com

صدقة بتلة অর্থাৎ ইহার মালিকের কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, একান্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে দুনইয়ার স্বাদ ও প্রবৃত্তির বাসনা বর্জন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ رد عليه التبتل (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উছমান বিন মাযঊন (রাযিঃ)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন) ইহার অর্থ হইতেছে যে, তাহাকে কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন।

হাদীছ ও কুরআন মজীদের সমন্বয় ঃ আল্লামা তকী উদ্দীন (রহ.) বলেন, التَّبَتُّل শব্দের অর্থ অবিবাহিত থাকা এবং ধর্মপরায়ন হওয়া। এই হাদীছে التَّبَتُّل (কৌমার্যব্রত থাকা, অবিবাহিত থাকা)কে নিষেধ করা হইয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (এবং একাগ্রচিত্তে তাহাতে মগ্ন হউন– সূরা মুয্যাম্মিল ৮)-এর মধ্যে التَّبَتُّل (ধর্ম পরায়ন হওয়া, একাগ্র হওয়া, বিনয়ী হওয়া, আল্লাহ তা'আলার প্রতি একাগ্র হওয়া) -এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হাদীছ শরীফে تَبَتُّل এর যেই অর্থে নিষেধ করা হইয়াছে কুরআন মজীদে সেই অর্থে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং অন্য অর্থে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফ: মু: ৩ঃ৪৩৭)

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা নিজেরা নিজেদের খোজা করিয়া নিতাম)। لَاخْتَصَيْنَا শব্দটি الخصاء (খাসীকরণ, খোজাকরণ) হইতে উদ্ভূত। আর উহা হইতেছে বিদারণের মাধ্যমে অন্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলা। মানুষ ছোট হউক কিংবা বড় হউক, খাসী করা হারাম। আর আদম সন্তান ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্তু খাসী করণের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, কোন প্রকার কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীত জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা নিষিদ্ধ। তবে যদি কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকে যেমন গোশত সুস্বাদু হওয়ার জন্য কিংবা উহাকে ক্ষতি হইতে বাঁচানোর জন্য। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হালাল জন্তু জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার খাসী করা ব্যাপকভাবে হারাম। আর হালাল জীব জানোয়ারকে ছোট অবস্থায় খাসী করা জায়িয বড় হইলে নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলিয়াছেন, ক্ষতি, কষ্ট দূরীভূত করণের উদ্দেশ্যে বড় জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা জায়িয আছে।

আলোচ্য হাদীছে لَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (আর তিনি যদি অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া নিতাম) বাক্যটি হাদীছের বাচনভঙ্গীর বিবেচনায় لتبتلنا (আমরা অবশ্যই অবিবাহিত থাকিতাম) বলা সমীচীন ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত উছমান বিন মাযঊন (রাযিঃ) খাসী হওয়ার প্রস্তাবই দিয়াছিলেন। কিন্তু রাবী ইহাকে تبتل দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। -(ঐ)

(৩২৯৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

(৩২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ ইমরান মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সা'দ (বিন আবূ ওয়াক্কাস রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ হযরত উছমান বিন মাযঊন (রাযিঃ)-এর অবিবাহিত থাকার প্রস্তাব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহাকে যদি অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া নিতাম।

মুসলিম ফর্মা -১৩-৮/২

www.e-ilm.weebly.com

(৩২৯৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاَخْتَصَيْنَا.

(৩২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ) কৌমার্য অবস্থায় থাকার প্রস্তাব করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করেন। তিনি যদি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া ফেলিতাম।

بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মহিলা দেখিয়া কামভাব জাগ্রত হইলে সে যেন তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিয়া নেয়

(৩২৯৭) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْىَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".

(৩২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখিলেন। তখন তিনি নিজ সহধর্মিনী যয়নব (রাযিঃ)-এর কাছে গমন করিলেন। তখন তিনি তাহার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া সাহাবীগণের কাছে আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন। নিশ্চয় (কতক) মহিলা সামনে আসে শয়তানের আকৃতিতে এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে। সুতরাং তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলার উপর (কামভাবের) নযর পড়ে তখন সে যেন নিজ স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা, ইহা তাহার প্রবৃত্তি অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا (তখন তিনি তাহার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন)। অভিধানবিদ বলেন, المعس (জোরে ঘষা) শব্দটি ع বর্ণ ছাড়া পঠনে الدلك (ঘর্ষণ করা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মালিশ করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর المنيئة শব্দটির م বর্ণে যবর, ن বর্ণে যের অতঃপর همزة ممدودة (দীর্ঘ হামযা) অতঃপর ة লিখায় ه দ্বারা পঠিত। ইহা ذبيحة ও كبيرة এর ওযনে ব্যবহৃত। অভিধানবিদ আরও বলেন, চামড়াকে দাবাগতের উদ্দেশ্য কার্য পরিচালনা করার প্রাথমিক অবস্থায় منيئة বলা হয়। আল্লামা কিসায়ী (রহ.) বলেন, চামড়া পাকা করার কাজে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ منيئة বলা হয়। ভাষাবিদ আবূ উবায়দা (রহ.) বলেন, চামড়া পাকা করার প্রাথমিক অবস্থায় منيئة অতঃপর أفيق বলা হয়। أفيق শব্দটির همزه বর্ণে যবর ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার বহুবচন افق ব্যবহৃত হয়। যেমন قفيز এবং قفز শব্দ। অতঃপর সর্বশেষে اديم (পাকা করা চামড়া, চামড়া) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

www.e-ilm.weebly.com

فَقَضَى حَاجَتَهُ (তখন তিনি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন ব্যক্তির নযর কোন মহিলার উপর পতিত হইয়া কামভাবের উদয় হয় তখন সে নিজের স্ত্রীর নিকট আসা এবং সহবাস করা মুস্তাহাব এবং প্রবৃত্তিকে জানাইয়া দিবে যে, উক্ত মহিলার মধ্যে যাহা আছে উহা আমার স্ত্রীর মধ্যেও আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটি সাহাবাগণের তা'লীমের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন তাহাদের জন্য উহা করা সমীচীন এবং তাঁহার কর্মের উপর আমল করা চাই। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সহিত দিবাভাগে সহবাস করার মেধ্য কোন দোষ নাই। স্ত্রী যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন আর তখন স্বামী তাহাকে প্রয়োজন পূরণের জন্য তলব করে তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য তাহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া জরুরী। কেননা, পুরুষের শরীরে কামভাবের উত্তেজনা বিরাজ করিলে উহা পূরণে বিলম্ব করিলে তাহার শরীর, হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির আশংকা আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ (অতঃপর তিনি বাহির হইয়া সাহাবীগণের নিকট আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন ...)। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ইহা বিস্ময়কর অর্থ বিশিষ্ট হাদীছ। কেননা তাঁহার দ্বারা যাহা সংঘটিত হইয়াছে উহা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেহ জানেন না। আর অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলাদের হইতে বিমুগ্ধকর কোন বস্তু নফসের উপর পতিত হইলে উহা পাকড়াযোগ্য নহে; বরং ক্ষমা। আর ইহা দ্বারা তাঁহার পদমর্যাদারও কোন ঘাটতি হয় নাই। ইহা তো জন্মগতভাবে মানবিক চাহিদা। তাহা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের তা'লীমের জন্য তাহা বর্ণনা করিয়া দিলেন। যাহাতে উম্মতগণ এই ধরণের পরিস্থিতিতে অনুরূপ আমল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, শয়তানী গুণ। সুন্দরী মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ার দ্বারা প্রবৃত্তিতে কামভাবের প্রভাব এবং সহবাসের স্বাদের কথা স্মরণ করানোর মাধ্যমে পুরুষদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে যাহা শয়তানী গুণের সাদৃশ্য। কেননা, شهوة (প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, উত্তেজনা, কামভাব) হইতেছে শয়তানের বাহিনী। পক্ষান্তরে عقل (জ্ঞানবুদ্ধি, বোধশক্তি, সুস্থ বিবেক) হইতেছে ফিরিশতার বাহিনী।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত মহিলারা আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে ঘর হইতে বাহির হওয়া সমীচীন নহে। আর পুরুষদের জন্যও তাহাদের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিৎ নহে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ (সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট আসে)। অর্থাৎ তাহার নিজ সহধর্মিনীর সহিত সহবাস করার জন্য আসে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, অনুরূপই يرد (প্রত্যাখ্যান করিবে, রদ করিবে, নিবৃত্তি করিবে, দূর করিবে) শব্দটি ى বর্ণ দ্বারা رد হইতে নিঃসৃত। যাহার অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া, ফিরাইয়া দেওয়া, রদ করা, খন্ডন করা, মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, প্রত্যাখ্যান করা, তাড়াইয়া দেওয়া। 'নিহায়া' গ্রন্থকার (রহ.) রিওয়ায়ত করেন فان ذلك يبرد ما في نفسه (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা শীতল করিয়া দিবে)। অর্থাৎ برد শব্দটি ب বর্ণ দ্বারা পঠিত। তিনি সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তাহাদের কাহারও যদি কামভাব উত্তেজিত হয় তাহা হইলে উক্ত উত্তেজনা শান্ত করার উদ্দেশ্যে নিজ সহধর্মিণীর সহিত সহবাস করিবে। ফলে দৃষ্টির ওয়াসওয়াসা

www.e-ilm.weebly.com

দূরীভূত হইয়া অন্তর স্বস্তি লাভ করিবে। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

(৩২৯৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ.

(৩২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে দেখিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে "তিনি নিজ সহধর্মিণী হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি একটি চামড়া পাকা করার কাজ করিতেছিলেন" এবং এই রিওয়ায়তে "সে শয়তানের আকৃতিতে ফিরিয়া যায়" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩২৯৯) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".

(৩২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলা মুগ্ধ করে এবং উহা তাহার অন্তরকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায় এবং তাহার সহিত সহবাস করে। কেননা, ইহা তাহার মনে যাহা উদয় হইয়াছে উহা দূরীভূত করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيَعْمِدْ الخ শব্দটির م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে, فليقصد الخ (সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায়)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৯)

بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুতআ বিবাহ : ইহা (প্রথমে) বৈধ ছিল, পর রহিত করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, তারপর রহিত করা হয় আর ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে-এর বিবরণ

(৩৩০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

(৩৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হামদানী (রহ.) তিনি ... কায়স (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিতাম

www.e-ilm.weebly.com

এবং আমাদের সহিত স্ত্রীগণ থাকিত না। আমরা আরয করিলাম, আমরা কি নিজেদের খাসী করাইয়া নিব? তখন তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাপড়ের বিনিময়ে মহিলাদেরকে (মুত'আ) বিবাহ করার অনুমোদন দেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সকল সুস্বাদু বস্তু হারাম করিও না, যেইগুলি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না– সূরা মায়িদা ৮৭)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا إِلَى أَجَلٍ (আমাদের সহিত স্ত্রীগণ থাকিত না)। অর্থাৎ আমরা তাহাদের কামনা করি। ইহা দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণাঙ্গ বীরত্ব, পুরুষত্ব, আন্তরিক শক্তি এবং তাঁহাদের রবের উপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৯)

أَلَانَسْتَخْصِى (আমরা কি খাসী হইয়া যাইব)? অর্থাৎ আমরা কি যাহারা খাসী করে তাহাদের ডাকিয়া আনিব না? অর্থাৎ যাহাতে আমরা প্রবৃত্তি কামভাব ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি। -(ঐ)

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন)। ইহা হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা, আদম সন্তানের খাসী হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। ইহা দ্বারা পুরুষত্ব অকেজো, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি পরিবর্তন এবং নিয়ামতের কুফরী হয়। কেননা, কাহাকেও পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নি'য়ামতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইহাকে যখন বিলুপ্ত করা হয় তখন সে মহিলা সাদৃশ্য হইয়া যায়। ফলে সে পূর্ণাঙ্গতার স্থলে অপূর্ণাঙ্গতাকে ইখতিয়ার করলো। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৯)

ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (অতঃপর তিনি পরিধেয় কাপড়ের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্ট কালের জন্য মহিলাদের বিবাহ করার অনুমতি দিলেন)। অর্থাৎ মুত'আ, এই হাদীছে النكاح শব্দটিকে সাধারণভাবে المتعة এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে অন্য হাদীছে التزويج (বিবাহ) এবং النكاح শব্দদ্বয় المتعة এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে– (কানযুল উম্মাল)। অধিকন্তু উলামায়ে ইযাম মুত'আকে نكاح المتعة দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। অথচ সঠিক হইতেছে যে, মুত'আ হইল النكاح الموقت (সময় নির্দিষ্টকৃত বিবাহ)। যেমন আল-বাদাঈ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, فلا يجوز النكاح الموقت وهو نكاح المتعة (কাজেই সময় নির্দিষ্টকৃত বিবাহ তথা উপভোগের বিবাহ জায়িয নাই)।

মুত'আ দুই প্রকার ঃ (এক) التمتع (সম্ভোগ, উপভোগ, উপকার লাভ) শব্দ দ্বারা গঠিত মুত'আ। যেমন কেহ বলিল اعطيك كذا على ان اتمتع منك يوما او شهرا او سنة (তোমার হইতে একদিন, একমাস কিংবা এক বছর সম্ভোগ লাভের বিনিময়ে এতখানি তোমাকে প্রদান করিব)। ইহা সকল আলিমের মতে বাতিল। (দুই) النكاح ও التزويج (বিবাহ) বা উহার স্থলাভিষিক্ত শব্দ দ্বারা গঠিত মুত'আ। যেমন কেহ বলিল اتزوجك عشرة ايام (আমি তোমাকে দশ দিনের জন্য বিবাহ করিলাম)। ইহা আয়িম্মায়ে ছালাছার (জমহুরের) মতে ফাসিদ।

ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, নিকাহ জায়িয এবং উহা স্থায়ীভাবে সংঘটিত হইয়া যাইবে আর শর্ত বাতিল হইবে। হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, যদি তাহারা উভয়ে এই সময় হইতে ঐ সময় পর্যন্ত জীবনযাপনের পরিমাণ উল্লেখ করে তাহা হইলে নিকাহ বাতিল। আর যদি তাহারা উভয়ে এই সময় হইতে বলিয়াছে কিন্তু কোন সময় পর্যন্ত জীবনযাপন করিবে তাহা উল্লেখ না করে তাহা হইলে বিবাহ জায়িয। কেননা, তাহারা যেন চিরকালের জন্য উল্লেখ করিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে সে 'নিকাহ'

www.e-ilm.weebly.com

শব্দ উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহার সহিত একটি ফাসিদ শর্ত করিয়াছে। শর্ত ফাসিদের কারণে নিকাহ বাতিল হয় না। কাজেই শর্ত বাতিল এবং 'নিকাহ' সহীহ্ হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে। -(ঐ)

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخ (অতঃপর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) পাঠ করিলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সকল সুস্বাদু বস্তু হারাম করিও না যেইগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না– সূরা মায়িদা ৮৭) আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'আল-হুদা' গ্রন্থে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হাদীছের শেষে এই আয়াত পাঠ করার কারণ দুইটি বিষয়ের যেকোন একটি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) মুত'আকে যিনি হারাম বলেন, তাহার খন্ডনে পাঠ করেন। কেননা, মুত'আ সুস্বাদু বস্তু না হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে মুবাহ করিতেন না। (দুই) সম্ভবতঃ তিনি আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞের অভিমত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যাহারা ব্যাপকভাবে মুত'আকে মুবাহ বলেন, আর ইহাও এক ধরনের সীমালঙ্ঘন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় নিজের সহিত স্ত্রী বর্তমান না থাকিলে এবং নারীর অত্যধিক প্রয়োজনে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই রীতিসিদ্ধভাবে বিবাহ করিতে সক্ষম এমন মুকীম ব্যক্তির জন্য যে মুত'আর অনুমতি দেয় সেও সীমা অতিক্রমকারী। আর আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর মতে মুত'আ জায়িয। ফলে এই স্থানে এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহা তাহার পক্ষে দলীল। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে তখনও মুত'আ রহিত হওয়ার বিষয়টি পৌঁছে নাই। অতঃপর যখন তাহার কাছে মুত'আ রহিত হওয়ার বিষয়টি পৌঁছে তখন তিনি নিজের মত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১)

(৩৩০১) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هٰذِهِ الآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ.

(৩৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই সনদে রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সামনে এই আয়াত পাঠ করিলেন। কিন্তু তিনি "আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) পাঠ করেন" কথাটি বলেন নাই।

(৩৩০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو.

(৩৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে রাবী (আবুদল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলেন, আমরা যুবক ছিলাম। ফলে আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি নিজেদের খাসী করাইয়া নিব না? আর তিনি "আমরা জিহাদে" কথাটি বলেন নাই।

(৩৩০৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا

مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا . يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ .

(৩৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) হইতে, তাঁহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক (হযরত বিলাল রাযিঃ) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপভোগ তথা মুত'আতুন নিসা (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) করার অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক)। তিনি বিলাল (রাযিঃ) হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে এই ঘটনাটি কতক যুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে সুফয়ান-এর রিওয়ায়তে আছে قالا كنا فى جيش فاتانا رسول رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (তাহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা সৈন্যদলে ছিলাম তখন আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক দূত আগমন করিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১)

(৩৩০৪) وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ .

(৩৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়্যা বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ اتانا رسوله ومناديه (আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত ও তাঁহার ঘোষক আসিলেন) যেমন পূর্ববর্তী রিওয়ায়তে আছে, কিংবা ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে ঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি নিজ মুবারক যবান দ্বারা তাহাদেরকে উহা বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১)

(৩৩০৫) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِى مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ .

(৩৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন, আতা (রহ.) বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে (মক্কা মুকাররমায়) আসিলেন, তখন আমরা তাহার অবস্থানস্থলে তাহার সাক্ষাতে গেলাম। লোকেরা তাহার নিকট বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর তাহারা মুত'আ

www.e-ilm.weebly.com

সম্পর্কে উল্লেখ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ-এর মাধ্যমে) উপভোগ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ (এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ করার দ্বারা) উপভোগ করিয়াছি)। ইহা সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যে, যাহারা আবূ বকর (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ করতঃ) উপভোগ করিয়াছেন তাহাদের কাছে ইহা রহিত হওয়ার খবর পৌঁছে নাই। যেমন পরবর্তীতে আসিতেছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১)

(৩৩০৬) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

(৩৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগে একমুষ্ঠি খেজুর কিংবা আটা-এর বিনিময়ে মুত'আ করিতাম। অবশেষে আমর বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) উহা নিষিদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (অবশেষে আমর বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) উহা (মুত'আ) নিষিদ্ধ করেন)। আবদুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় 'মুসাননিফ' গ্রন্থে আমর বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি এই সনদে বর্ণনা করেন ঃ عن جابر قال قدم عمر بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة وحبلى فسأله فاعترف فذلك حين نهى عنها عمر رض (হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমর বিন হুরায়ছ (রাযিঃ) কূফায় গমন করিয়া তাহার মুক্ত দাসীকে (মুত'আ করিয়া) উপভোগ করেন। ইহাতে সে গর্ভবতী হইয়া পড়িলে তাহাকে নিয়া তিনি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কাছে হাযির হন। অতঃপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা স্বীকার করেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) কঠোরভাবে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়ন করেন)। (আল-ফাতহ বিস্তারিত পরে আসিতেছে) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)।

(৩৩০৭) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

(৩৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর বাকরাবী (রহ.) তিনি ... আবূ নাদরাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল, অতঃপর বলিল, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ও ইবন যুবায়র (রাযিঃ) দুই মুত'আ (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জে তামাত্তু এবং মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে মতানৈক্য করিতেছেন। তখন জাবির (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এতদুভয়ই করিয়াছি। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আমাদেরকে উভয়টি হইতে নিষেধ করেন। ফলে আমরা পুনরায় উহা আর করি নাই।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ (তাঁহারা দুই মুত'আ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিতেছেন)। অর্থাৎ متعة النساء (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) এবং متعة الحج (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জে তামাত্তু করা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)। متعة الحج সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮৫৭ এবং ২৮০৯ নং হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আর متعة النساء (অস্থায়ী বিবাহ) সম্পর্কে অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এতদুভয়ই করিয়াছি)। ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয় নাই। যেমন আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) বলিয়াছেন; বরং শুধু তাঁহার কর্ম কিংবা তাহার সহিত অপর কোন সাহাবীর কর্মের উপরও প্রয়োগ হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, فَعَلْنَا (আমরা করিয়াছি)-এর মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে সকল সাহাবা (রাযিঃ) অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)-এর মধ্যেও ব্যাপকভাবে সকল সাহাবা (রাযিঃ) অন্তর্ভুক্ত হইবে। ফলে ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাদীছের সনদ সহীহ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)। ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন হাযম (রহ.)-এর কথা খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা হযরত জাবির (রাযিঃ)কে متعة النساء (অস্থায়ী বিবাহ) বৈধ বলিয়া মত পোষণকারীগণের মধ্যে গণ্য করেন।

শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্দী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় কঠোরভাবে বাস্তবায়নের পূর্বে মুত'আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। অন্যথায় হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বেশ কয়েকখানা মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

(৩৩০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا.

(৩৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস যুদ্ধের বৎসর তিন রাত্রির জন্য মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ أَوْطَاسٍ (আওতাস যুদ্ধের বৎসর)। ইহা স্পষ্ট যে, আওতাস যুদ্ধের বছর মুত'আ মুবাহ করা হইয়াছিল। বিস্তারিত আলোচনা পরে অসিতেছে। أَوْطَاس (আওতাস) হইতেছে তায়িফের একটি উপত্যকার নাম। ইহা منصرف এবং غير منصرف উভয়ভাবে পঠিত। যাহারা منصرف হিসাবে পাঠ করে اوطاس দ্বারা الوادى والمكان (উপত্যকা ও স্থান) মর্ম গ্রহণ করেন। আর যাহারা غير منصرف পাঠ করে তাহারা اوطاس দ্বারা البقعة (ভূখণ্ড, ভূমি, স্থান, জমি, এলাকা) মর্ম গ্রহণ করেন। তবে তাহারা অধিকাংশই ইহাকে غير منصرف হিসাবে ব্যবহার করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

www.e-ilm.weebly.com

فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا (তিন রাত্রির জন্য মুত'আ মুবাহ করেন)। অর্থাৎ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন রাত্রির জন্য মুত'আ করার রুখসত দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا (অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আমি نهى শব্দটিকে ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তে نها শব্দটি الف দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেন। কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, বরং نهى শব্দটি ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর আলোচ্য সালামা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে الناهى (নিষিদ্ধকারী) হইলেন হযরত উমর (রাযিঃ)। যেমন জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আমরা জবাবে বলিব, ইহা একটি সম্ভাবনা মাত্র। অন্যথায় সাবরা বিন মা'বাদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে মুত'আর অনুমতির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ করার কথাটি প্রমাণিত আছে। নিষিদ্ধ করার পর আর মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কাজেই হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষিদ্ধ করা বিষয়টি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন মাত্র। (বিস্তারিত ৩৩১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

ফায়দা ঃ

মানুষ অভ্যাসের দাস, তাহাদের অভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য হিকমত অবলম্বন জরুরী। উল্লেখ্য যে ইসলাম পূর্ব আরবে মুত'আ-এর প্রচলন ছিল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইসলামের প্রাথমিক সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার রুখসত দিয়াছিলেন। আরব সমাজের দীর্ঘদিনের কুপ্রথাসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে ধীরস্থির ও হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ঠিক সেইভাবে মুত'আ-এর কুপ্রথাও তিনি সময়মত স্তরে স্তরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বর জিহাদের দিন তিনি মুত'আ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তারপর মক্কা বিজয়ের সময়ে আওতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন রাত্রির জন্য উহার অনুমতি দেন এবং এরপর উহা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় উহা কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন। এই কারণে হাদীছে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে যে মহিলার সহিত মুত'আ বিবাহ হযরত উমর (রাযিঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তিনি নিষিদ্ধ করেন বলিয়া রহিয়াছে ইহা দ্বারা মর্ম এই নহে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধকারী; তবে তিনি কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চিরকালের জন্য নিষিদ্ধকৃত বিষয়টি প্রচারক ও কার্যকরকারী মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এই কুপ্রথাটি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহা সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হয় নাই। এই জন্যই হযরত উমর ইহা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তাহা কার্যকর করেন।

(৩৩০৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا".

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাবী'-এর পিতা সাবরা জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও অন্য এক লোক আমির সম্প্রদায়ের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রী। আমরা আমাদের (মুত'আর) প্রস্তাব তাহার কাছে পেশ করিলাম। তখন সে বলিল, আমাকে কি দেওয়া হইবে? আমি বলিলাম, আমার চাদর আর আমার সাথী বলিল, আমার চাদর। উল্লেখ্য যে, আমার সাথীর চাদরটি আমার চাদর হইতে উৎকৃষ্টতর ছিল। তবে আমি ছিলাম যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ। সে যখন আমার সাথীর চাদরের দিকে তাকায় তখন উহা তাহার পছন্দ হয় আবার যখন সে আমার দিকে তাকায় তখন আমাকেই তাহার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়। অতঃপর সে বলিল, তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। ফলে আমি তাহার সহিত তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কাহারও নিকট মুত'আ-এর মাধ্যমে কোন বস্তু (মহিলা) থাকিলে সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ (সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রী)। البكر হইল الفتية من الابل (বাচ্চা উষ্ট্রী) অর্থাৎ الشابة القوية (সবল তরুণী)। আর عَيْطَاءُ শব্দটির ع বর্ণে যবর ى বর্ণে সাকিন ط বর্ণ মাদসহ পঠনে অর্থ هى الطويلة العنق فى اعتدال و حسن قوم (তাই সুষম ও সুন্দর আকৃতির মধ্যে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট হওয়া)। আর العيط শব্দ ع এবং ى বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ طول العنق (লম্বা গ্রীবা)। -(ফ: মু: ৩:৪৪৩)

مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ الَّتِى يَتَمَتَّعُ (মুত'আ-এর মাধ্যমে উপভোগকৃত কোন মহিলা থাকিলে তাহাকে ...)। অর্থাৎ يتمتع بها বাকপদ্ধতির লক্ষণের ভিত্তিতে بها শব্দটি উহ্য করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪৩)

فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا (সে যেন তাহার (মহিলার) পথ ছাড়িয়া দেয় (ত্যাগ করে))। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, شىء শব্দের বিবেচনায় سبيله পুংলিঙ্গেও বর্ণিত হইয়াছে। আর এই স্থানে شىء এর দ্বারা মহিলা মর্ম হওয়ার বিবেচনায় سبيلها স্ত্রীলিঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪৩)

(৩৩১০) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلٰى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هٰذَا خَلَقٌ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هٰذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتّٰى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... রবী' বিন সাবরা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা (সাবরা রাযিঃ) মক্কা বিজয়ের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমরা মক্কা মুকাররমায় ১৫ অর্থাৎ দিন এবং রাত্রি মিলাইয়া ৩০ দিন অবস্থান করি। তখন রাসূলুল্লাহ

www.e-ilm.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তাই আমি এবং আমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বাহির হইলাম। আমি তাহার তুলনায় সুদর্শনের অধিকারী ছিলাম এবং সে প্রায় কুৎসিতই ছিল। আমাদের উভয়ের সহিত একটি করিয়া চাদর ছিল। আমার চাদরটি পুরাতন ছিল এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে কিংবা উচ্চভূমিতে পৌঁছিয়া একটি সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রীর সাদৃশ্য যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। আমরা বলিলাম, আমাদের দুই জনের কাহারও সহিত কি তুমি মুত'আ করিবে? সে বলিল, তোমরা ইহার বিনিময়ে কি দিবে? তখন আমাদের দুইজনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাদর খুলিয়া ধরিলাম। সে দুইজনকে দেখিতে লাগিল। আর আমার সাথীও তাহার মাথা হইতে নিতম্ব পর্যন্ত দেখিতেছিল এবং বলিল, নিশ্চয়ই এই চাদরটি পুরাতন আর আমার চাদরটি নতুন ও তাজা। তখন মেয়েটি বলিল, এই চাদরটি (পুরাতন হইলেও) গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই। কথাটি সে তিনবার কিংবা দুইবার বলিল। অতঃপর আমি তাহার সহিত মুত'আ (বিবাহ) করিলাম। আমি তাহার কাছে হইতে বাহির হইলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (চিরদিনের জন্য) হারাম ঘোষণা করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ (আর সে ছিল প্রায় কুৎসিত)। الدَّمَامَةِ শব্দটির د বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে উহা হইল القبح في الصورة (আকৃতির দিক দিয়া কুৎসিৎ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

فَبُرْدِى خَلَقٌ (আর আমার চাদরটি ছিল পুরাতন)। خَلَقٌ শব্দটির ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ قرب من البالى (ক্ষয়প্রাপ্তের নিকটবর্তী)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

جَدِيدٌ غَضٌّ (নতুন তাজা)। অর্থাৎ طرى (তাজা, টাটকা, সজিব, নরম, কোমল, নতুন)। -(ঐ)

الْعَنَطْنَطَةِ শব্দটির ع বর্ণে যবর, উভয় ن বর্ণে যবর এই দুইটি ط দ্বারা প্রথম ط সাকীনসহ পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) 'মুখতাসারুল আইন' গ্রন্থে বলেন, উহা হইল الطويلة العنق مع حسن قوم (চমৎকার পরিমিত দেহসহ লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট হওয়া) ইহা العيطاء এর অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا (সে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল)। عِطْف শব্দটির ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ جانبها (মেয়েটির দিকে)। আর কেহ বলেন من رأسها الى وركها (মেয়েটির মাথা হইতে নিতম্ব পর্যন্ত)। -(ঐ)

(৩৩১১) وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ.

(৩৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর দারামী (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মক্কায় রওয়ানা হইলাম। অতঃপর তিনি রাবী বিশর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, "মেয়েটি বলিল, ইহা কি ঠিক হইবে? আর এই রিওয়ায়তে ইহাও রহিয়াছে। সে বলিল, নিশ্চয় এই চাদরটি পুরাতন-জরাগ্রস্ত।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ الْفَتْحِ الخ (মক্কা বিজয়ের বছর)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের বছর মুত'আ হারাম করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

www.e-ilm.weebly.com

خَلَقٌ مَحٌّ (পুরাতন-জরাগ্রস্ত)। مَحٌّ শব্দটির م বর্ণে যবর এবং ح বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে উহা হইল البالى (ক্ষয়প্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ, পুরাতন)। ইহা হইতেই مح الكتاب বলা হয়। যখন কিতাব পাঠ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত হইয়া যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

(৩৩১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا".

(৩৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে মহিলাদের সহিত মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যাহার নিকট এই ধরণের মুত'আর মাধ্যমে কোন বস্তু (মহিলা) আছে, সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয় (তাহাকে ত্যাগ করে)। আর তোমরা তাহাদেরকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ উহা (জোরপূর্বক) রাখিয়া দিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (কিন্তু ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন)। একই হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে (মুত'আ সম্পর্কিত) منسوخ (রহিত) এবং ناسخ (রহিতকারী) উভয়টি রহিয়াছে। যেমন কবর যিয়ারত সম্পর্কে একই হাদীছ ناسخ ও منسوخ উভয়টি রহিয়াছে كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها (আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন হইতে (বিদ'আতমুক্তভাবে) কবর যিয়ারত করিতে পার)।

এই হাদীছ শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, نكاح المتعة (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। এই কারণেই অনুচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত হাদীছ انهم كانوا يتمتعون الى عهد ابى بكر وعمر (সাহাবাগণ আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে মুত'আ (বিবাহ) করিয়াছিলেন)-এর তাবীল করা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের কাছে ناسخ (রহিতকারী) হাদীছ পৌঁছে নাই।

সালাফি সালেহীনের মধ্যে মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহার রুখসত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কতক রাফিযা ব্যতীত আর কেহ জায়িয বলেন বলিয়া আমার জানা নাই। রাফিযাদের অভিমত কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের বিপরীত হওয়ার কারণে কোন গুরুত্ব নাই।

রাফিযীদের দলীল ঃ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক প্রদান কর– সূরা নিসা ২৪)। তাহারা এই আয়াত দ্বারা তিনভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। (এক) আয়াতে আল্লাহ তা'আলা استمتاع (উপভোগ করা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন نكاح (বিবাহ)-এর উল্লেখ করেন নাই। আর الاستمتاع এবং التمتع (মুত'আ)-একই। (দুই) আল্লাহ তা'আলা الاجر (ভাড়া) পরিশোধের নির্দেশ দিয়াছেন। ইজারা এবং মুত'আ বস্তুতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ

www.e-ilm.weebly.com

উপভোগের عقدالاجارة (ইজারা চুক্তি)। (তিন) আল্লাহ তা'আলা الاستمتاع (উপভোগ, সম্ভোগ)-এর পর الاجر (ভাড়া, মজুরী) প্রদানের হুকুম দিয়াছেন। আর ইহা ভাড়া চুক্তি ও মুত'আ চুক্তি বা বন্ধনের মধ্যে হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মহর! উহা তো বিবাহের عقد (বন্ধন, চুক্তি)-এর সময় ওয়াজিব এবং প্রথমেই স্বামী হইতে স্ত্রী আদায় করিয়া নিবে। অতঃপর স্ত্রী সম্ভোগ সম্ভব হয়। সুতরাং এই আয়াতে কারীমা দ্বারা عقدالمتعة (মুত'আ বন্ধন) জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহারা নিজের স্বপক্ষে আরও বলেন যে, অধিকন্তু আমাদের উপস্থাপিত আয়াতখানা কিরাআতে উবাই (রহ.) এইভাবে রহিয়াছে : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, নির্ধারিত সময়ের জন্য) ইহা ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কিরাআতও।

'আল-বাদাঈ' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দলীল কুরআন মজীদ, সুন্নত, ইজমা ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (আর যাহারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাহাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে– সূরা মুমিনূন ৫-৬)-এ বিবাহিত স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক جماع (সহবাস) করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নাই। কাজেই মুত'আর মাধ্যমে وطى (সহবাস) করা সম্পূর্ণ হারাম।

'মুত'আ' নিকাহ না হওয়ার দলীল হইতেছে যে, মুত'আর মধ্যে তালাক ছাড়াই মহিলা ঋণমুক্ত হইয়া পৃথক হইয়া যায়। এতদুভয়ের মধ্যে উত্তরাধীকারী বিধান প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, 'মুত'আ' নিকাহ নহে এবং সংশ্লিষ্ট মহিলা তাহার স্ত্রীও নহে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ (অতঃপর কেহ ইহাদের ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা সীমালংঘণকারী হইবে– সূরা মুমিনূন ৭)-এ উপর্যুক্ত দুই শ্রেণী (স্ত্রী ও ক্রীতদাসী)-এর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত কাম-বাসনা পূর্ণ করে তাহাকে সীমালংঘণকারী বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই দুই শ্রেণী (স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসী)-ছাড়া وطى (সহবাস) হারাম। সুতরাং মুত'আর মাধ্যমে কামভাব চরিতার্থ করা হারাম।

সুন্নত তথা হাদীছ শরীফের দলীল ঃ (১) আলোচ্য হাদীছ

(২) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)।

(৩) সাবরা আল-জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ নিষিদ্ধ করেন)।

(৪) আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)

www.e-ilm.weebly.com

(৫) তাহার হইতে আরও বর্ণিত আছে ঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول انى كنت اذنت لكم فى المتعة فان الله قد حرم الى يوم القيامة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকন (হজর) এবং মাকামে (ইবরাহীম)-এর মধ্যস্থলে দাড়ায়মান অবস্থায় ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। যাহা হউক এখন যাহার নিকট এই প্রকারের কোন বস্তু (মহিলা) আছে, সে যেন তাহার হইতে পৃথক হইয়া যায়। আর তোমরা তাহাদের যাহা কিছু দিয়াছ উহা জোরপূর্বক রাখিয়া দিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম করিয়া দিয়াছেন)।

ইজমা দলীল ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে চারি ইমাম-এর মতে মুত'আ চিরকালের জন্য হারাম। এই বিষয়ে সাহাবা, তাবেঈ এবং হাদীছ ও ফিকহের ইমামগণ তথা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরূপায় অবস্থায়ও উম্মতে মুসলিমা মুত'আর উপর আমল করা হইতে বিরত রাহিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখ হইতে মুত'আর অনুমতির হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে। নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ দ্বারা মনসূখ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু ইবন আব্বাস (রাযিঃ) শেষ জীবনে তাহার এই অভিমত প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ঃ 'নিকাহ' শুধু কামশক্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে শরীআতে অনুমোদন করে নাই; বরং ইহার অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা মুত'আর মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে ইহা শরীআতসম্মত নহে।

রাফিযীদের দলীলের জবাব ঃ

রাফিযীদের উপস্থাপিত আয়াত فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে– সূরা নিসা ২৪)-এর জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বলেন, এই আয়াতে বৈধ পন্থায় বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহার প্রাপ্য মহর প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। কেননা, এই আয়াতের প্রথমে এবং শেষ দিকে 'নিকাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আয়াতের প্রথম দিকে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহাদের প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের ছাড়া সকল মহিলার সহিত বিবাহ বৈধ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ (ইহাদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অপরাপর সকল নারী হালাল করা হইয়াছে এই শর্তে যে, তোমরা তাহাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্য নহে। –সূরা নিসা ২৪) অর্থাৎ 'নিকাহ'-এর মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ (আর তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না– সূরা নিসা ২৫)-এ نكاح (বিবাহ)-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে اجارة (ভাড়া প্রদান, ইজারা) কিংবা المتعة (অস্থায়ী বিবাহ)-এর কথা নহে। সুতরাং فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ (অনন্তর (তাহাদের মধ্যে) যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে– সূরা নিসা ২৪)-এর মর্ম استمتاع بالنكاح (নিকাহ-এর মাধ্যমে ভোগ করিবে) হইবে।

আর যে আয়াতে ওয়াজিব বিনিময়কে اجر (মজুরী, বেতন, সম্মানি, ভাড়া, প্রতিদান) বলা হইয়াছে। যেমন (১) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ (অতএব, তাহাদেরকে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাহাদেরকে মহর প্রদান কর– সূরা নিসা ২৫)। এ আয়াতে اجورهن (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা مهورهن (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম।

www.e-ilm.weebly.com

(২) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِي اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ (হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি, যাহাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন– সূরা আহযাব ৫০)। এ আয়াতে اجورهن (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা مهورهن (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম। সুতরাং রাফিযীদের উপস্থাপিত আয়াতেও اجورهن দ্বারা مهورهن মর্ম হইবে।

তাহাদের ৩য় দলীল ঃ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপভোগের পরে اجر (ভাড়া) প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ নিকাহ-এ আকদের সময় মোহরানা ওয়াজিব এবং ইহা স্ত্রী সম্ভোগের পূর্বে পরিশোধযোগ্য। ইহার জবাবে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন যে, কখনও আয়াতে تقديم (পূর্ব) ও تاخير (পর) হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ إِذَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ (তোমরা তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর যখন স্ত্রী সম্ভোগ করার ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহাদের মোহরানা পরিশোধ করিয়া দাও)। অর্থাৎ اذا اردتم الاستمتاع بهن (যখন তোমরা তাহাদের সহিত সহবাসের ইচ্ছা কর)। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়া ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখ– সূরা তালাক ১)-এর মর্ম اذا اردتم تطليق النساء (আপনি যদি স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করেন)।

হ্যাঁ, তাহাদের উপস্থাপিত আয়াত যদি ইজারা এবং মুত'আ মর্ম হয় তাহা হইলে আমাদের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহও মুত'আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

আর তাহারা যে কিরাআতে উবাই নকল করিয়াছে উহা شاذة (বিরল)। পবিত্র কুরআন মজীদে নাই। কাজেই ইহাকে কুরআন মজীদে অন্তর্ভুক্ত করা কাহারও জন্য জায়িয নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সকল রিওয়ায়তে এই বিষয়ে মুত্তাফিক যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ রুখসত ছিল, ইহা বেশী দিন নহে, পরে হারাম হইয়া যায়। আর রাফিযীগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল ইমামগণের মধ্যে ইহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তাহাদের অভিমত ভ্রুক্ষেপযোগ্য নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩-৪৪৪)

(৩৩১৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(৩৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন উমর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই সনদে রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকন এবং দরজার মধ্যেস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি– অতঃপর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৩১৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتّٰى نَهَانَا عَنْهَا.

(৩৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি

মুসলিম শরীফ- ১৩-৬/১

www.e-ilm.weebly.com

তাহার দাদা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ-এর অনুমতি দেন। অতঃপর মক্কা হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই মুত'আ নিষিদ্ধ করেন।

(৩৩১৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ.

(৩৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাবরা বিন মা'বাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তাঁহার সাহাবীগণকে মহিলাদের সহিত মুত'আ করার অনুমতি দেন। রাবী (সাবরা রাযিঃ) বলেন, তখন আমি এবং বনূ সুলায়মের আমার এক সঙ্গী বাহির হইলাম। এমতাবস্থায় বনূ আমির-এর এক যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে যেন পরিমিত দেহে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রী সদৃশ। আমরা তাহার কাছে মুত'আর প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাদরদ্বয় তাহার সামনে পেশ করিলাম। তখন সে তাকাইয়া দেখিল এবং আমাকে আমার সঙ্গীর তুলনায় সুন্দর দেখিল। অপর দিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সাথীর চাদরটি অধিক উত্তম প্রত্যক্ষ করিল। তখন সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। অতঃপর আমার সাথী হইতে আমাকেই প্রাধান্য দিল। তারপর মুত'আকৃত মহিলাটি আমার সহিত তিন রাত্রি ছিল। অতঃপর তাহাদের হইতে পৃথক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন।

(৩৩১৬) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

(৩৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... সাবরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (উপভোগ) বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩১৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

(৩৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাবরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ করা নিষিদ্ধ করেন।

(৩৩১৮) وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

মুসলিম ফর্মা -১৩-৯/২

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... রবী'-এর পিতা সাবরা জুহানী (রাযিঃ) তাহাকে খবর দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের সহিত মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। আর তাহার পিতা (সাবরা রাযিঃ) দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ (আর তাহার পিতা দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তিনি এবং তাহার সাথী দুইজনে দুইটি লাল চাদর মুত'আর বিনিময়ে উক্ত যুবতী মেয়ের সামনে পেশ করিয়াছিলেন, এক জনে নহে। সুতরাং সাবেক হাদীসসমূহের সহিত কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪৫)

(৩৩১৯) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْلاً. قَالَ مَا هِيَ وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ.

(৩৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) জানান যে, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় (খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের অন্তরকে অন্ধ করিয়া দেন যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা মুত'আ বৈধ বলে ফতোয়া দেয়। এই কথা বলিয়া তিনি এক ব্যক্তি (তথা ইবন আব্বাস রাযিঃ)-এর দিকে ইশারা করিলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি একজন কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের কসম! ইমামুল মুত্তাকীন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুত'আ প্রচলিত ছিল। তারপর ইবন যুবায়র (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি নিজে একবার গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি যদি উহা (মুত'আ) করেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার (ব্যভিচারীর) জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়াই আপনাকে রজম করিব।

ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, খালিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি এক ব্যক্তি (ইবন আব্বাস রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মুত'আ সম্পর্কে

www.e-ilm.weebly.com

ফতোয়া চাহিলেন। তিনি তাহাকে মুত'আর পক্ষে ফতোয়া দিলেন। তখন ইবন আবূ আমরা আনসারী (রাযিঃ) তাহাকে (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, চিন্তা করে ফতোয়া দিন। তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলিলেন, কেন? আল্লাহ তা'আলার কসম! ইমামুল মুত্তাকীন (জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ইহা করা হইত। ইবন আবূ আমরা (রাযিঃ) বলিলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই ব্যক্তির জন্য রুখসত ছিল যে ইহার প্রতি মজবুর হয় যেমন (মজবুর হইলে) মৃতজীব, রক্ত ও শুকরের মাংস ভক্ষণের রুখসত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ দ্বীনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিলেন এবং মুত'আ নিষিদ্ধ করিলেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.) আমাকে খবর দিয়াছেন যে, তাহার পিতা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি (ও আমার এক সাথী) দুইটি লাল চাদরের (একটির) বিনিময়ে বনূ আমির-এর এক মহিলার সহিত মুত'আ করিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) আরও বলেন, আমি রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.)কে এই হাদীছ উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তখন আমি তথায় বসা ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ (তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করিলেন)। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে ইশারাকৃত ব্যক্তি হইলেন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণেই আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) স্বীয় খিলাফত যুগে বলিয়াছেন كما اعمى ابصارهم (যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন)। আর ইহা হযরত আলী (রাযিঃ)-এর ওফাতের পরের ঘটনা। তাই বুঝা যায় ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তখনও মুত'আ জায়িয হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) নিজ অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৫)

إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ (নিশ্চয় আপনি একজন কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি)। الجلف শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) প্রমুখ বলেন, الجلف -ই হইল الجافى এই কারণেই বলা যায় যে, একই অর্থের দুই শব্দ তাকীদের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। الجافى অর্থ রূঢ় স্বভাব, কঠোর আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভদ্রতার অভাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৫)

لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়াই আপনাকে রজম করিব) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে রহিতকারী হাদীছ পৌঁছিয়াছিল এবং মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহভাবে জানিতেন। এই কারণে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও যদি আপনি মুত'আ করেন তাহা হইলে ব্যভিচারী হইবেন। ফলে আমি আপনাকে সেই পাথর দিয়া রজম করিব যেই পাথর দিয়া ব্যভিচারীকে রজম করা হয়। -(ঐ)

خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللّٰهِ (খালিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ)। সাইফুল্লাহ হইলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ আল-মাখযুমী (রাযিঃ)। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছিলেন فيه سيف من سيوف الله سله الله على الكفار (তাহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার রহিয়াছে। আল্লাহ পাক উক্ত তলোয়ারকে কোষমুক্ত অবস্থায় কাফিরদের উপর রাখিয়াছেন)। আর এই নামে তিনি প্রসিদ্ধ– فقال له ابن ابى عمرة الانصارى (তখন ইবন আবূ আমরা আনসারী (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন)। অর্থাৎ উক্ত মুফতী তথা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন। যেমন বায়হাকী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৬)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩২০) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ "أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ".

(৩৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... রবী বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন, সতর্কতার সহিত জানিয়া রাখ, আজকের এই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম। যে কেহ মুত'আ বাবদ যাহা দিয়াছে, সে যেন উহা ফেরত না আনে।

(৩৩২১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الإِنْسِيَّة শব্দটি দুইভাবে সংরক্ষিত। (এক) همزه বর্ণে যের ও ن বর্ণে সাকীন দ্বারা পঠিত। (দুই) همزه এবং ن উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) যবর দ্বারা পঠনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং অধিকাংশের রিওয়ায়ত অনুরূপই। গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা হারাম। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য প্রায় সকল ইমামগণের অভিমত। শুধুমাত্র সালাফি-সালিহীনের ছোট একটি দল ইহার ব্যতিক্রম। যেমন হযরত ইবন আব্বাস, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এবং কতক সালাফি সালিহীন হইতে গাধার গোশত আহার করা মুবাহ বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার তাহাদের হইতেই গাধার গোশত হারাম হওয়ার হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে। আর ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি গাধার গোশত আহার করাকে মাকরূহে তাহরিমা বলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪৭)

(৩৩২২) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.

(৩৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয যুবাঈ (রহ.) তিনি ... মালিক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে রাবী বলেন, তিনি আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ)কে জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তুমি একজন সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.e-ilm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (মহিলার সহিত মুত'আ করিতে) নিষেধ করিয়াছেন অতঃপর মালিক (রহ.) সূত্রে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَقُولُ لِفُلَانٍ (জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৭)।

رَجُلٌ تَائِهٌ অর্থাৎ هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم (সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি, দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, تائه শব্দটি ت এবং ى দ্বারা فاعل এর ওযনে التيه (বিপথগামী, দিশেহারা, হতবুদ্ধি) হইতে। আর উহা হইল الحيرة (হতবুদ্ধিতা, হতভম্বতা, বিপথগামীতা)। হযরত আলী (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে এই গুণে গুণান্বিত করিয়া ইশারা করিয়াছেন যে, তিনি ناسخ (রহিতকারী) হাদীছ সম্পর্কে বেখবর হইয়া منسوخ (রহিত) হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। -(ঐ)

(৩৩২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(৩৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(৩৩২৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মহিলাদের সহিত মুত'আ করা সম্পর্কে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, হে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)! চিন্তা করে ফতোয়া দিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(৩৩২৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম-এর বিবরণ

(৩৩২৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".

(৩৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না। আর না কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا (কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না)। এই হাদীছে لَا يُجْمَعُ (একত্র করা যাইবে না) রহিয়াছে। আর পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে لَا تنكح (বিবাহাধীনে করা যাইবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কেননা الشارع (বিধানকর্তা) কর্তৃক খবরের বিপরীত সংঘটিত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। ইবন হিব্বান (রহ.)-এর কতক রিওয়ায়তে আছে : نهى ان تزوج المرأة وعمتها والخالة وقال اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن (কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত (একত্র) বিবাহ করিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি তোমরা তাহাদের সহিত অনুরূপ কর তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর রক্ত সম্পর্কের সম্পর্ক কর্তন করিয়া দিলে)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, উপর্যুক্তভাবে বিবাহাধীনে জমায়েত করা হারাম। আর আমার সহিত যত মুফতীর সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের সকলের অভিমত ইহাই। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৯)

وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (আর না কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সকল আলিমের দলীল যে, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত কিংবা কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত বিবাহাধীনে একত্র করা হারাম। চাই সে হাকীকী ফুফু তথা পিতার বোন এবং হাকীকী খালা তথা মাতার বোন হউক কিংবা مجازية (পরোক্ষ) ফুফু তথা পিতার পিতার বোন বা পিতার দাদার বোন, উপরের দিকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিংবা মাতার মা-এর বোন, মা-এর দাদীর বোন পিতা-মার দিক হইতে উপরের দিকে তাহাদের সকলের মধ্যে বিবাহাধীনে একত্রিত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভাইঝি ফুফু কিংবা বোনঝি খালা এতদুভয়ের উপরের দিকে এমন দুইজন মহিলা যাহাদের একজনকে পুরুষ গণ্য করিলে (মুহাররমাত হওয়ার কারণে) অপর জনের সহিত বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হয় না। অতএব, কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে যেই মহিলা রহিয়াছে তাহার বর্তমানে তাহার ভাইঝি, বোনঝি, ফুফু কিংবা খালাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি এমন দুই মহিলাকে এক আকদের মাধ্যমে বিবাহ করে তাহা হইলে উভয়ের সহিত বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি একজনকে আগে এবং অপর জন পরে বিবাহ করে তাহা হইলে পরের বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৯-৪৫০)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩২৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

(৩৩২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন মহিলাকে পরস্পরের সহিত (বিবাহাধীনে) একত্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন তথা কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত এবং কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত।

(৩৩২৮) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".

(৩৩২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, ভাইঝির উপর তাহার ফুফুকে এবং খালার উপর বোনঝিকে বিবাহ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ (ভাইঝির উপর তাহার ফুফুকে বিবাহ করা যাইবে না)। এতদুভয়ের একজনকে অপর জনের উপর বিবাহ করা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইলেও ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, দুই জনকে একসাথে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং কেহ যদি এতদুভয়কে একটি আকদের মাধ্যমে (এক সাথে) বিবাহ করে তাহা হইলে উভয়ের সহিত তাহার বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি একজন পূর্বে এবং অপর জনকে পরে বিবাহ করে তাহা হইলে পরের বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৩৩২৯) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

(৩৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলা ও তাহার ফুফুকে এবং কোন মহিলা ও তাহার খালাকে (বিবাহাধীনে) একত্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, কাজেই আমরা ধারণা করি যে, তাহার পিতার খালা এবং তাহার পিতার ফুফু (নিষেধাজ্ঞার দিকদিয়া) এই স্থলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا الخ (কাজেই আমরা ধারণা করি যে, তাহার পিতার খালা ...)। نُرَى শব্দটির ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ نظن (আমরা ধারণা করি) আর ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ نعتقد (আমরা বিশ্বাস করি) হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (এই স্থলে)। অর্থাৎ من التحريم (নিষেধাজ্ঞার দিক দিয়া)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৩০) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا".

(৩৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'ন রুকাশী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার উপর বিবাহ করা যাইবে না।

(৩৩৩১) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৩৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করেন।

(৩৩৩২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا".

(৩৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কেহ যেন তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করাকালীন নিজের জন্য দাম না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা তাহার খালার উপর বিবাহ না করে। কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে (এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য তাহার বোনের তালাকের জন্য না বলে; বরং সে বিবাহ করুক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহার (তাকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে উহা প্রাপ্ত হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الخ (কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় ...)। বিবাহের প্রস্তাবের বিষয়ে ইনশাআল্লাহু তা'আলা অচীরেই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে। আর السوم (দরদাম)-এর ব্যাপারে কিতাবুল বুয়ূ-এর ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا (আর কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে (এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য তাহার বোনের তালাকের জন্য না বলে)। কতক রিওয়ায়তে আছে, لا يصلح لامرأة ان تشترط طلاق اختها (কোন মহিলার জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালাকের জন্য শর্ত করা সঠিক নহে)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها (কোন মহিলার জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালাকের জন্য বলা হালাল নহে)।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের অর্থ হইতেছে : কোন আজনবী মহিলা কোন বিবাহিত পুরুষকে এই কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়া আমাকে বিবাহ করুন কিংবা কোন বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য কোন এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবিত মহিলা যেন এই শর্ত না দেয় যে, আপনি আপনার প্রথম স্ত্রী তালাক দিয়া দিন তাহা হইলে রাযী আছি, যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ও

www.e-ilm.weebly.com

জীবিকা লাভ করিতে পারে। ইহাকেই হাদীছ শরীফে تكتفى ما فى صحفتها (তাহার বোনের পাত্রে যাহা আছে তাহাও নিজের পাত্রে ভরে নেওয়ার জন্য) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর اختها (তাহার বোন) দ্বারা সহোদর বোন হউক কিংবা দুধ বোন হউক কিংবা দ্বীনী বোন হউক সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে কাফির মহিলাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যদিও সে দ্বীনী বোন নহে। কেননা সে আদম সন্তান হিসাবে বোন।

আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, এই স্থানে বোন দ্বারা সতীন মর্ম। অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য সমীচীন নহে যে, সে তাহার স্বামীকে নিজ সতীনের তালাকের জন্য বলিবে যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ভোগ করিতে পারে। অবশ্য ولاتسأل المرأة طلاق اختها শব্দে বর্ণিত রিওয়ায়তে অনুরূপ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু الشرط শব্দ দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়তে মর্ম المرأة الاجنبية (আজনবী মহিলা)-ই হইবে। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলিয়াছেন। ইহা তায়ীদ হইতেছে যে, ولتنكح এবং ولتزوج (বরং সে বিবাহ করুক) অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী তোমার বোনের তালাকের শর্ত পরিহার করে তাহাকে বিবাহ করুক। কেননা তোমার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহা তুমি পাইয়া যাইবে এবং তাহার জন্য নির্ধারিত রিযিক সে পাইবে। এই অর্থে বোন দ্বারা দ্বীনী বোন মর্ম হইবে।

আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই নিষেধাজ্ঞাকে মুস্তাহাব মুলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। কোন মহিলা যদি অনুরূপ করে তাহা হইলে তাহার বিবাহ বাতিল হইবে না। এতদসঙ্গে আল্লামা ইবন রাত্তাল (রহ.) এতখানি সংযোজন করিয়া বলেন, نفى الحل (হালাল না হওয়া) দ্বারা স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হয়। তবে ইহার দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে না। কোন মহিলাকে অপরে তালাকের কথা বলা হইতে কঠোরতরভাবে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর তাহার জন্য উচিত আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا (নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য)। تَكْتَفِئَ শব্দটি বাবে افتعال -এর همزه বর্ণ। যখন কোন পাত্র উল্টাইয়া উহার মধ্যে যাহা আছে উহা ফেলিয়া খালি করা হয় তখন كفأت الاناء বলা হয়। অনুরূপ يكفأ শব্দ ى বর্ণে যবর, ك বর্ণে সাকীন ও همزه সহ পঠনে কোন পাত্র পূর্ণ করা হইলে اكفأت الاناء ব্যবহৃত হয়। আর ইহা ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে لتكفى শব্দ প্রথম বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে اكفأت হইতে, أملته (পাত্র পরিপূর্ণকরণ) অর্থেও ব্যবহৃত। আর কেহ বলেন, أكبته (পাত্র অধোমুখী করণ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর الصحفة দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহা স্বামী হইতে (খোরপোষ ইত্যাদি বাবদ) লাভ করে। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নিহায়া' গ্রন্থকার বলেন, الصحفة হইতেছে প্রশস্ত বাটির মত পানপাত্র বা গামলা। তিনি আরও বলেন, ইহা দ্বারা সে অপরের অংশ নিজে নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছে। যেন কোন ব্যক্তি অপরের পাত্র উল্টাইয়া উহাতে যাহা আছে তাহা নিজের পাত্রে ভর্তি করিয়া নিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهَا (কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহার (তাকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে তাহা পাইবেই)। অর্থাৎ সেই মহিলার তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহার বোনের তালাকের কথা বলিয়াছে। কাজেই তাহার আবেদন গৃহীত হউক বা না হউক উভয় অবস্থায় তাহার তকদীরে আল্লাহ তা'আলা যাহা লিখিয়া দিয়াছেন উহার অতিরিক্ত কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫১)

(৩৩৩৩) وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহরিয বিন আওন বিন আবূ আওন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার উপর বিবাহ করিতে এবং কোন মহিলাকে তাহার নিজের পাত্র পরিপূর্ণ (খোরপোষ একককভাবে অর্জন) করার উদ্দেশ্যে তাহার বোনের তালাকের আবেদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তাহার রিযিকদাতা।

(৩৩৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

(৩৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না, ইবন বাশ্শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলা ও তাহার ফুফুকে এবং কোন মহিলা তাহার খালাকে (বিবাহাধীনে) একত্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩৩৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তাহার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ হওয়ার বিবরণ

(৩৩৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ ... فَقَالَ أَبَانٌ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ".

(৩৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) শায়বা বিন জুবায়র (রহ.)-এর কন্যার সহিত নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর পুত্র আবান (রহ.)-এর কাছে তাহাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে হাযির থাকার জন্য লোক পাঠাইলেন। আর তিনি তখন আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। আবান (রহ.) বলিলেন, আমি উছমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না, অপরকেও বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ (মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না)। لَا يَنْكِحُ শব্দটির ى বর্ণে যবর ك বর্ণে যের, দুই সাকীন একত্রিত হওয়ার কারণে ح বর্ণ যের হরকত দ্বারা পঠনে نكح হইতে অধিক সহীহ। অর্থাৎ لا يتزوج لنفسه امرأة (কোন মহিলাকে নিজে বিবাহ করিবে না)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫১)

وَلَا يُنْكَحُ (অন্যকেও বিবাহ করাইবে না)। لَا يُنْكَحُ শব্দটির ى বর্ণে পেশ ك বর্ণে যেরসহ جزم (জযম তথা স্বরধ্বনি বিহীন) দ্বারা পঠিত انكح হইতে। অর্থাৎ لا يزوج الرجل امرأة (কোন মহিলাকে পুরুষের সহিত বিবাহ করাইয়া দিবে না। ولاية (অভিভাবক) হিসাবে হউক কিংবা وكالة (উকিল, প্রতিনিধি) হউক। -(ঐ)

www.e-ilm.weebly.com

وَلَا يَخْطُبُ (এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না)। لَا يَخْطُبُ শব্দটির ط বর্ণে পেশ দ্বারা الخطبة হইতে, الخطبة শব্দটির خ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ لا يطلب امرأة لنكاح (বিবাহের জন্য কোন মহিলা তলব করা যাইবে না।

উপর্যুক্ত তিনটি বাক্যে نفى (না-সূচক) এবং نهى (নিষেধসূচক ক্রিয়া)-এর সীগা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, نهى এর সীগায়ই অধিক সহীহ। কেননা, এই স্থানে نفى ও نهى এর অর্থে ব্যবহৃত; বরং পূর্ণাঙ্গতর। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রথম দুইটি হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা এবং তৃতীয়টি তানযীহীমূলক। কাজেই মুহরিম ব্যক্তি নিজের বিবাহও সহীহ হইবে না এবং অন্যকে বিবাহ করাইয়া দিলে উহাও সহীহ হইবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে উপর্যুক্ত তিনটি নিষেধাজ্ঞাই তানযীহীমূলক। হানাফীগণ বলেন, মুহরিমা তথা ইহরামধারিণী মহিলাকে বিবাহ করা হালাল, যদিও বিবাহকারী মুহরিম হয় কিংবা বিবাহের অভিভাবক ও উকিল মুহরিম হয়। ইহা ইবন মাসঊদ, ইবন আব্বাস, আনাস, মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) এবং তাবেঈগণের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ী, ছাওরী, আতা বিন আবী রিবাহ, হাকাম বিন উতায়বা, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, ইকরামা ও মাসরূক (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে বলেন, জমহুরে তাবেঈ-এর এই অভিমত।

তাহাদের দলীল ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত ৩৩৪২নং হাদীছ। যাহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। (প্রমাণের বিস্তারিত তথায় ইনশাআল্লাহ আলোচিত হইবে)।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সালিম, কাসিম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, লায়ছ, আওযায়ী, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করা জায়িয নাই এবং অন্যকেও বিবাহ করাইয়া দেওয়া জায়িয নাই। যদি কেহ অনুরূপ করে তাহা হইলে বিবাহ হইয়া যাইবে। ইহা উমর, আলী (রাযিঃ)-এর অভিমত। তাহাদের দলীল হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ।

প্রথম পক্ষ এই হাদীছের জবাব দিয়াছেন যে, হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহ.) যঈফ বলিয়াছেন। (শরহুল ইহইয়া, উমদাতুল কারী) আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ (-এর সনদ)কে যঈফ বলিয়াছেন এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ (-এর সনদ)কে সহীহ বলিয়াছেন।

দলীলসমূহের ভিত্তিতে উত্তম হইতেছে যে, উপর্যুক্ত তিনটি কর্মের নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহমূলক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ করা। কেননা, মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারা বিবাহের কাজে ব্যস্ত হইলে একাগ্রতা নষ্ট হইবার প্রবল আশংকা রহিয়াছে। এই কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে মাকরূহ গণ্য করিয়াছেন।

আল্লামা শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, (মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা (ইহরাম অবস্থায়) মুবাশিরে মাকরূহ (অপছন্দনীয় সংস্পর্শ)-এ আবশ্যকীয় নহে। কেননা, তাঁহার সহিত এই অর্থ সম্পৃক্ত করা সহীহ নহে। তিনি ছিলেন ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। অধিকন্তু আমাদের এবং তাঁহার মধ্যে মর্যাদাগত দূরত্বের কারণে শরীআতের হুকুমেও আমাদের এবং তাঁহার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন সাওমে বিসাল তিনি করিয়াছেন এবং আমাদেরকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫১-৪৫২)

(৩৩৩৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ". أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৩৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার (রহ.) নিজ পুত্রের সহিত শায়বা বিন উছমান (রহ.)-এর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে

www.e-ilm.weebly.com

আমাকে আবান বিন উছমান (রহ.)-এর নিকট পাঠাইলেন। তিনি তখন হজ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার তো ধারণা যে, সে বেদুঈন (অজ্ঞ। কেননা, সে জানে না) মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করিতে পারে না, অন্যকেও বিবাহ করাইতে পারে না। আমাদেরকে ইহা হযরত উছমান (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জানাইয়াছেন।

(৩৩৩৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ".

(৩৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ খাত্তাব যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করিবে না, অন্যকে বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

(৩৩৩৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ".

(৩৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... হযরত উছমান (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। তিনি ইরশাদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

(৩৩৪০) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ أَلاَ أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ".

(৩৩৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... নুবাইহ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার (রহ.) হজ্জের মৌসুমে নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর সহিত শায়বা বিন জুবায়র (রহ.)-এর কন্যার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন আবান বিন উছমান (রহ.) আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। ফলে তিনি (উমর) তাহার নিকট এই কথা বলিয়া লোক পাঠাইলেন, আমি তালহা বিন উমর-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। ফলে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। তখন আবান (রহ.) তাহাকে বলিলেন, আমি তো আপনাকে (সুন্নত সম্পর্কে) নির্বোধ ইরাকীর মত ধারণা করিতেছি। (কেননা) আমি নিশ্চয়ই উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করিবে না।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلَا أُرَاكَ عِـرَاقِيًّا جَافِيًـا (আমি তো আপনাকে (সুন্নত সম্পর্কে) অজ্ঞ একজন ইরাকী বলে ধারণা করিতেছি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের শহরের অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ عِـرَاقِيًّا (ইরাকী)ই রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতক নুসখায় عِـرَاقِيًّا আর কতক নুসখায় اعـرابـيا রহিয়াছে। اعـرابـيا-ই সহীহ। অর্থাৎ جاهلا بالسنة (সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ)। اعـرابـى হইতেছে গ্রামের বাসিন্দা (বেদুঈন)। তিনি বলেন, এই স্থলে عراقيا ভুল। তবে ইহা দ্বারা যদি আহলে কুফার মাযহাবের প্রতি ইঙ্গীত তথা "মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা জায়িয আছে" তাহা হইলে عراقيا ঠিক আছে। অর্থাৎ اخـذا بمذهبهـم فى هذا جاهلا بالسنة (সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া এই বিষয়ে তাহাদের মাযহাবের অবলম্বনকারী হইয়াছ)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৫২)

(৩৩৪১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

(৩৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (রহ.) তাহারা ... আবূ শা'ছাআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন, নিশ্চয় নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আমি এই হাদীছ ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমাকে ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ مُحْرِمٌ (আর তিনি মুহরিম অবস্থায় ...)। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে وَهُوَ مُحْرِمٌ বাক্যটি সকল রাবী ঐকমত্যে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাঁহার পক্ষে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ, তহাভী ও বায্যার গ্রন্থে রহিয়াছে : عن عائشة قالت تـزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعض نسائه وهو محرم (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহার কোন এক সহধর্মিণীকে বিবাহ করেন)। ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের বর্ণনাকারী সকলেই ছিকাহ। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা শক্তিশালী প্রমাণিক সাক্ষ্য। আল্লামা মুহায়লী (রহ.) বলেন, তিনি মায়মূনা (রাযিঃ)-এর কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আল্লামা তাবরানী (রহ.) 'আওসাদ' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে তাহার নাম মায়মূনা (রাযিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -(মাজমাউয-যাওয়ায়িদ)

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ 'দারাকুতনী' গ্রন্থে কামিল ইবনুল 'আলা (রহ.) হইতে, তিনি আবূ সালিহ (রহ.) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, تزوج رسول الله صلى الله عـلـيـه وسلم ميمونة وهـو محـرم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, যদিও এই রিওয়ায়তে রাবী কামিল ইবনুল 'আলা (রহ.) যঈফ। কিন্তু ইবন আব্বাস ও আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছদ্বয় দ্বারা এই হাদীছ শক্তিশালী হয়। ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন আবদিল বার (রহ.)-এর কর্তৃক "সাহাবাগণের মধ্যে এককভাবে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।" কথাটি খন্ডন হইয়া যায়।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইবন আবী শায়বা (রহ.) ঈসা বিন ইউনুস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন)। 'তাবকাতে ইবন সা'দ' গ্রন্থে আছে, আমাদেরকে অবহিত করেন আবূ নুয়াইম (রহ.), তিনি জা'ফর বিন বুরকান (রহ.) হইতে, তিনি মায়মূন বিন মিহরান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আতা (রহ.)-এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহরিম ব্যক্তি কি বিবাহ করিতে পারে? তখন আতা (রহ.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা নিকাহ হালাল করার পর আর হারাম করেন নাই। মায়মূন বলেন, তখন আমি তাহার সামনে ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন)কে উল্লেখ করিলাম। মায়মূন বিন মিহরান (রহ.) বলেন, তখন আতা (রহ.) বলিলেন, আমরা এই হাদীছকে মায়মূনা (রাযিঃ) ছাড়া আর কাহারও হইতে প্রাপ্ত হই নাই। আমরা ইহাও শ্রবণ করিয়াছি যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।" ইহা সহীহ সনদ। কাজেই উপর্যুক্ত হাদীছসমূহে স্পষ্টভাবে 'মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ জায়িয হওয়া প্রমাণিত হয়'।

যাহারা মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা নাজায়িয হওয়ার প্রবক্তা তাহারা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীছের ব্যাখ্যা করেন যে, وهو محرم (মুহরিম অবস্থা)-এর অর্থ হইতেছে হারম শরীফে কিংবা শাহরুল হারাম। হারম শরীফে অবস্থানকালে বিবাহ করেন।

আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, যাহারা ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহাকে (মায়মূনা রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন) রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহারা সকলেই আহলে ইলম। আর ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর শিষ্যগণ সাঈদ বিন জুবায়র, আতা বিন আবী রিবাহ, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা ও জাবির বিন যায়দ (রহ.) প্রত্যেকেই ফকীহ ছিলেন। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহ দলীল দেওয়ার যোগ্য। অধিকন্তু তাহাদের হইতে যাহারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন- আমর বিন দীনার, আইয়্যুব সাখতিয়ানী ও আবদুল্লাহ বিন নুজাইহ (রহ.) প্রমুখ তাহারাও হাদীছের ইমাম ছিলেন, যাহাদের রিওয়ায়তসমূহের অনুসরণ করা যায়।

প্রতিপক্ষের জবাব ঃ

মায়মূনা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৩৪২ নং) হাদীছের রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) যঈফ। ইমাম আমর বিন দীনার (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সামনে তাহাকে যঈফ বলিয়াছেন। ইমাম যুহরী (রহ.) তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫২-৪৫৩ সংক্ষিপ্ত)

(৩৩৪২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(৩৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ইহা হানাফীগণের দলীল। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছের সনদকে সহীহ বলিয়াছেন।

(৩৩৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(৩৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, (উম্মুল মুমিনীন) মায়মূনা বিনতুল হারিছ

www.e-ilm.weebly.com

(রাযিঃ) আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি আমার খালা ছিলেন এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এরও খালা ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলীল। তবে ইমাম আমর বিন দীনার (রহ.) এই হাদীছের রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.)কে যঈফ বলিয়াছেন। (বিস্তারিত ৩৩৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তাহার (দ্বীনী) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। তবে যদি সে অনুমতি দেয় কিংবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে-এর বিবরণ

(৩৩৪৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

(৩৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের কেনাকাটার উপর কেনাকাটা করিও না এবং অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পরবর্তী ৩৬৯৪ ও ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ".

(৩৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেহ যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে যদি সে (ক্রেতা-বিক্রেতা ও প্রস্তাবদাতা) অনুমতি দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ পরবর্তী ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৩৪৭) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৩৪৮) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

www.e-ilm.weebly.com

أَوْيَتَنَاجَشُوا أَوْيَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْيَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَاتَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْمَا فِي صَحْفَتِهَا . زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلَايَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .

(৩৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরের লোককে পল্লীর লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিতে, দালালী (তথা ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত মালের দাম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি) করিতে, কোন ব্যক্তিকে তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে কিংবা কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যেন কোন মহিলা তাহার বোনের পাত্রে বা বাটিতে (খোর-পোষের) যাহা আছে তাহা নিজের পাত্রে পরিপূর্ণ করার জন্য তাহার বোনের তালাক দেওয়ার কথা না বলে। আর রাবী আমর (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন। "আর কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করা কালীন নিজের জন্য দাম না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

বিস্তারিত, যথাক্রমে ৩৭০৭, ৩৬৯৮, ৩৬৯৫, ৩৩৩২ এবং ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৯) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَاتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَايَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَاتَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا" .

(৩৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা দালালী করিও না। কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হইয়া পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কোন মহিলা যেন অপর মহিলার পাত্রে যাহা আছে নিজের পাত্রে ভরে নেওয়ার জন্য অপর মহিলার তালাকের আবেদন না করে।

(৩৩৫০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ "وَلَايَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ" .

(৩৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে "কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে দরদাম করার উপর দিয়া মূল্য বাড়াইয়া না বলে।"

(৩৩৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَايَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلٰى خِطْبَتِهِ" .

(৩৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

মুসলিম ফর্মা -১৩-১৩/১

www.e-ilm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান যেন তাহার অপর ভাইয়ের দরদাম করাকালীন নিজের জন্য দর দাম না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৫২) وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا "عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ".

(৩৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন– তবে তাহারা বলেন, 'তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর' এবং 'তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর'।

(৩৩৫৩) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ".

(৩৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি উকবা বিন আমির (রাযিঃ)কে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুমিন মুমিনের ভাই। কাজেই কোন মুমিনের জন্য তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দাম করা হালাল নহে। আর কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না। যতক্ষণ না সে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ
পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিগার বিবাহ হারাম ও উহা বাতিল হওয়ার বিবরণ

(৩৩৫৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

(৩৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শিগার বিবাহ হইতেছে কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এতদুভয়ের মধ্যে মোহর দেওয়া হইবে না।

মুসলিম ফর্মা -১০-১০/২

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ (শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন)। উলামায়ে ইযাম বলেন, الشِّغَارُ শব্দটি ش বর্ণে যের غ দ্বারা পঠনে অভিধানে ইহার মূল الرفع (উত্তোলন করা)। কুকুর পেশাব করার জন্য যখন পা উত্তোলন করে তখন شغر الكلب বলা হয়। যেন বলা হইল لاترفع رجل بنتى حتى ارفع رجل بنتك (তোমার মেয়ে পা উত্তোলন না করা পর্যন্ত আমার মেয়ে পা উত্তোলন করিবে না)। আর কেহ বলেন, সহবাসের সময় যখন স্ত্রী পা উত্তোলন করে তখন شغرت المرأة বলা হয়। আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, এতদুভয়ের প্রত্যেকই সহবাসের সময় পা উত্তোলন করে। শিগার ছিল জাহিলিয়্যাত যুগের বিবাহ। উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে কি না এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে শিগার বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ উবায়দ (রহ.)-এরও অভিমত। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, সহবাসের পূর্বে হউক কিংবা পরে উভয় অবস্থায় শিগার বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার অপর এক অভিমত অনুযায়ী সহবাসের পূর্বে পর্যন্ত বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি সহবাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে বিবাহ নষ্ট হইবে না (যথার্থ মোহর ওয়াজিব হইবে)। আর এক জামাআত আলিমের মতে বিবাহ সহীহ হইয়া যাইবে এবং مهر المثل (সদৃশ মোহরানা) ওয়াজিব হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব। আর ইহা আতা, যুহরী, লায়ছ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাওর ও ইবন জারীর (রহ.) প্রমুখের অভিমত। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৫৪)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, এই প্রকারের আকদের হুকুম আমাদের হানাফীগণের মতে সহীহ। কিন্তু নামকরণ (শিগার তথা মোহরবিহীন বিবাহ) বাতিল। ইহাতে مهر المثل (সদৃশ মোহর) ওয়াজিব হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নকল এবং আকল উভয় দলীলের ভিত্তিতে এই ধরণের আকদ বাতিল। নকলী দলীল, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর নিষেধাজ্ঞার চাহিদা হইতেছে যে, নিষিদ্ধকৃত বস্তু বাতিল হওয়া। এই আকদ বাতিল হওয়ায় সর্বসম্মত মতে মালিকানাত্বের ফায়দা দিবে না।

অন্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لاشغار فى الاسلام (ইসলামে শিগার নাই)। এই نفى (নিষেধ) দ্বারা শরীয়তে ইহার অস্তিত্ব বিলীন করা হইয়াছে। আর আকল তথা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল : ইহা প্রত্যেকের যৌনাঙ্গকে মোহর গণ্য করা হইয়াছে যাহা মোহরযোগ্য নহে।

হানাফীগণের জবাব হইতেছে যে, মোহর উল্লেখ না করার কারণে শিগার নামকরণ করা হইয়াছে এবং যৌনাঙ্গকে মোহর করা হইয়াছে, যাহা মোহরযোগ্য নহে। কাজেই নামকরণ বাতিল হইয়া আকদ সহীহ হইবে এবং মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। যেমন শরাব কিংবা শুকর যদি কেহ মোহরানা নির্ধারণ করিয়া আকদ করে তবে আকদ সহীহ হইবে এবং মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। -(বিস্তারিত ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫৯-৪৬০ দ্রষ্টব্য)

عَلٰى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ (এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে)। এই স্থানে شغار -এর ব্যাখ্যার উদাহরণে بنت (কন্যা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। আর পরবর্তী (৩৩৫৮নং) রিওয়ায়তে بنت (কন্যা) এবং اخت (বোন)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে কন্যাগণ ব্যতীতও বোন, ভাইঝি, বোনঝি প্রমুখ সকলেই কন্যাগণের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫৯, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৫৫)

(৩৩৫৫) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেন, আমি নাফি' (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শিগার কি?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شِغَارُ এর ব্যাখ্যা ৩৩৫৪নং রিওয়ায়তে আছে। উহাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তাহা ছাড়া বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্ন ভাষায় ইহার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, শিগার বিবাহের সুস্পষ্ট পদ্ধতি এইরূপ যে, কেহ বলিল, زوجتك بنتى على ان تزوجنى بنتك وبضع كل واحدة صداق للاخرى فيقول قبلت (কোন ব্যক্তি বলিল, আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট এই শর্তে বিবাহ দিতেছি যে, তুমি তোমার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিবে। আর প্রত্যেকের যৌনাঙ্গ একে অপরের মোহরানা হইবে, তখন সে বলিল কবূল করিলাম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৫৫)

বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির বিবাহে মহিলাদের প্রতি অত্যধিক যুলুম করা হইত। তাহারা প্রাপ্য মোহরানা হইতে বঞ্চিত হইত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(৩৩৫৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ.

(৩৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩৫৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".

(৩৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামে শিগার বিবাহ নাই।

(৩৩৫৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

(৩৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে : "শিগার হইতেছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এইরূপ বলিল যে, তোমার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব কিংবা তোমার বোনকে আমার নিকট বিবাহ দাও আমিও আমার বোনকে তোমার কাছে বিবাহ দিব।"

(৩৩৫৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সূত্রে রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশখানি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৩৬০) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ .

(৩৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণকরণ-এর বিবরণ

(৩৩৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ "الشُّرُوطِ".

(৩৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যাহা অবশ্যই পূরণ করা বাঞ্ছনীয় তাহা হইতেছে সেই শর্ত যাহার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ। হাদীছের এই শব্দ রাবী আবূ বকর ও ইবন মুছান্না (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত, তবে রাবী ইবন মুছান্না (রহ.) (الشرط -এর স্থলে) الشروط (শর্তসমূহ) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (যাহার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ)। অর্থাৎ মানুষ স্বীয় মুআমালায় যেই সকল শর্ত করিয়া থাকে উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ যাহা অবশ্যই পূরণযোগ্য তাহা হইতেছে বিবাহের শর্তসমূহ। কেননা, ইহার ব্যাপারটি অধিক ঘেরাওকৃত ও সঙ্কীর্ণতর। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে শর্তাবলী দ্বারা মোহরানা মর্ম। কেননা, ইহা যৌনাঙ্গের মুকাবালায় শর্তায়িত। আর কেহ বলেন, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী যাহা হকদার হইয়াছে তাহা সবই মর্ম। যেমন মোহরানা, খোরপোষ, ভদ্রোচিত জীবন যাপন ইত্যাদি। কেননা, স্বামী আকদের সময় এইগুলি নিজের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া নেওয়ার কারণে যেন শর্তাবলী মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। আর কেহ বলেন, মহিলাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বামী যেইসব শর্ত উল্লেখ করিয়াছে সবকিছু মর্ম, যদি উহা (শরীআতে) নিষিদ্ধ কিছু না হইয়া থাকে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে ইহা এমন শর্তাবলীর উপর প্রয়োগ হইবে যাহা দ্বারা নিকাহ্-এর উদ্দেশ্য সফল হয়। যেমন ভদ্রোচিত জীবন যাপন, খোরপোষ, পরিধেয় কাপড় ও বাসস্থান ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন করিবে। আর স্ত্রীর জন্য-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইবে না। নফল

www.e-ilm.weebly.com

রোযা রাখিবে না, স্বামীর ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহার সম্মতি ব্যতীত সম্পদ খরচ করিবে না প্রভৃতি। আর যেই সকল শর্ত নিকাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যেমন স্ত্রীদের প্রতি সমবন্টন না করা, ভদ্রোচিত জীবন-যাপন না করা, খোরপোষ যথাচিতভাবে না দেওয়া এবং তাহাদের নিয়া সফর না করা প্রভৃতি শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব নহে; বরং ইহা অকেজো শর্ত যাহা বাতিল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل (যেই শর্ত আল্লাহর কিতাবে নাই উহা বাতিল)। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৪৬১, শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৫৫)

بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতির জন্য মৌখিক অনুমতি এবং কুমারীর জন্য নীরবতাই সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হইবে

(৩৩৬২) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ "أَنْ تَسْكُتَ".

(৩৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন মায়সারা আল-কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না আর না কুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহারা (সাহাবায়ে কিরাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুমারীর সম্মতি কিভাবে নেওয়া যাইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সে নীরব থাকিলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ الخ (বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)। لَا تُنْكَحُ শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর صيغة (শব্দরূপ)। আর الأَيِّمُ শব্দটি ى বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত امرأة لا زوج لها (এমন মহিলা যাহার স্বামী নাই, বিধবা) আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, الأَيِّمُ হইতেছে সেই অকুমারী তথা বিধবা মহিলা যাহার স্বামী মৃত্যু কিংবা তালাকের মাধ্যমে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কেননা, হাদীছ শরীফে الأَيِّمُ কে البكر (কুমারী)-এর মুকাবালায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই الأَيِّمُ (বিধবা) শব্দের اصل (উৎস)। যেমন আরবীগণের কথা الغزو مأيمة অর্থাৎ يقتل الرجال فتصير النساء ايامى (পুরুষদের হত্যার দ্বারা মহিলারা বিধবা হইয়া যায়)। আর কখনও الأَيِّمُ শব্দটি কোনভাবেই যাহার স্বামী নাই এমন মহিলার উপর প্রয়োগ হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) ইবরাহীম আল হারবী ও ইসমাঈল আল-কাযী (রহ.) প্রমুখ হইতে নকল করেন যে, الأَيِّمُ শব্দটি প্রত্যেক সেই মহিলার উপর প্রয়োগ হয় যাহার স্বামী নাই চাই সে ছোট হউক কিংবা বড়, কুমারী হউক কিংবা অকুমারী হউক। আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) উভয় অভিমতই আহলে লুগাত হইতে নকল করিয়াছেন। আর আলোচ্য হাদীছ ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে আওযায়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে لا تنكح الثيب الخ (অকুমারীকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই হাদীছে الأَيِّمُ শব্দটিকে البكر (কুমারী) ও الثيب (অকুমারী) উভয় শ্রেণীর বালিগা মেয়ের উপর প্রয়োগ করা আমাদের মতে প্রাধান্য। কেননা, নাবালিগা শিশুদের অনুমতির কোন অর্থ নাই। তাহার নীরবতা ও অনীরবতা সমান।

'আল মাওয়াহিবুল লতীফা' গ্রন্থে আছে, 'বাহর' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا تنكح الثيب حتى تستأذن (অকুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)-এর মধ্যে الثيب

www.e-ilm.weebly.com

(অকুমারী) দ্বারা البالغة (প্রাপ্ত বয়স্কা) মর্ম। অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের অনুমতি গৃহীত নহে এবং তাহার সম্মতির ক্ষেত্রে শর্তও করা যায় না। (আল-মি'রাজ গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৬১-৪৬২)

وَلاَتُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ (কুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী, ইবন আবী লায়লা, আহমদ, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে বিবাহে কুমারীর সম্মতি নেওয়া জরুরী। কেননা, ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে যদি অলি পিতা কিংবা দাদা হয় তাহা হইলে সম্মতি নেওয়া মুস্তাহাব। যদি সম্মতি ব্যতীত নিকাহ্ দিয়া দেয় তাহা হইলেও নিকাহ্ সহীহ্ হইবে। কেননা, তাহার প্রতি পিতা ও দাদার পূর্ণাঙ্গ করুণা রহিয়াছে। তাহার অকল্যাণ কখনও চাহিবে না। তাহাদের ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের জন্য তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ্ দেওয়া বৈধ নহে।

ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, প্রত্যেক কুমারী বালিগা মেয়ের সম্মতি নেওয়া ওয়াজিব। আর তাহার সম্মতি হইতেছে তাহার নীরবতা। আর অকুমারীর জন্য মৌখিক সম্মতি দেওয়া জরুরী। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৪৫৫)

(৩৩৬৩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(৩৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবরাহীম বিন মূসা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রহ.) সকলেই ... ইয়াহইয়া বিন কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী হিশাম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। রাবী হিশাম, শায়বান ও মুআবিয়া বিন সাল্লাম (রহ.) সকলের বর্ণিত এই হাদীছ শব্দ অভিন্ন ও এক।

(৩৩৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ".

(৩৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কুমারী মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ্ দেয়, তাহার নিকট হইতে অনুমতি নিতে হইবে কি না? তখন তিনি তাহার প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তাহার অনুমতি নিতে হইবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম সে তো

www.e-ilm.weebly.com

লজ্জাবোধ করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে যখন নীরবতা অবলম্বন করিবে তখন ইহাই তাহার সম্মতি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا (সেই কুমারী মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ দিয়াছে)। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছখানা রাবী লায়ছ (রহ.) সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, উহাতে আছে : انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحيى (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুমারী তো লজ্জায় পতিত হইবে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বর্ণিত আলোচ্য রিওয়ায়তে الجارية (মেয়ে) দ্বারা البكر (কুমারী, অবিবাহিতা নারী) মর্ম। الثيب (অকুমারী, বিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা) মর্ম নহে। -(ফতঃ মুলঃ ৩ঃ৪৬২)

إِذَا هِيَ سَكَتَتْ (যখন সে নীরবতা অবলম্বন করিবে)। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে সে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব খন্ডন করা হইতে বিরত থাকাই তাহার সম্মতি, বিদ্রূপ ছাড়া হাসি দেওয়া, মুচকি হাসি দেওয়া কিংবা স্বরবিহীন কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এই সকলই তাহার সম্মতি। তবে যদি সশব্দে কান্না করে তাহা হইলে সম্মতি কিংবা অসম্মতি কিছুই বিবেচিত হইবে না। হ্যাঁ, পরে যদি সে রাযী হয় তবে আকদ করানো যাইবে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় যে, কুমারী মেয়ে যদি প্রকাশ্যে নিষেধ করে তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া জায়িয নাই আর যদি প্রকাশ্যে অনুমতি দেয় তাহা হইলে উত্তমভাবে বিবাহ দেওয়া জায়িয। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৬৩)

(৩৩৬৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا". قَالَ نَعَمْ.

(৩৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, কুতায়বা বিন মানসূর (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। আর কুমারীকে তাহার হইতে তাহার (বিবাহের) ব্যাপারে সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি। মলিক (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صُمَاتُهَا (তাহার নীরব থাকাই ...)। صُمَاتُهَا শব্দটির ص বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ سكوتها (তাহার নীরব থাকা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭২)

(৩৩৬৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

(৩৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর অনুমতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার অনুমতি।

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৬৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا". وَرُبَّمَا قَالَ "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".

(৩৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই সনদে আছে তিনি ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। কুমারীর পিতাকে কুমারীর (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি। আর কখনও বলিয়াছেন, তাহার নীরব থাকাই তাহার স্বীকারোক্তি।

بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা নাবালিকা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে

(৩৩৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ هَهْ هَهْ. حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

(৩৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন আর আমাকে নিয়া তিনি বাসর ঘরে যান যখন আমার বয়স নয় বছর। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমরা হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিবার পর আমি একমাস যাবত জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম এবং (জ্বরের কারণে) আমার মাথার চুল (পড়িয়া) কাঁধ বরাবর হইয়া যায়। তখন (আমার মা) উম্মু রূমান (রাযিঃ) আমার কাছে আগমন করিলেন, আমি তখন দোলনায় ছিলাম এবং আমার খেলার সাথীরাও আমার সহিত ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন, আমি তাহার কাছে গেলাম। আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাকে নিয়া কি করিবেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া দরজার কাছে নিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন। আমি তখন (শ্বাসের চাপে) হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলাম। এমনকি আমার অস্থিরতা দূর হইয়া গেল। অতঃপর তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেলেন। সেই স্থানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করিলেন। পরিশেষে আমার মা আমাকে তাহাদের কাছে সোপর্দ করিয়া গেলেন। তাহারা আমার মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করিলেন। কোন কিছুতেই আমার আর ভয় হয় নাই। চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং তাহারা আমাকে তাঁহার কাছে সোপর্দ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (আমি আমার কিতাবে আবূ উসামা (রহ.) হইতে পাইয়াছি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে انه وجده في كتابه (তিনি তাহার কিতাবে পাইয়াছেন)। তিনি তাহার হইতে শ্রবণের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই ধরণের রিওয়ায়ত করা সহীহ মতে জায়িয আছে। -(ফ: মু: ৩:৪৭২)

لِسِتِّ سِنِينَ (ছয় বছর বয়সে)। ইসমাঈলী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে হিশাম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (উরওয়া রহ.) হইতে, তিনি ওলীদ-এর কাছে লিখিয়া পাঠান যে, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযিঃ) কখন ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা ইনতিকাল করেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে তাহার ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান। তখন তাহার বয়স ছিল নয় বছর। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ম সনের শাওয়াল মাসে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পিতা নিজ নাবালিকা কন্যাকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়িয। কেননা, নাবালিকা সম্মতি দেওয়ার যোগ্য নহে। শাফেয়ীগণের মতে দাদা পিতার অনুরূপ।

আল্লামা আল-মাখলাব (রহ.) বলেন, সকলের ঐকমত্যে পিতার জন্য তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া জায়িয। যদিও সহবাসের উপযোগী নহে। আল্লামা ইবন হুযম (রহ.) ইবন শুবরুম্মা (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তাহার মতে পিতাও তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে সে সাবালিকা ও সম্মতি প্রকাশের যোগ্যতার পূর্বে বিবাহ দিতে পারিবে না। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছয় বছর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বিবাহকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন।

'আত-তালীহ' গ্রন্থকার বলেন, ইবন শুবরুম্মা (রহ.) ব্যতীত আর কেহ অনুরূপ মত পোষণকারী নাই। কাজেই তাহার অভিমতটি বিরল এবং ইহা কুরআন, সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে ভ্রুক্ষেপ করা যায় না। হাসান বসরী ও নাখয়ী (রহ.) বলেন, পিতার জন্য তাহার সাবালিকা কিংবা নাবালিকা, কুমারী কিংবা অকুমারী কন্যাকে সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়িয আছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, ওলী তথা অভিভাবক বিবাহ দিলে নাবালক ও নাবালিকার বিবাহ জায়িয হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَّالّٰىِٕيْ لَمْ يَحِضْنَ (আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে– সূরা তালাক ৪) ইহা দ্বারা নাবালিকার বিবাহ প্রমাণিত হয়। কাজেই ইহা দ্বারা ইবন শুবরুমা (রহ.)-এর অভিমত খন্ডন হইয়া যায়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রহ.) নিজ কন্যা আয়িশা (রাযিঃ)কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ দিয়াছেন। ইহা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর যুবায়র (রাযিঃ)-এর কন্যাকে জন্মের দিন কুদামা বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। অথচ সাহাবীগণ নস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকাহর হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খাস করেন নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আরও বলেন, মুসলমানগণের ঐকমত্যে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা পিতা নিজ নাবালিকা কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া জায়িয। আর যখন সে সাবালিকা হইবে তখন তাহার জন্য এই বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার নাই। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও হিজাযের ফকীহগণের মত। ইরাকী ফকীহগণ বলেন, সাবালিকা হওয়ার পর তাহার জন্য এখতিয়ার আছে।

www.e-ilm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও ছাওরী প্রমুখের মতে পিতা কিংবা দাদা ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের জন্য নাবালিকা কন্যা বিবাহ দেওয়া জায়িয নাই।

ইমাম আবূ হানিফা, আওযায়ী ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে সকল প্রকার অভিভাবকের জন্য নাবালিকা বিবাহ দেওয়া জায়িয। আর সে সাবালিকা হওয়ার পর তাহার এখতিয়ার থাকিবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, তাহার কোন এখতিয়ার থাকিবে না। -(মিরকাত)

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নাবালক ও নাবালিকা যদিও সে অকুমারী হউক পিতা কিংবা দাদা কর্তৃক নিকাহ দিলে উহা অত্যাবশ্যকভাবে সংঘটিত হইয়া যাইবে (অর্থাৎ তাহার সম্মতির উপর নির্ভরশীল থাকিবে না আর না তাহার জন্য এখতিয়ার থাকিবে)। যদিও মোহরানা নির্ধারণে নাবালিকার ক্ষেত্রে অত্যধিক কম এবং নাবালকের ক্ষেত্রে অত্যধিক বেশী হওয়ার কারণে প্রবঞ্চনার শিকার হয় কিংবা সমকক্ষবিহীন হয়। কেননা, তাহারা তাহাদের অকল্যাণ চাহিবে না। যদি চায় তাহা হইলে নিকাহ সহীহ হইবে না। আর যদি পিতা কিংবা দাদা ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক কুফূ তথা সমকক্ষ কিংবা মোহরানা নির্ধারণে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া তাহাদের নিকাহ দেয় তাহা হইলে এই নিকাহ সহীহ হইবে না। তবে যদি কুফূ তথা সমকক্ষ হয় তাহা হইলে মোহরে মিছিল-এর মাধ্যমে বিবাহ সহীহ হইবে। তবে এতদুভয় তথা নাবালিগ ও নাবালিকার জন্য সাবালিক হইবার পর কিংবা নিকাহ সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হইবার পর বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার থাকিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭২-৪৭৩)

وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (তখন আমার বয়স নয় বছর)। স্বামী স্ত্রীর শারিরীক শক্তি সামর্থ্য বিভিন্নতা হওয়ার কারণে মহিলাকে কত বছর বয়সে স্বামী বাসর ঘরে দেওয়া চাই এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। এক জামাআত আলিম যেমন আহমদ ও আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের আলোকে স্ত্রীলোকের নয় বছর বয়সে স্বামীর বাসর ঘরে দেওয়া যাইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, নয় বছরের উপর আমল করা যাইতে পারে কিন্তু আমরা বলি যে, যদি নয় বছরে পৌঁছে কিন্তু সহবাসের উপর ক্ষমতা না হয় তবে তাহাকে বাসর ঘরে যাওয়া নিষেধ। আর যদি নয় বছর পৌঁছে নাই কিন্তু স্বামীর সহিত সহবাসে ক্ষমতাবান হয় তাহা হইলে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করা নিষেধ নাই। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নাবালিকা সহবাসে যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত খোরপোষ পাইবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সাবালিকা হওয়ার কাছাকাছি সময়ে যদি সে শারীরিকভাবে সহবাস বহন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিবে। অন্যথায় তাহার সহিত সহবাস করা নিষেধ, যতদিন পর্যন্ত না সে সহবাসে সক্ষম হয়। (উমদাতুল কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

فَوُعِكْتُ শব্দটি مجهول এর সীগা। অর্থাৎ حميت من الوعك জ্বরে রোগাক্রান্ত ছিলাম هى الحمى অর্থাৎ (উহা জ্বর)। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে فَوُعِكْتُ (আমি জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম)-এর পর فتمزق شعرى (ফলে আমার চুল খন্ড-বিখন্ড হইয়া যায়)। فتمزق শব্দটির ز বর্ণে পঠিত অর্থাৎ تقطع (টুকরা টুকরা হওয়া, খন্ড-বিখন্ড হওয়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

فَوَفَى شَعْرِى (আমার চুল পড়িয়া গিয়া ....) অর্থাৎ وفى (বেশী হওয়া, অনেক হওয়া)। এই বাক্যে উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে ثم نصلت من الوعك فترى شعرى فكثر (রোগাক্রান্ত অবস্থায় আমার চুলগুলি ফ্যাকাশে হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে বেশী হইয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

جُمَيْمَةً (কাঁধদ্বয় বরাবর) جميمة (ছোট কেশ গুচ্ছ)টি الجمة এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক বিশেষ্য)। الجمة শব্দটির م বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে অর্থ যাহার মাথার চুল পড়িয়া কাধদ্বয় পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আর যদি মাথার চুল কানদ্বয়ের লতি পর্যন্ত হয় তাহা হইলে وفرة বলে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মাথার চুল পড়ার পর এই সীমা পর্যন্ত রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

www.e-ilm.weebly.com

فَأَتَتْنِى أُمُّ رُومَانَ (তখন উম্মু রূমান (রাযিঃ) আমার কাছে আগমন করিলেন)। ইহা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর মা-এর কুনিয়্যাত। তাহার নাম যয়নব বিনত আমির (রাযিঃ) (আল্লামা যাহবী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন)। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কবরে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ইসতিগফারের দু'আ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ (আর আমি তখন দোলনার উপর ছিলাম)। أُرْجُوحَةٍ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ ঢেঁকিকল, দোলনা)। ইহা একটি লম্বা তক্তা, যাহাতে আরোহণ করিয়া ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা-তামাশা করে। তক্তাটির মধ্যস্থল ছোট উঁচু খুটিতে স্থাপন করে এবং শিশুরা দুই পাশে বসিয়া দোল খায়। ফলে একদিক উঁচু হইলে অপর দিক নীচু হয়। (নওয়াভী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

فَقُلْتُ هَهْ هَهْ (আমি তখন হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলাম)। هَهْ শব্দের দ্বিতীয় ه বর্ণে সাকিনসহ পঠত। ইহাকে هاء السكت (বাকরুদ্ধ, নিশ্চুপ করানো হাহ) বলে। আর ইহা এমন একটি বাক্য যাহা مبهور (দম ফুরাইয়া গিয়াছে এমন) ব্যক্তি বলিয়া থাকে। অর্থাৎ ঢেঁকিকল তথা দোলনায় খেলায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা থাকায় দম ফুরাইয়া যাওয়ায় হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলেন। অবশেষে স্থিরতা প্রত্যাবর্তন করে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩-৪৭৪)

حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِى (এমনকি আমার অস্থিরতা দূর হইয়া গেল)। نَفَسِى শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ذهب غلبته التنفس من العياء (শ্বাস গ্রহণে ক্লান্তিভাব দূর হইয়া গেল)। আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে حتى سكن بعض نفسى (অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা শান্ত হইল)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ (সেইখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন)। তাহাদের একজনের নাম আসমা বিনত ইয়াযীদ বিন আস-সকন আল-আনসারীয়া (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে আপ্যায়নের জন্য খেজুর এবং দুধ দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ (তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন)। ইহা দুলা-দুলহান-এর জন্য উপযোগী দু'আ। কতক সূত্রে আয়িশা (রাযিঃ)-এর হাদীছখানা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ان امها لما اجلستها فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هؤلاء اهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم (তাহার মা তখন তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে বসাইয়া দিলেন তখন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারাই আপনার পরিবার-পরিজন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে আপনাকে বরকত দান করেন। -(ঐ)

وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ (আমার সৌভাগ্য কামনা করিলেন)। বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদের বিষয়টি পরোক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে) طائر الانسان হইতেছে যেই আমল মানুষের গলায় পরানো অর্থাৎ অর্পিত দায়িত্ব। আর কেহ বলেন طائر হইতেছে الحظ (ভাগ, অংশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, সুখ) আর ইহা ভাল এবং মন্দ উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়। এই স্থানে সৌভাগ্য মর্ম। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক দুলহা-দুলহানের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

فَغَسَلْنَ رَأْسِى وَأَصْلَحْنَنِى (তাহারা আমার মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় নববধূকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিয়া তাহার স্বামীর কাছে দেওয়া মুস্তাহাব। আর এই কাজের জন্য মাহিলাগণ জমায়েত হওয়া মুস্তাহাব। কেননা, ইহার মাধ্যমে বিবাহের প্রচারের কাজটি হয়। অধিকন্তু তাহারা কনেকে স্বামীর সাক্ষাতে আচরণবিধি, আদব কায়দা ও বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি শিক্ষা দিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৬৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

(৩৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, আমি তখন ছয় বছরের মেয়ে। তিনি আমাকে নিয়া বাসর ঘরে যান, তখন আমি নয় বছরের মেয়ে।

(৩৩৭০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

(৩৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সাত বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে তাঁহাকে বাসর ঘরে নেওয়া হয়। তখন তাহার সহিত তাহার খেলনাগুলি ছিল। তাঁহার আঠার বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَزُفَّتْ إِلَيْهِ (বাসর ঘরে নেওয়া হয়)। زُفَّتْ শব্দটি مجهول-এর সীগায় الزفاف হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ ارسلت الى بيته عليه الصلوة والسلام (তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে পাঠানো হয়)। -(ঐ)

وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (তিনি সাত বছরের মেয়ে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে অনুরূপই আছে। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়তে بنت ست (ছয় বছরের মেয়ে) রহিয়াছে। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবেই হইবে যে, তখন তাহার বয়স ছয় বছর পূর্ণ হইয়া সাত বছরের কতক মাস হইয়াছিল। এই কারণেই কোন হাদীছে ভাংতি মাসসমূহ বাদ দিয়া পূর্ণ ছয় বছর বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোন হাদীছে ভাংতি মাসসমূহকে পূর্ণ বৎসর গণনা করিয়া সাত বছর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

وَلُعَبُهَا مَعَهَا (তাহার সহিত তাঁহার খেলনাগুলি ছিল)। لُعَبُ শব্দটির ل বর্ণে পেশ, ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে لعبة (খেলনা)-এর বহুবচন। অর্থাৎ হযরত আয়িশা যেইগুলি দ্বারা খেলাধূলা করিতেন। -(ঐ)

(৩৩৭১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

(৩৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি ছয় বছর বয়সের মেয়ে। তিনি তাহাকে নিয়া বাসর ঘরে যান তখন তিনি নয় বছরের মেয়ে। আর তাহার আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এই মাসে স্ত্রী সহবাসও মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৩৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي . قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

(৩৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং তিনি আমাকে নিয়া বাসর ঘরে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন্ সহধর্মিণী তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন? তিনি (উরওয়া রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহার বংশের মহিলাদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো মুস্তাহাব মনে করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন)। কাযী ইয়ায (রহ.)বলেন, জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের লোকেরা শাওয়াল মাসে বিবাহ কার্যটি খারাপ এবং অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তাহারা শাওয়াল মাসকে অশুভ বলিয়া মনে করার কারণ হইতেছে যে, شوال শব্দটি شول হইতে নিঃসৃত। شول শব্দের অর্থ الرفع (উত্তোলন, বৃদ্ধি করণ, অপসারণ) এবং الازالة (দূরীকরণ, বিলোপসাধন, অপসারণ)। ইহা দ্বারা তাহারা পরোক্ষভাবে الهلاك (ধ্বংস, বিনাশ, সর্বনাশ) মর্ম গ্রহণ করে। তাই তাহারা ধারণা করিত যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ সম্পাদন করিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুগ্রহ থাকে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৫)

كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন)। অর্থাৎ তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর, সৌভাগ্যবতী এবং বেশী অংশ কাহার ছিল? আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই কথা দ্বারা হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তদানীন্তন আরবী লোকদের কুধারণা (শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী কার্যাদি খারাপ ও অশুভ)কে খন্ডন করা উদ্দেশ্য। তাহার উক্তির মর্ম হইতেছে যে, স্বয়ং আমার বিবাহ শাওয়াল মাসে হইয়াছে। আমার তো কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং আমি তাঁহার কাছে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সম্ভোগ্য ছিলাম। -(ঐ)

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ الخ (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাঁহার বংশের মহিলাদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো মুস্তাহাব মনে করিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও দেওয়া মুস্তাহাব। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী মুস্তাহাব বলেন। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথা দ্বারা জাহিলিয়্যাত যুগের লোকদের ধারণাকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগেও কতক সাধারণ লোক ধারণা করে যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ করা এবং স্ত্রী সম্ভোগ করা মাকরূহ। ইহা বাতিল এবং শরীআতে ইহার কোন ভিত্তি নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৫)

(৩৩৭৩) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ .

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কর্ম-এর কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে বিবাহের পূর্বে তাহার মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা মুবাহ হওয়ার বিবরণ

(৩৩৭৪) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا". قَالَ لاَ. قَالَ "فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا".

(৩৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি আনসার গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে যাও। এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও। কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ (তিনি আনসার গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি আনসারী মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন কিংবা আনসারী মহিলা বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। কেননা, আকদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখার মধ্যে কোন ফায়দা নাই। তবে যদি সে বাসর ঘরে যাওয়ার পূর্বে তালাক দিয়া দেয়। আর ইহা তো সাধারণতঃ সুদূরপরাহত, অসম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। অতঃপর প্রকাশ্য যে, এই রিওয়ায়ত এবং তৎসংলগ্ন আগত রিওয়ায়ত, দুই ব্যক্তির দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৫)

فَانْظُرْ إِلَيْهَا (এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা উপদেশমূলক নির্দেশ, ওয়াজিবমূলক নির্দেশ নহে। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, 'আহমদ' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ : فلا جناح عليه ان ينظر منها (প্রস্তাবক বাগদত্তা (مختطوبة) কে এক নজর দেখিয়া নেওয়াতে কোন গুনাহ নাই) এবং 'আহমদ' ও 'ইবন মাজাহ' গ্রন্থদ্বয়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রহ.) বর্ণিত হাদীছ : فلا بأس ان ينظر اليها (বিবাহের প্রস্তাবক বাগদত্তাকে এক নজর দেখিয়া নেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই) এতদুভয়ের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, এই স্থানে নির্দেশ (امر) দ্বারা اباحة (অনুমতি দেওয়া) মর্ম।

সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى مَا يَدْعُوهُ إِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন যদি তাহার পক্ষে তাহার এমন কোন (জায়িয) অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয় যাহা তাহাকে নিকাহ-এর দিকে আহ্বান করে তাহা হইলে সে যেন তাহা দেখে)।

www.e-ilm.weebly.com

'আহমদ', 'তিরমিযী' প্রভৃতি গ্রন্থে মুগীরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما (তিনি ইরশাদ করিলেন, এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও। কেননা, ইহা (পরবর্তীতে) তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত হইবে)।

জমহুরে উলামা আরও বলেন, বাগদত্তাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত দেখিয়া নেওয়াও জায়িয আছে। আর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহার অনুমতিতে দেখা জায়িয।

আল্লামা তহাভী (রহ.) এক সম্প্রদায়ের অভিমত নকল করিয়াছেন যে, তাহাদের মতে কোন অবস্থাতেই আকদের পূর্বে বাগদত্তা (مخطوبة) কে দেখা জায়িয নাই। কেননা, সে তখন اجنبية (অপরিচিতা মহিলা) থাকে। উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা তাহাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে বিবাহকারী বাগদত্তাকে দেখিয়া নিবে, যাহাতে পরে অপছন্দের কোন আপত্তি উপস্থাপন না হইতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমাদের আসহাব বলেন, তাহাকে যদি দেখা সম্ভব না হয় তবে কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে পাঠাইয়া দিবে সে তাহাকে দেখিবার পর প্রস্তাবককে জানাইবে। আর ইহা প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে হওয়া সমীচীন। তিনি আরও বলেন, তবে বিবাহকারীর জন্য বাগদত্তা (مخطوبة) -এর শুধুমাত্র মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয়ের কব্জা পর্যন্ত দেখা মুবাহ। কেননা, এতদুভয় তাহার হককে পর্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। অধিকন্তু মুখমন্ডল দেখার মাধ্যমে তাহার সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্যের বিষয়টি বুঝা যাইবে এবং কজা পর্যন্ত হস্তদ্বয় দেখার মাধ্যমে তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতা কিংবা অকোমলতার বিষয়টি অনুধাবন করা যাইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৫-৪৭৬)

فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا (কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে)। অর্থাৎ কতক আনসারীর চোখে এমন কিছু আছে যাহা স্বভাব অপছন্দ করে এবং উত্তম বিবেচনা করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের চোখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলে তিনি পুরুষদের উপর মহিলাদের কিয়াস করিয়াছেন। কেননা, সাধারণতঃ মহিলারা পুরুষদের সদৃশ হইয়া থাকে। এই জন্যই তিনি সাধারণভাবে আনসার বলিয়াছেন কিংবা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন কিংবা তিনি ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

شَيْئًا (কিছু একটা) কেহ বলেন, عمش (চোখ হইতে পানি পড়িতে থাকা, ছানি পড়া, ক্ষীণ দৃষ্টি হওয়া এবং ঝাপসা দৃষ্টি হওয়া)। আর কেহ বলেন, صغر (চোখ ছোট হওয়া, ক্ষুদ্র হওয়া)। আর কেহ বলেন زرقة (চোখ নীল হওয়া, দৃষ্টিহীন হওয়া)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা, ইহা আবূ আওয়ানা (রহ.) নিজ 'মুসতাখরাজ' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, তিনি নির্ধারণ ব্যতীত সমষ্টিগতভাবে কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু ইহা উপদেশমূলক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

(৩৩৭৫) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا". قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا". قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

www.e-ilm.weebly.com

"عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلٰكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ". قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

(৩৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিলেন, আমি জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়া নিয়াছ? কেননা, আনসারদের চোখে কিছু থাকে। লোকটি আরয করিলেন, অবশ্যই আমি তাহাকে দেখিয়া নিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, কত মোহরানার বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিয়াছ? লোকটি আরয করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে (বিবাহ করিয়াছি)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? তোমরা যেন পাহাড়ের পার্শ্বদেশ হইতে রৌপ্য খুঁড়িয়া আনিয়া থাক। তোমাকে দান করার মত আমাদের কাছে এমন কিছু নাই। তবে আমি তোমাকে অচীরেই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিব যাহার লব্ধ গণীমত হইতে একাংশ তুমি লাভ করিতে পার। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আবস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাহার সহিত তিনি এই লোকটিকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ (চার উকিয়ার বিনিময়ে)। أَوَاقٍ শব্দটি اوقية -এর বহুবচন। চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৭৬)

كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ (তোমরা যেন রৌপ্য কর্তন করিয়া আনিয়া থাক)। تَنْحِتُونَ শব্দটির ح বর্ণে যের দ্বারা পঠিত অর্থাৎ تقشرون (তোমরা খোসা ছাড়াইয়া আন, চামড়া খসাইয়া আন, ছাল তুলিয়া আন) এবং تقطعون (তোমরা কর্তন করিয়া আন, কাটিয়া আন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৭৬)

مِنْ عُرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ (এই পাহাড়ের পার্শ্বদেশ হইতে)। العُرْض শব্দটির ع বর্ণে পেশ এবং ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ الجانب (পার্শ্ব, পাশ, পার্শ্বদেশ, দিক, পাহাড়ের ঢাল, পক্ষ, অংশ) এবং الناحية (দিক, প্রান্ত, অঞ্চল, এলাকা)। আর العرض শব্দটি ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ضدالطول (লম্বার বিপরীত অর্থাৎ প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তৃত, সুপরিসর)।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা দ্বারা ব্যাপকভাবে মোহরানা বেশী নির্ধারণকে অস্বীকার করেন নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মোহরানা পাঁচশত দিরহাম ছিল। আর চার উকিয়ায় তো মাত্র একশত ষাট দিরহাম; বরং লোকটির সামর্থ্যের বিবেচনায় এই পরিমাণ মহর নির্ধারণকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন। তখন লোকটি অস্বচ্ছল ফকীর ছিলেন এবং নিজে কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাচঞা করিতে গিয়াছেন। এই জন্যই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাকে দান করার মত আমাদের কাছে কিছু নাই"। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দয়াদ্র আখলাকের কারণে তাহার অন্তর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেই জন্য সান্ত্বনা দিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, "তবে শীঘ্রই আমি তোমাকে একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিতেছি যাহার লব্ধ গণীমত হইতে তুমি একাংশ লাভ করিতে পার। অতঃপর তিনি তাহাকে অভিযানে পাঠাইয়া দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তিনি স্বচ্ছলতা লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, পাত্রের সামর্থ্য মুতাবিক মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে সে উহা আদায়ে সক্ষম হয়। (ঐ)

মুসলিম শরীফ -১৩-১২/৬

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لاَ يُجْحَفُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা, কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি কম হউক বা বেশি দেনমোহর হইতে পারে। এবং যাহার জন্য কষ্টকর না হয় তাহার জন্য পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর দেওয়া মুস্তাহাব

(৩৩৭৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ". فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا. فَقَالَ "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". هٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

(৩৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে তাকাইলেন এবং তাহাকে উপর দিক হইকে নীচের দিক পর্যন্ত দেখিলেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা মুবারক নীচু করিলেন। অতঃপর মহিলাটি যখন অনুধাবন করিল যে, তাহার ব্যাপারে তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নাই তখন সে বসিয়া পড়িল। তখন তাঁহার সাহাবীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার কাছে কি (দেনমোহর) দেওয়ার মত কিছু আছে। লোকটি (জবাবে) আরয করিলেন, না। আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি না। লোকটি (পরিবার-পরিজনের কাছে) গেল আবার ফিরিয়া আসিয়া আরয করিল, আল্লাহর শপথ! আমি তথায় কিছুই পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, যদিও

লোহার একটি আংটি হউক। লোকটি পুনরায় গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! লোহার একটি আংটিও আমি পাই নাই। তবে আমার এই লুঙ্গিটি আছে। রাবী সাহল (রাযিঃ) বলেন, তাহার চাদরও ছিল না– তাহা হইলে তো অর্ধেক তাহার জন্য আর অর্ধেক বাগদত্তার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার লুঙ্গি দ্বারা কি করিবে? উহা যদি তুমি পর তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য উহার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না। আর যদি সে উহা পরে তাহা হইলে তোমার জন্য উহার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর লোকটি বসে পড়িল, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর উঠিয়া চলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর যখন সে আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কুরআন মাজীদের কোন্ অংশ তোমার জানা আছে? লোকটি (জবাবে) বলিলেন, অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এইরূপে সে সূরাগুলির সংখ্যা গণনা করিয়া দিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মুখস্থ পড়িতে পার। লোকটি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি ইরশাদ করিলেন, যাও তোমাকে এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার বিবাহে প্রদান করিলাম। ইহা রাবী ইবন হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আর রাবী ইয়াকূব বর্ণিত হাদীছও শব্দাবলীর দিক দিয়া উহার প্রায় কাছাকাছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي حَازِمٍ (আবূ হাযিম (রহ.) হইতে)। এই হাদীছের মূল বর্ণনাকারী আবূ হাযিম সালামা বিন দীনার মাদানী (রহ.)। তিনি ছোট তাবেঈগণের একজন। তাহার হইতে বড় বড় ইমাম হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(ঐ)

جَاءَتِ امْرَأَةٌ (জনৈকা মহিলা আসিল)। তাহার নাম জানা নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي (আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি)। হাফিয (রহ.) বলেন, এই বাক্যে مضاف (সম্বন্ধকৃত পদ) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে امر نفسى কিংবা অনুরূপ কিছু। অন্যথায় প্রকৃত অর্থ এই স্থানে মর্ম নহে। কেননা, আযাদ ব্যক্তির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং সে যেন বলিয়াছে, اتزوجك من غير عوض (আমি আপনাকে বিনিময় (দেনমোহর) ব্যতীত বিবাহ করিব)

আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, আযাদ মহিলা নিজকে হেবা করা সহীহ নহে। এই কারণে তাহার কথাটি রূপক হিসাবে দেনমোহর ব্যতীত নিজকে তাহার কাছে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবের উপর প্রয়োগ হইবে কিংবা নিজের ব্যাপারে তাঁহার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা মর্ম হইবে। দ্বিতীয় মর্ম অধিক স্পষ্ট ও অধিকতর উপযোগী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্যের সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ (এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠাইয়া নীচে নামাইলেন)। صَعَّدَ শব্দটির ع বর্ণে এবং صَوَّبَ শব্দের و বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপর এবং তাহার নীচের দিকে দৃষ্টি করিলেন। তাশদীদ দ্বারা হয়তো মনোযোগ সহকারে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণে অতিশয়োক্তি প্রকাশ মর্ম কিংবা পুনরাবৃত্তি প্রকাশ মর্ম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলে বাগদত্তার সৌন্দর্যের বিষয়টি মনোযোগসহকারে চিন্তা করা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৭)

ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শির মুবারক নীচু করিলেন)। ইহা فصمت (অতঃপর তিনি নীরব থাকিলেন)-এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন মা'মার ও ছাওরী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। ফুযায়ল বিন সুলায়মান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فلم يردها (অতঃপর তিনি তাহার প্রস্তাব রদ করেন নাই। আর কতক রিওয়ায়তে আছে فلم يجبها شيئا (অতঃপর তিনি তাহার প্রস্তাবের কোন জবাব দেন নাই)।

www.e-ilm.weebly.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রস্তাবের পর নীরবতা অবলম্বনের কারণ হয় তো তিনি তাহার সম্মুখে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন, কিংবা ওহীর অপেক্ষা করিয়াছেন কিংবা স্থান উপযোগী জবাবের ব্যাপারে চিন্তা করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিবা কবূল করার পূর্বে পূর্ণ হয় না। কেননা, মহিলাটি যখন বলিবেন, وهبت نفسي لك (আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিয়াছি)। তখন তিনি قبلت (আমি কবূল করিলাম) বলেন নাই। তাই মহিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। হ্যাঁ, তিনি যদি তাহার প্রস্তাব কবূল করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহধর্মিণী হইয়া যাইতেন। আর এই কারণেই তিনি জনৈক ব্যক্তির আবেদন زوجنيها (এই মহিলাকে আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিন)কে প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির কাছে কেহ কোন কিছু আবেদন করিলে উহা পূরণ করা সম্ভব না হইলে নীরব থাকা মুস্তাহাব। ইহা হইতেই আবেদনকারী বুঝিয়া নিবে। নিষেধ করিয়া লজ্জা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, সে যদি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা ছাড়া বুঝিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৭)

فَقَامَ رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন)। হাফিয (রহ.) বলেন, লোকটির নাম উল্লেখ নাই। তবে তিনি আনসারী লোক ছিলেন। যেমন তাবরানী-এর রিওয়ায়তে আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৭)

فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ (তোমার কাছে কি কিছু আছে)? ইমাম মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে تصدقها (তাহার দেনমোহর দেওয়ার)। ইবন মাসঊদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে الك مال (তোমার কি সম্পদ আছে)? হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ هل عندك من شئ تصدقها (তোমার কাছে কি তাহাকে দেনমোহর দেওয়ার কোন কিছু আছে?) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) বিবাহের জন্য দেনমোহর জরুরী। আর এই বিষয়ে উলামায়ে ইযাম ঐকমত্য হইয়াছেন যে, দাসী ব্যতীত কোন স্বাধীন মহিলার নিজ যৌনাঙ্গ দেনমোহর ছাড়া কাহাকেও হেবা (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) করা জায়িয নাই। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, (দুই) আকদের মধ্যে প্রথমে দেনমোহর উল্লেখ করা উত্তম। তাহাতে বাদানুবাদের সম্ভাবনা থাকে না এবং মহিলা অধিক উপকৃত হইবে। আর যদি দেনমোহর উল্লেখ ছাড়া আকদ করিয়া ফেলে তাহা হইলেও আকদ সহীহ হইবে এবং সহীহ মত অনুযায়ী সহবাস দ্বারা মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। আর কেহ বলেন, আকদের দ্বারাই মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। মহিলার জন্য অধিক উপকারী হওয়ার কারণ হইতেছে যে, যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়া দেয় তাহা হইলেও নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক সে প্রাপ্য। তাহা সে পাইয়া গেল। (তিন) দেনমোহর নগদ পরিশোধ করা উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৭-৪৭৮)

اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ (তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে قال قم الى النساء فقام اليهن فلم يجد عندهن شيئا (তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। যখন লোকটি উঠিয়া স্ত্রীদের কাছে গমন করিলেন কিন্তু তাহাদের কাছে কোন কিছু পান নাই)। এই স্থানে النساء দ্বারা اهل الرجل (লোকটির পরিবার-পরিজন) মর্ম। যেমন আলোচ্য রিওয়ায়ত দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। -(ঐ)

وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ (যদিও লোহার একটি আংটি হউক)। হাফিয (রহ.) বলেন, এই স্থানে لَوْ (যদিও) শব্দটি تقليلة (সামান্য বস্তু) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

লোহার আংটির হুকুম ঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, লোহার আংটি ব্যবহার জায়িয। তবে এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীনের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) নকল করেন যে, আমাদের আসহাবের মতে লোহার আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। অবশ্য দুই অভিমতের অধিকতর সহীহ অভিমত হইতেছে মাকরূহ নহে।

www.e-ilm.weebly.com

'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, রুপা ব্যতীত আংটি তৈরী করিবে না। কেননা, রুপা ছাড়া যেমন পাথর, স্বর্ণ ও লোহার আংটি ব্যবহার করা হারাম। আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (রহ.) 'আল-জাওহারা' গ্রন্থে বলেন, স্বর্ণ, লোহা, পিতল, কাঁসা, সীসা-এর তৈরী আংটি পুরুষ ও মহিলার জন্য পরিধান করা মাকরূহ। 'তাতারখানিয়াহ' গ্রন্থে আছে, লোহা দিয়া তৈরী আংটির উপরে রৌপ্য দ্বারা ছাউনী দিয়া পরিধান করিলে যদি রুপার মত দেখায় তাহা হইলে ইহা পরিধান করাতে কোন ক্ষতি নাই।

'আবূ দাউদ' ও 'নাসাঈ' গ্রন্থে আয়াস বিন হারিছ বিন মুআইকীব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة فربما كان فى يدى (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি ছিল লোহার তৈরী লোহার উপরে রুপা দ্বারা পেঁচানো ছিল। কখনও ইহা আমার হাতে সংরক্ষিত থাকিত)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, সতর্কতা অবলম্বনই ভালো। আমরা তো ইতিহাস জানি না, হয়তো হারাম হওয়ার পূর্বে মুবাহ ছিল।

দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন সীমা নাই; বরং স্বামীর সামর্থ্য মুতাবিক যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই মোহর হইবে। তবে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কি? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত দেনমোহর কম হউক বা বেশী সবই জায়িয। কেননা, লোহার আংটি খুবই সামান্য বস্তু। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয়ে যাহা মূল্য হইতে পারে উহা মোহরও হইতে পারে। তাহার মতে মোহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণের মতই। ক্রেতা-বিক্রেতা সন্তুষ্টচিত্বে মূল্য যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই মূল্য হিসাবে গণ্য হয় তদ্রুপ দেনমোহর স্ত্রীর হক। তাই স্ত্রী যেই পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইবে উহাই মোহর হইবে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে দেনমোহর সর্বনিম্ন পরিমাণ হইল এক দীনারের এক চতুর্থাংশ তথা তিন দিরহাম।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম।

চোরের হাত কাটার নিসাবের মতানৈক্যের অনুরূপ দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে।

হানাফীগণের দলীল ঃ ইবন আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আবদুল্লাহ আল আওদী (রহ.) তিনি ... কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জারির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি : لامهر اقل من عشرة (দশ দিরহামের কম কোন মোহর নাই) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছের সনদ হাসান।

দারু কুতনী (রহ.) 'সুনান' গ্রন্থে দাউদ আল-আওদী (রহ.) হইতে, তিনি শা'বী (রহ.) হইতে, তিনি আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, قال لا تقطع اليد فى اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم (দশ দিরহামের কমে চোরের হাত কাটা যাইবে না এবং দশ দিরহামের কমে দেনমোহর হইবে না)।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব ঃ (১) ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহের অবস্থা এক নহে। মোহর দ্বারা স্থানের মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কাজেই মোহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত নহে। সুতরাং তাহার অভিমত বর্জিত। (২) সম্ভবতঃ এই পরিমাণ মোহরানা দ্বারা সেই ব্যক্তির জন্য খাস ছিল, অন্যের জন্য নহে। (৩) এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, উহার মূল্য তখনকার সময়ে মালেকী মতে তিন দিরহাম বা একদীনারের এক চতুর্থাংশ ছিল। আর হানাফীগণের মতে দশ দিরহাম ছিল।

www.e-ilm.weebly.com

হাকিম ও তিবরানী গ্রন্থে ছাওরী (রহ.) হইতে তিনি আবূ হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি সাহ্ল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فصه (নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রুপা দিয়া পেঁচানো লোহার আংটির বিনিময়ে বিবাহ দেন)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮১)

فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا (আমি এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, প্রধান নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপই নকল করিয়াছেন। তবে অধিকাংশের রিওয়ায়তে مُلِّكْتُهَا রহিয়াছে। مُلِّكْتُهَا শব্দটির م বর্ণে পেশ ل বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা مفعول مالم يسم فاعله রূপে পঠিত। আর কতক নুসখায় مَلَّكْتُكَهَا দুই ك সহ (আমি তাহাকে তোমার অধিকারে দিলাম)। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে زوجتكها (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া দিলাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, نكاح ও تزويج শব্দ ছাড়াও আকদ সুদৃঢ় করা জায়িয। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও মালিকীগণের মধ্যে ইবন দীনার (রহ.) বলেন, এতদুভয় শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা আকদ সংঘটিত হইবে না। আর মালিকীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, সেই সকল শব্দ দ্বারাও আকদ সংঘটিত হয় যাহাতে নিকাহের উদ্দেশ্যে কিংবা দেনমোহর উল্লেখ করায় মিলিত করা, একত্রিত করা, একত্রে বাঁধা-এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন البيع، الصدقة، الهبة، التمليك দ্বারা আকদ সংঘটিত হইবে। তবে الاجارة، اعارية এবং الوصية দ্বারা আকদ সহীহ হয় না।

হানাফীগণের মতেও যেই সকল শব্দাবলী দ্বারা স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এমন শব্দাবলীর দ্বারা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইবে যেমন التمليك، الهبة প্রভৃতি। আর যেই সকল শব্দ দ্বারা বস্তুর স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না যেমন الاجارة، اعارة প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না।

যেমন আলোচ্য হাদীছে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন مُلِّكْتُهَا (আমি তাহাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। কিন্তু হাদীছখানা زوجتكها (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া দিলাম)। শব্দেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, একই ঘটনায় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, نكاح ও تزويج শব্দ ছাড়াও যেই সকল শব্দে বস্তুর স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সকল শব্দ রূপকভাবে বিবাহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে আকদ সংঘটিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮১)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (তোমাকে এই সকল সূরার কারণে ...)। শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ তথা তাহার উল্লিখিত সূরাগুলির বিনিময়ে বিবাহ জায়িয। সে তাহাকে সূরাগুলি শিক্ষা দিয়া দিবে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) উল্লিখিত হাদীছের পরে বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, যাহার কাছে স্ত্রীর মোহরানা দেওয়ার মত কিছু নাই। তাহার জ্ঞাত কিছু সূরার বিনিময়ে বিবাহ দিলে সেই নিকাহ জায়িয। পরে সূরাগুলি তাহার স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া দিবে।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, নিকাহ জায়িয হইবে বটে, তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হইবে। ইহা আহলে কূফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলিতেছি যে, ইহা ইমাম লায়ছ বিন সা'দ, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ, মালিক এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের সহীহ অভিমত।

আল্লামা ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ যে, তা'লীমুল কুরআনকে দেনমোহর হিসাবে নির্ধারণ করা জায়িয। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত। দ্বিতীয় অভিমতে জায়িয

www.e-ilm.weebly.com

নাই। আর এই লোকটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জায়িয হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ قَدْ مُلِّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (তোমাকে কুরআন মজীদের এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)কে যদি প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে লোকটির সূরা জানা থাকার কারণে মহিলাকে বিবাহ দিয়া দিলেন, মহিলাকে সূরাগুলি তা'লীম দেওয়ার বিনিময়ে নহে। আর সর্বসম্মত মতে কাহারও কুরআন মজীদের সূরা জানা থাকাকে দেনমোহর হিসাবে গণ্য করা জায়িয নাই।

আল্লামা তহাভী ও দাউদী (রহ.) প্রমুখ বলেন, মোহর বিহীন বিবাহ উক্ত লোকটির সহিত নির্দিষ্ট।

সাঈদ বিন মনসূর (রহ.) মুরসালরূপে আবূ নো'মান আল-আযদী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القران وقال لا تكون لاحد بعدك مهرا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে কুরআন মজীদের সূরা জানা থাকার কারণে এক ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। রাবী বলেন, পরবর্তীতে কাহারও জন্য ইহা মোহর হিসাবে গণ্য হইবে না)।

আবূ দাউদ শরীফে মাকহুল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ليس هذا لاحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কাহারও জন্য ইহা বৈধ নহে)। আবূ আওয়ানা (রহ.) ও লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮২-৪৮৩ সংক্ষিপ্ত)

(৩৩৭৭) وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ".

(৩৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... আবূ হাযিম (রহ.)-এর সূত্রে সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে কতক রাবী কতক রাবী হইতে কিছু অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে যায়িদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যাও আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম। কাজেই তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দাও।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا (আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহিলার নির্দিষ্ট অভিভাবক না থাকিলে ইমামের জন্য জায়িয আছে যে, তাহাকে কুফূ মুতাবিক বিবাহ দিয়া দিবে। তবে এই ব্যাপারে মহিলার সন্তুষ্টি জরুরী। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফে মহিলা কর্তৃক উকিল নিয়োগ কিংবা অনুমতির কথা নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের অভিভাবক। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ– সূরা আহযাব ৬) কাজেই ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। তিনি যে কোন মুমিনা মহিলাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩ঃ৪৮৪)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৭৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ أَتَدْرِى مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ.

(৩৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবূ উমর আল-মক্কী (রহ.) তাহারা ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহে দেনমোহর কত ছিল। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাঁহার সহধর্মিণীগণের দেনমোহর ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। তিনি বলিলেন, তুমি কি জান নাশ্ কী? রাবী বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম না। তিনি বলিলেন, অর্ধ উকিয়া (বিশ দিরহাম)। কাজেই সর্বমোট হইল পাঁচশত দিরহাম। আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (অধিকাংশ) সহধর্মিণীগণের দেনমোহর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (বার উকিয়া)। أُوقِيَّةٍ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। উকিয়া দ্বারা হিজাযী উকিয়া মর্ম। যাহা চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

نَشًّا শব্দটির ن বর্ণে যবর ش বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থ অর্ধ উকিয়া -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত দেনমোহর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, বিবাহে পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যে এই পরিমাণ দেনমোহর পরিশোধ করিতে সক্ষম। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহরানা তো চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল। উত্তর এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই পরিমাণ মোহর প্রদান করেন নাই; বরং নাজ্জাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে এই পরিমাণ দেনমোহর নিজের সম্পদ হইতে স্বেচ্ছায় অনুদান হিসাবে পরিশোধ করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

لأَزْوَاجِهِ (তাঁহার সহধর্মিণীগণের জন্য)। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সহধর্মিণীগণের মোহরানা এই (পাঁচ শত দিরহাম) পরিমাণ ছিল। কিন্তু বস্তুতভাবে অনুরূপ নহে; বরং ইহা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। কেননা, উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহর চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল যাহা নাজ্জাশী নিজ সম্পদ হইতে সেচ্ছায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) আবূ জা'ফর (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, اصدقها اربعمائة دينار (হযরত উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহরানা চার শত দীনার)। হাকিম ইবন হাজার বলেন, সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর মোহরানা ছিল তাহাকে আযাদ করা। হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ও জুয়াইরিয়া (রাযিঃ) এতদুভয়ের মোহরানা উক্ত পরিমাণ ছিল না। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৭৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ "مَا هَذَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ "فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী, আবুর রবী' সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর কাপড়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখিয়া ইরশাদ করিলেন, ইহা কী? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন, তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَثَرَ صُفْرَةٍ (হলুদ রঙের চিহ্ন)। অর্থাৎ বিবাহোৎসবে ব্যবহৃত সুরভি। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে وضر من صفرة (হলুদ রঙে মাখানো) وضر শব্দটির و বর্ণে যবর এবং ض দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে خلوق (জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) মাখানো কিংবা রঙযুক্ত সুবাস। যেমন কতক রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে اثر زعفران (জাফরানের চিহ্ন) বর্ণিত হইয়াছে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয়, হাদীছ শরীফে পুরুষদের জন্য জাফরান রঙ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় কি? জবাবে বলিব, সামান্য ছিল, তাই তিনি প্রত্যাখান করেন নাই। কেহ বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর কাপড়ের সম্পৃক্ততায় লাগিয়াছিল। কেহ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিবাহোৎসবে নবদুলার জন্য রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়িয ছিল। কেহ বলেন, এই কাপড়টি দুলহন পরিধান করিয়াছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রঙসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর রঙ হলুদ রঙ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন : صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ (গাঢ় পীতবর্ণের– যা দর্শকদের চমৎকৃত করিবে– সূরা বাকারা ৬৯) তিনি বলেন, হলুদ বস্তু আনন্দের সহচর। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে যখন হলুদ রঙে কাপড় রঙানো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি (জবাবে) বলেন, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ فانا اصبغ بها واحبها (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রঙে কাপড় রঙাইতে দেখিয়াছি। তাই আমি এই রঙে রঙ করি এবং ইহাকে আমি পছন্দ করি)।

আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, তাহারা যুবকের জন্য বিবাহের দিনগুলিতে ইহার অনুমতি দিতেন। আর কেহ বলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাহার কাপড়ে ছিল, শরীরে নহে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাবে ইহা জায়িয। যেমন তাহার শহরের আলিমগণ নকল করিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ইহা পুরুষের জন্য জায়িয নাই। (উমদাতুল কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

مَا هٰذَا (ইহা কী)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) ইমাম ও নেতাগণের জন্য নিজ সঙ্গী ও অনুসারীগণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা চাই। বিশেষভাবে তাহাদের মধ্যে যখন কোন আমল ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। (দুই) خلوق (জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) এবং নববিবাহের অন্যান্য চিহ্নসহ নতুন দুলা বাহির হওয়া জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৪)

عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে ...) মিরকাত গ্রন্থে আছে, কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, نواة (নওয়াত) হইল পাঁচ দিরহামের নাম। যেমন, বিশ দিরহামের নাম نش (নশ)। আর اوقية (উকিয়া) হইল চল্লিশ দিরহামের নাম। আর কেহ বলেন, نواة দ্বারা نواة التمر (খেজুরের আঁটি) মর্ম। দ্বিতীয় অর্থটি স্পষ্ট। কেননা তিনি সোনার

www.e-ilm.weebly.com

সহিত পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইতেছে প্রায় এক মিছকালের ছয়ভাগের এক অংশ। আর কতক আঁটি পাওয়া যায় যাহা এক মিছকালের এক চতুর্থাংশ কিংবা ইহার হইতে কম। ইহার মূল্য দশ দিরহামের সমান। আর প্রথম মর্মের ভিত্তিতে সোনার ওযনে পাঁচ দিরহাম পরিমাণের উপরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

فَبَارَكَ اللهُ لَكَ (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহিতের জন্য বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব। ইহা শরীআত সম্মত। নিঃসন্দেহে ইহা এমন একটি সর্বব্যাপী শব্দ যাহার মধ্যে প্রত্যেক উদ্দেশ্য যেমন সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল প্রকার কল্যাণই নিহিত রহিয়াছে। -(ফ মু ৩ঃ৪৮৫)

أَوْلِمْ (তুমি ওলীমা কর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অভিধানবিদ ও ফিকহবিদ প্রমুখ বলেন, ওলীমা হইল বিবাহের তৈরী ভোজ। ইহা ولم হইতে নিঃসৃত যাহার অর্থ الجمع (জমাকরণ, একত্রকরণ)। কেননা ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়। আমাদের আসহাব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ضيافة (আপ্যায়ন) আট প্রকার। (১) وليمة (ওলীমা) বিবাহের ভোজ। (২) خرس (খুরস্) প্রসূতির খাবার। (৩) اعذار (ই'যার) খাৎনা উপলক্ষে ভোজ। (৪) وكيرة (ওকীর) ভবনের ভিত্তি উপলক্ষে ভোজ। (৫) نقيعة (নকীআহ) মুসাফিরের আগমনে ভোজ। (৬) عقيقة (আকীকাহ) নবজাতকের ৭ম দিনের ভোজ। (৭) وضيمة (ওযীমাহ) মুসীবতের সময়ে তৈরী খাবার। (৮) مأدبة (মাদুবাহ, মাদাবাহ) কোন কারণ ব্যতীত মেহমানদারির উদ্দেশ্যে তৈরী ভোজ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাঁহার একটি ভোজের উল্লেখ বাদ দিয়াছেন। উহা হইল حذاق (হিযাক) শিশুর কুরআন মজীদ খতম উপলক্ষে তৈরী ভোজ।

আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লামা তাবরানী (রহ.) 'আল-আওসাত' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ নকল করিয়াছেন : الوليمة حق وسنة فمن دعى فلم يجب فقد عصى (ওলীমা হক ও সুন্নত। কাজেই যাহাকে দাওয়াত দেওয়া হইবে সে যদি উপস্থিত না হয় তবে গুনাহগার হইবে)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, الوليمة حق (ওলীমা হক) অর্থাৎ অকেজো নহে; বরং ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা ফযীলতপূর্ণ সুন্নত। এই স্থলে حق (হক) দ্বারা وجوب (ওয়াজিব) মর্ম নহে। অতঃপর তিনি বলেন, ওলীমাকে কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের কতক বলেন, ওলীমা ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)কে ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। ফলে ওলীমা করা ওয়াজিব। ইহার জবাব দেওয়া হইবে যে, ওলীমা হইল আনন্দ উৎসবের ভোজ। কাজেই ইহা অন্যান্য ভোজেরই অনুরূপ। আর আমাদের উল্লিখিত দলীলের ভিত্তিতে امر (নির্দেশ) استحباب (মুস্তাহাব হওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে।

ওলীমার ভোজ কত দিন হইবে এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীনের মধ্যে মতপার্থক্য হইয়াছে। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, দুই দিনের বেশী ওলীমার ভোজ মাকরূহ। আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ মাকরূহ মনে করেন না। ইমাম মালিক (রহ.)-এর শিষ্যগণ বলেন, ধনী ব্যক্তির জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওলীমার ভোজ করানো মুস্তাহাব। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, মুখতার (নির্বাচিত মত) হইতেছে যে, স্বামীর আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ওলীমার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৫)

وَلَوْ بِشَاةٍ (যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়)। لَوْ শব্দ অল্প বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধনী ব্যক্তির জন্য কমপক্ষে একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করার উপর প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বনিম্ন একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করার উপর প্রমাণ দেওয়া যায় না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে ইহার কমেও ওলীমা করিয়াছেন। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ব্যতীত আর কাহাকেও ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ওলীমা তরক করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইহা দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ওলীমা বাধ্যতামূলক নহে। হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় সচ্ছল ব্যক্তি একের অধিক বকরী দ্বারাও ওলীমা করিতে

www.e-ilm.weebly.com

পারে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বেশীর কোন সীমা নাই। সর্বনিম্ন অনুরূপই। যতখানি তাহার জন্য সহজ হয় ততখানি যথেষ্ট। স্বামীর আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে করাই মুস্তাহাব। আর ধনী স্বামীর জন্য একের অধিক বকরী দ্বারা ওলীমা করাও সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৬)

(৩৩৮০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহ.) ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে বিবাহ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর। যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৩৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৩৮১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর। যদিও একটি বকরী দিয়া হয়।

(৩৩৮২) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً.

(৩৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন খারাশ (রহ.) তাহারা ... হুমায়দ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ওয়াহব (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলিলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি।

(৩৩৮৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ "كَمْ أَصْدَقْتَهَا". فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ.

(৩৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) তাহারা ... আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি

www.e-ilm.weebly.com

আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মধ্যে বিবাহের আনন্দ উদযাপনের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কত মোহর দিয়াছ? আমি (জবাবে) আরয করিলাম, এক নওয়াত। রাবী ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে : مِنْ ذَهَبٍ (স্বর্ণের) (এক নওয়াত)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ (আমার মধ্যে বিবাহের আনন্দ উদযাপনের লক্ষণ ...) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তাহার চেহারায় বিবাহোৎসব পালনের সৌন্দর্যের চিহ্ন কিংবা তাহার মধ্যে (বাসর ঘর যাপনের) আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রত্যক্ষ করিলেন। যেমন বলা হয় بشّ فلان بفلان (অমুক অমুকের সহিত হাস্যোজ্জ্বলে মিলিত হইয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৮৬)

كَمْ أَصْدَقْتَهَا (তুমি তাহাকে মোহর কত দিয়াছ)? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম هل اصدقتها اولا (তুমি তাহাকে মোহর দিয়াছ কি না?) না বলিয়া استفهام (প্রশ্নবোধক)-এর সহিত كم (কতগুলি, কতখানি, কি পরিমাণ) বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিকাহের জন্য মোহর প্রদান করা জরুরী। -(ঐ)

(৩৩৮৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(৩৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান (রাযিঃ) এক নওয়াত ওযনের সোনার মোহরানায় এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

(৩৩৮৫) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(৩৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে, তিনি বলেন, তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর সন্তানদের একজন বলিলেন, (এক নওয়াত পরিমাণ) স্বর্ণের।

بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দাসী আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করার ফযীলত

(৩৩৮৬) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِى لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى

www.e-ilm.weebly.com

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে বাহির হইয়াছিলেন। সেই স্থানে আমরা খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করিলাম, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হইলেন। আবূ তালহা (রাযিঃ)ও সওয়ার হইলেন। আর আমি আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর পিছনে বসা ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করিলেন। আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুতে স্পর্শ করিতেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে ইযার সরিয়া যাইতেছিল। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহু আকবার! খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গনে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দভাবে। এই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। রাবী আনাস (রহ.) বলেন, খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বাহির হইতেছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমাদের কোন কোন আসহাব "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ বাহিনীসহ (আসিয়াছেন)" বলিয়াছেন। অতঃপর যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করিলাম। তখন যুদ্ধ বন্দীদের সমবেত করা হইল। দিহ্ইয়া (রাযিঃ) আসিয়া আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্দীদের হইতে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বলিলেন ঃ যাও, তুমি একটি দাসী নিয়া নাও। তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই (রাযিঃ)কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া নাবীআল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নযীরের অন্যতমা নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহইয়া (রাযিঃ)কে দিতেছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বলিলেন, দিহইয়াকে সাফিয়্যাসহ ডাকিয়া আন। তিনি সাফিয়্যাসহ হাযির হইলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে দেখিলেন তখন (দিহইয়াকে) বলিলেন : তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাবী সাবিত

www.e-ilm.weebly.com

(রহ.) আবূ হামযা (আনাস (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত)কে জিজ্ঞাসা করিলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কি মোহর দিলেন : তিনি (আনাস রাযিঃ) বলিলেন, তাঁহাকে আযাদ করাই তাঁহার মোহর। ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর পথে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে সাজাইয়া রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বাসর ঘরে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে উঠিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যাহার কাছে খাবারের কিছু থাকে সে যেন উহা নিয়া আসে। এই বলিয়া তিনি একটা চামড়ার বড় দস্তরখান বিছাইলেন। রাবী বলেন, ফলে কেহ পনীর নিয়া আসিল, কেহ খেজুর ও কেহ ঘি নিয়া আসিল। তারপর তাহারা এইগুলি মিশাইয়া হায়স (খাবার) তৈরী করিলেন। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَـزَا خَـيْـبَرَ (খায়বার যুদ্ধে) অর্থাৎ, খায়বর নামক শহরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে। ইয়াহুদী অভিধানে خـيـبر (খায়বর) শব্দটি حـصـن (দুর্গ, কেল্লা, সুরক্ষা) অর্থে ব্যবহৃত। বনূ ইসরাঈলের 'খায়বর' নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই স্থানে বসতি স্থাপন করায় তাহার নামে 'খায়বর' নামকরণ করা হইয়াছে। খায়বর শহরটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ছয় মারহালা দূরত্বে অবস্থিত। খায়বরে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। ইসলামের সূচনায় তথায় বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের বাড়ী-ঘর ছিল। (উমদাতুল কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৬)

فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ (খায়বরের গলি পথে)। زُقَاقِ শব্দটির ز বর্ণে পেশ এবং দুই ق বর্ণে পঠিত। ইহা سكة (সংকীর্ণ রাস্তা, সরুপথ, গলি)-এর অর্থে ব্যবহৃত زُقَاقِ শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহার বহুবচন ازقة এবং زُقَّان আসে। زقَّان শব্দটির ز বর্ণে পেশ ق বর্ণে তাশদীদসহ পরে ن বর্ণ দ্বারা পঠিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৭)

وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ (লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল)। সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে انْحَسَرَ (প্রকাশ পাওয়া, অনাবৃত হওয়া, সরিয়া যাওয়া, উধাও হওয়া) বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহ.)-এর সূত্রে ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : ثم حسر الازار عن فخذه (অতঃপর তাঁহার মুবারক উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, حَسَرَ শব্দ مجهول-এর সীগায় পঠিত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত উরু হইতে লুঙ্গি অনাবৃত করেন নাই; বরং ভীড়ের কারণে কিংবা বীরত্বের সহিত দ্রুত পদচারণার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে কখনও কখনও লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, সহীহ বুখারী রিওয়ায়তে حَسَرَ শব্দটি প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা صيغة الفاعل-এ পঠিত। অতঃপর তাহারা দলীলরূপে সহীহ বুখারীর ما يذكر فى الفخذ (উরু সম্পর্কে বর্ণনা) অনুচ্ছেদের প্রথমে তা'লীম হিসাবে বর্ণিত قال انس حسر النبى صلى الله عليه وسلم عن فخذه (আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উরু হইতে লুঙ্গি সরাইয়াছিলেন। -(সহীহ বুখারী ১ঃ৫৩)কে পেশ করেন।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইচ্ছাকৃত উরু অনাবৃত করার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সম্বন্ধ করা তাঁহার শানের খেলাফ। কেননা তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেনঃ الفخذ عورة (উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত)। অতঃপর তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনাবৃত দেখিয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই অনাবৃত করিয়াছেন। তাই সেই হিসাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বাস্তবে অনুরূপ নহে; বরং ভিড়ের কারণে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে সদর্পে চলার কারণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

উরু সতর কি না? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উরু সতর নহে। তাঁহারা হইলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন যিব, ইসমাঈল উলাইয়্যা, দাউদ যাহরী এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত মতে। তাহাদের দলীল সহীহ বুখারী শরীফের হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ وَفِيْهِ ثُمَّ حَسَرَ الْاَزَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتّٰى اِنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخْذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধ করিয়াছেন। আর এই হাদীছে রহিয়াছে : "অতঃপর

www.e-ilm.weebly.com

তিনি নিজ উরু হইতে লুঙ্গি সরাইয়া দিয়াছিলেন। এমনকি আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর উজ্জ্বলতা এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি– সহীহ বুখারী ১ঃ৫৩)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরুষের উরু সতর নহে। যদি সতর হইত তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা নিষ্পাপ পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনাবৃত হইতে দিতেন না।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের মধ্যে জমহুরে উলামা তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক,, শাফেয়ী, আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং যুফার বিন হুযায়ল (রহ.)। তাহাদের দলীল اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের জবাব হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনিচ্ছাকৃতভাবে অনাবৃত হইয়াছিল। আর ইহা ভিড়ের কারণে কিংবা সদর্পে দ্রুত চলার কারণে তাহা কখনও কখনও হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

فَقَالُوا مُحَمَّدٌ (তাহারা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অর্থাৎ جَاءَ مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন)। উহ্য فعل এর فاعل হওয়ার কারণে رفع (শেষ বর্ণে পেশযুক্ত) হইবে। কিংবা উহ্য مبتدا (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়) বলাও জায়িয অর্থাৎ هذا محمد (এই যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম))। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ (রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন)। তিনি হইলেন আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.)। হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে হাদীছ রিওয়ায়তকারীগণের একজন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

وَالْخَمِيسُ (সৈন্যদলসহ) خَمِيسُ শব্দটির خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। সৈন্যদলকে خَمِيسُ নামকরণের কারণ হইতেছে যে, সৈন্যদল পাঁচ প্রকারের হয়। (১) مقدمة যেই সকল সৈন্য সামনে থাকে, (২) ساقه যাহারা পশ্চাতে থাকে, (৩) ميمنة যাহারা ডানে থাকে, (৪) ميسرة যাহারা বায়ে থাকে, (৫) قلب যাহারা মধ্যস্থলে থাকে। (ঐ)

عَنْوَةً (যুদ্ধের মাধ্যমে)। عَنْوَةً শব্দটির ع বর্ণে যবর পঠনে অর্থ القهر (পরাভূত করা, দমন করা, জোর করা, বাধ্য করা)। যেমন বলা হয় اخذته عنوة اى قهرا (আমি ইহা জোরপূর্বক অর্থাৎ বলপূর্বক কবজা করিয়াছি। আল্লামা আবূ উমর (রহ.) বলেন, সহীহ হইতেছে যে, খায়বরের পূর্ণ অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে বলপূর্বক জয় করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

فَجَاءَهُ دِحْيَةُ (দিহইয়া (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন)। دِحْيَةُ শব্দটির د বর্ণে যবর এবং যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ইবন খলীফা বিন ফরওয়াতুল কালবী (রাযিঃ) তিনি অত্যধিক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোক ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) অনেক সময় দিহ্ইয়া কালবী (রাযিঃ)-এর আকৃতি ধারণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا (তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও)। অর্থাৎ সাফিয়্যা (রাযিঃ) ছাড়া। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, যদি প্রশ্ন কর। হেবা করার পর সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে ফেরত নিলেন কিভাবে? উত্তরে বলিব, তখন হেবা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় নাই। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের পিতা। পিতা সন্তানদের কোন কিছু হেবা করার পর উহা ফেরৎ নেওয়া জায়িয। কিংবা তিনি দিহ্ইয়া (রাযিঃ) হইতে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন।

সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে দিহ্ইয়া (রাযিঃ) হইতে ফেরৎ নেওয়ার কারণ। যখন কেহ আপত্তি করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি সাফিয়্যাকে দিহ্ইয়ার অধীনে প্রদান করিয়াছেন। দিহ্ইয়া (রাযিঃ) তো সাফিয়্যার উপযোগী নহে। কেননা সাফিয়্যা নবীর বংশের। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হারূন (আঃ)-এর পরবর্তী স্তরের সন্তান। অধিকন্তু তিনি বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের সর্দারের কন্যা এবং অতীব সুন্দরী মেয়ে। কাজেই সাফিয়্যা কোন

www.e-ilm.weebly.com

অবস্থাতেই দিহ্ইয়ার উপযোগী হইবে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর বংশ মর্যাদা ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন। তাঁহাকে যদি দিহ্ইয়াকে দেওয়া হয় তাহা হইলে দিহ্ইয়ার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইবে না এবং অন্যান্য সাহাবাগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এই সকল ফিৎনার আশংকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে নিজের অধীনে নিলেন এবং আযাদ করিয়া বিবাহ করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৯)

جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ (উম্মু সুলায়ম সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে তাঁহার জন্য সাজাইলেন)। سُلَيْمٍ (সুলায়ম) শব্দটির س বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। তিনি আনাস (রাযিঃ)-এর মা। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) রীতি অনুযায়ী কনে সাফিয়্যাকে তাঁহার জন্য সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। যাহার মধ্যে শরীআতের নিষিদ্ধ কর্ম তথা হাতে উলকি-চিহ্ন দেওয়া এবং সংযুক্ত করা প্রভৃতি কোন কিছু ছিল না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ (অতঃপর রাত্রে তাঁহার জন্য সাফিয়্যাকে বাসর ঘরে দেন)। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) সাফিয়্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাইয়া দেন। আর ইহার অর্থ হইতেছে زفتها (উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) কনেকে বরের কাছে পাঠাইলেন, বাসর ঘরে দিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

عَرُوسًا (বর হিসাবে)। عَرُوس শব্দটি فعول এর ওযনে বিবাহোৎসবের দিনগুলিতে বর-কনে উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহার হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَلْيَجِئْ بِهِ (উহা নিয়া যেন উপস্থিত হয়)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান (সমাজের প্রধান) ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণের সহিত সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাহাদের হইতে খাদ্যসামগ্রী চাওয়া জায়িয। পাত্রের সঙ্গী-সাথীগণ তাহাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী যাহা আছে উহা দ্বারা সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

وَبَسَطَ نِطَعًا (আর তিনি একটি চামড়ার বড় দস্তরখান বিছাইলেন)। نِطَعًا শব্দটিতে চারটি পঠনপদ্ধতি রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ হইতেছে ط বর্ণে যবর ও সাকিন-এর সহিত ن বর্ণে যবর এবং যেরসহ পঠন نَطَعًا - نِطْعًا - نِطَعًا - نَطْعًا পঠিত। অধিকতর শুদ্ধ পঠন ط বর্ণে যবরের সহিত ن বর্ণে যের দ্বারা نِطْع (চামড়ার মাদুর বিশেষ, চামড়ার বড় দস্তরখান)। ইহার বহুবচন انطاع-نطوع ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা)। অর্থাৎ তিনটি বস্তু দ্বারা তৈরী হায়স (খাবার)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওলীমা যে কোন খাবার দ্বারা করা যায়। ইহার জন্য বকরী হওয়া জরুরী নহে। গোশত ব্যতীতও ওলীমার সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বরের জন্য বাসর উদযাপনের পরই ওলীমা করা সমীচীন। আল্লামা ছাওরী (রহ.) বলেন, বাসর উদযাপনের আগে ও পরে যে কোন সময় ওলীমা করা জায়িয। আমাদের হানাফীগণের প্রসিদ্ধ মতে ওলীমা সুন্নত। কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন। আর আমাদের হানাফীগণের মতে দাওয়াত কবূল করা সুন্নত চাই ওলীমা হউক কিংবা অন্য কোন আপ্যায়ন। ইহা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ওলীমার দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিব। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আপ্যায়নের দাওয়াত কবূল করা মুস্তাহাব। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। -(ঐ)

(৩৩৮৭) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ

www.e-ilm.weebly.com

بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا.

(৩৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন উবায় গুবারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা সকলেই ... আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে আযাদ করিলেন এবং তাঁহার আযাদ করাকেই তাঁহার মোহর হিসাবে গণ্য করেন। আর হযরত মু'আয (রাযিঃ) তাঁহার পিতা (জাবাল রাযিঃ)-এর সূত্রে রিওয়ায়ত করেন। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন এবং তাহার আযাদ করাকেই তাঁহার মোহর হিসাবে গণ্য করেন।"

(৩৩৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ.

(৩৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি তাহার দাসীকে আযাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করে, তাহার জন্য দুই ছাওয়াব রহিয়াছে।

(৩৩৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ.

قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللهِ لَقَدْ وَقَعَ.

মুসলিম ফর্মা -১৩-১২/১

www.e-ilm.weebly.com

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِى فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْآيَةَ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الْآيَةَ.

(৩৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারের দিন আমি আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর পিছনে সওয়ার হইয়াছিলাম। তখন আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পা-এ স্পর্শ করিতেছিল। রাবী (আনাস রাযিঃ) বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বরবাসীদের কাছে পৌঁছিলাম। তাহারা তখন তাহাদের চতুষ্পদ জন্তু, কোদাল, বড় ঝুড়ি ও রশি নিয়া (কৃষিকর্মে) বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৈন্যসহ আসিয়াছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওম প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দ। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের (খায়বরবাসীদের) পরাজিত করিলেন। দিহইয়া (রহ.)-এর ভাগে এক সুন্দরী দাসী পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতজন দাসের বিনিময়ে সেই দাসীকে ক্রয় করিয়া নেন। অতঃপর তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর কাছে সোপর্দ করেন যাহাতে তিনি তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া আনন্দ পাওয়ার যোগ্য করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর ঘরে (দাসীদের জন্য নির্ধারিত একমাস) ইদ্দত পালন করার জন্য সোপর্দ করেন। তিনি ছিলেন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, পনীর ও ঘি (দিয়া তৈরী হায়স খাবার) দ্বারা তাহার ওলীমা করেন। এই উদ্দেশ্যে যমীনে কিছু গর্ত করিয়া উহাতে চামড়ার দস্তরখানসমূহ বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং উহাতেই পনীর ও ঘি রাখা হয়। অতঃপর সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। রাবী বলেন, লোকেরা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল : তিনি কি তাহাকে বিবাহ করিলেন, না উম্মু ওলাদ হিসাবে গ্রহণ করিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। আর কতক বলিলেন, তিনি যদি তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তিনি তাঁহার সহধর্মিণী আর যদি তিনি তাহার পর্দার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার উম্মু ওলাদ। অতঃপর তিনি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করার ইচ্ছা করিলেন তখন তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে উটের পিছনের দিকে বসাইলেন। তখন লোকেরা বুঝিতে সক্ষম হইল যে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত চলিলেন এবং আমরাও দ্রুত চলিলাম। রাবী বলেন, তখন তাঁহার আসাজ উষ্ট্রীটি হোঁচট প্রাপ্ত হইয়া যমীনে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়া যান এবং সাফিয়্যাও পড়িয়া যান। তিনি দাঁড়াইয়া সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে পর্দায় আবৃত করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কতক মহিলা বলিতে লাগিল। ইয়াহুদী মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রহমত হইতে দূরে রাখুন। তিনি (ছাবিত আল বুনানী) বলেন, আমি (আনাস (রাযিঃ)কে) বলিলাম, ইয়া আবূ হামযা! বস্তুতই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রী হইতে যমীনে পড়িয়া গিয়াছিলেন? তিনি আল্লাহর কসম করে বলিলেন, হ্যাঁ।

মুসলিম ফর্মা -১৩-১২/২

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি যয়নব (রাযিঃ)-এর ওলীমায় উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের তৃপ্তিসহকারে রুটি ও গোশত আপ্যায়ন করাইয়াছিলেন। সেই ওলীমায় দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ওলীমার কাজ শেষ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন তখন আমিও তাহার পিছনে ছিলাম। তখনও দুইজন লোক দূরে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাহারা বাহির হইল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহধর্মিণীগণের কাছে গেলেন তখন প্রত্যেককে 'সালামুন আলাইকুম' বলিয়া সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঘরবাসী! তোমরা কেমন আছ? তাহারা সকলেই বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ভালো আছি। আপনি আপন নববধূকে কেমন পাইয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, ভালো। তিনি যখন এই কাজ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমিও তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর যখন তিনি দরজার নিকট আসিলেন তখন দেখিলেন যে, সেই দুই ব্যক্তি এখনও আলাপরত রহিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। (আনাস রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম, আমার স্মরণ নাই, উক্ত দুই ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়ার কথা আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, না এই সম্পর্কে তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হইয়াছিল। তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমি তাহার সহিত প্রত্যাবর্তন করি। যখন তিনি দরজার চৌকাঠে পা মুবারক রাখিলেন তখন তিনি আমার ও তাঁহার মধ্যস্থলে পর্দা টানাইয়া দিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ الْآيَةَ (তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না– সূরা আহযাব ৫৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِفُؤُوسِهِمْ (তাহাদের কোদালসমূহ নিয়া) فؤس শব্দটি همزة ممدودة সহ مفعول -এর ওযনে পঠিত فأس (কোদাল)-এর বহুবচন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

مَكَاتِلِهِمْ (তাহাদের থলেসমূহ)। مَكَاتِل শব্দটি مكتل (বড় ঝুড়ি)-এর বহুবচন। খেজুর পাতার তৈরী ঝুড়ি। যাহাতে মাটি প্রভৃতি ভর্তি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

وَمُرُورِهِمْ (এবং তাহাদের রশিসমূহ)। مُرُور শব্দটি مَرٌّ -এর বহুবচন। ইহা হইল প্রসিদ্ধ مجرفة (বেলচা, সেচনী)। কিংবা ইহার হইতে একটু বড়। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহার দুইটি অর্থ নকল করিয়াছেন। একটি অনুরূপ দ্বিতীয় مرور দ্বারা এই স্থানে রশি মর্ম। তাহারা ইহার মাধ্যমে খেজুর গাছে আরোহণ করিত। ইহার একবচন مَرٌّ (অতিক্রমণ, গমন) م বর্ণে যবর এবং যের দ্বারা পঠিত। কেননা, ইহা পেঁচাইয়া উপরে গমন করা হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ (দিহইয়া (রাযিঃ)-এর ভাগে পড়ে এক সুন্দরী দাসী)। ইতোপূর্বে আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৩৮৬ নং) হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত দিহইয়া (রাযিঃ) গণীমতের বন্টনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদনের মাধ্যমে সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে গ্রহণ করিয়াছিলেন এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে, এই স্থানে 'ভাগ' দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতির মাধ্যমে গৃহীত অংশ মর্ম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فُحِصَتْ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ (এই উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত আকারের করে ...)। فُحِصَتْ শব্দটির ف বর্ণে পেশ ح বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ كشف التراب من اعلاها (যমীনের উপরি অংশের মাটি দূর করিয়া দিলেন) এবং সামান্য গর্ত করিয়া দস্তরখানের মধ্যস্থল নীচু করিলেন যাহাতে ঘি রাখিলে পর স্থির থাকে এবং বিভিন্ন পার্শ্বে পতিত না হয়। الفحص মূলতঃ الكشف (খোলা, উন্মোচিত করা, প্রকাশ করা, ফাঁস করা, আবিষ্কার করা, দূর করা)কে বলে। আর افاحيص শব্দটি افحوص (পাখির ডিম পাড়ার জন্য খননকৃত গর্ত)-এর বহুবচন। (ঐ)

www.e-ilm.weebly.com

إِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ (যদি তিনি তাহার পর্দার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার উম্মু ওলাদ)। অর্থাৎ سُرِّيَّةٌ (সহবাসকৃত ক্রীতদাসী) আর অন্য রিওয়ায়তে আছে فهى ما ملكت يمينه (তিনি তাঁহার ক্রীতদাসী)। কেননা, স্বাধীন মহিলাদের জন্য পর্দা জরুরী, ক্রীতদাসীদের জন্য নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا (তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন)। অর্থাৎ বিশেষ ও সাধারণ সকল সাহাবী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং আমরা দ্রুত চলিলাম)। অর্থাৎ اسرع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمطيته واسرعنا بمطايانا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আরোহণের পশুকে দ্রুত চালাইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন, আমরাও আমাদের আরোহণের পশুগুলিকে দ্রুত চালাইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনে পড়িয়া যান)। نَدَرَ এর অর্থ السقوط (পতন, অধঃপতন, অবরোহণ, অকৃতকার্যতা, বিয়োজন, বিলুপ্তি)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ندور এর আসল অর্থ الخروج (বহির্গমন, প্রস্থান, আবির্ভাব, উদ্ভব, উদয়, আত্মপ্রকাশ, পুনরুত্থান)। ইহা হইতেই نوادر الكلام (বিরল কথা, স্বল্প কথা, অনন্য সাধারণ কথা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ (আমি বলিলাম, হে আবূ হামযা)। প্রবক্তা হইলেন ছাবিত আল বুনানী (রহ.)। আবূ হামযা হইল হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর কুনিয়্যাত তথা উপনাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ (এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই 'সালামুন আলাইকুম' বলিয়া সালাম জানাইলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই অংশে অনেক ফায়দা রহিয়াছে : (এক) কোন মানুষ নিজ বাড়ীতে আগমনের পর স্ত্রী ও ঘরবাসীকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। অনেক মূর্খ্যলোকেরা ইহার গুরুত্ব দেয় না। (দুই) এক জনের উদ্দেশ্যে যখন সালাম দিবে তখন বলিবে 'সালামুন আলাইকুম' কিংবা 'আস-সালামু আলাইকুম' বহুবচনের সীগায় তথা শব্দরূপে। যাহাতে ঘরের লোকের সহিত ফিরিশতাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। (তিন) স্বীয় পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। কেননা, অনেক সময় স্ত্রীর কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে। সে হয়তো উহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিবে। কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে আনন্দচিত্তে তাহার প্রয়োজন উল্লেখ করিবে। (চার) ঘরে প্রবেশের পর كيف حالك (তুমি কেমন আছ?) কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

(৩৩৯০) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ أَصْلِحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ

قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتَهُ

www.e-ilm.weebly.com

قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتّٰى قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَهَا قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا .

(৩৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন হাশিম বিন হায়্যান (রহ.) তাহারা ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রাযিঃ) দিহইয়া (রাযিঃ)-এর ভাগে পড়েন। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশংসা করিয়া বলিতে থাকিল। আমরা কয়েদীদের মধ্যে তাহার কোন তুলনা দেখি না। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন তিনি দিহ্ইয়া (রাযিঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর পরিবর্তে তাহাকে যাহা তিনি চাহিলেন তাহা তিনি দিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সাফিয়্যাকে আমার মা (উম্মু সুলায়ম)-এর সোপর্দ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি তাহাকে প্রস্তুত কর। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং খায়বর পিছনে ফেলিয়া আসার পর তিনি অবতরণ করিলেন। অতঃপর সাফিয়্যার জন্য একটি তাঁবু তৈরী করাইয়া দিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার কাছে উদ্বৃত্ত কিছু খাদ্য আছে উহা যেন আমার কাছে নিয়া আসে। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন লোকেরা তাহাদের উদ্বৃত্ত খেজুর এবং উদ্বৃত্ত ছাতু আনিতে লাগিল। এমনকি এইগুলির একটি স্তুপ পরিমাণ জমা করিয়া হায়স তৈরী করা হইল। অতঃপর তাহারা সকলে এই হায়স হইতে আহার করিতে থাকিলেন এবং তাহাদের পাশে বৃষ্টির পানি ভর্তি হাউজ হইতে তাহারা পানি পান করিতে লাগিলেন।

রাবী সাবিত বুনানী (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, ইহাই হইতেছে সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর বিবাহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা। আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমরা রওয়ানা হইলাম এবং মদীনার প্রাচীরগুলি যখন দেখিতে পাইলাম তখন মদীনায় পৌঁছার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমরা আমাদের বাহনগুলিকে দ্রুত চালাইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার বাহনকে দ্রুত চালাইলেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাফিয়্যা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে তাঁহার সহিত বাহনে ছিলেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রী হোঁচট খায়। ফলে তিনি ও সাফিয়্যা (রাযিঃ) (বাহন হইতে) পড়িয়া যান। আনাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবাগণের কেহই তাঁহার এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর দিকে তাকান নাই। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে আবৃত করিলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁহার কাছে আগমন করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আনাস (রাযিঃ) বলেন, তারপর আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য কম-বয়স্কা সহধর্মিণীগণ বাহির হইয়া সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে একজন অপরজনকে দেখাইতে লাগিলেন এবং বাহন হইতে মাটিতে পতিত হওয়ার কারণে তাহারা আনন্দিত হইলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَوَادًا حَيْسًا (একটি স্তুপ পরিমাণ জমা করে হায়স তৈরী করিলেন)। سَوَاد শব্দটির س বর্ণে যবর পঠিত। السواد (বিপুল সংখ্যা) মূলতঃ الشخص (ব্যক্তি, আকৃতি)। ইহা হইতেই মি'রাজের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ادم عن يمينه اسودة وعن يساره اسودة اى اشخاصا (আদম (আঃ)-এর ডান দিকে জনতার ভীড় ছিল এবং বাম দিকেও) অর্থাৎ اشخاصا (বিপুল সংখ্যক লোক)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে তাহারা নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্য আনিয়া এক স্থানে জমায়েত করিয়া একটি উঁচু স্তুপ করিলেন অতঃপর ইহা দ্বারা হায়স তৈরী করিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

www.e-ilm.weebly.com

هَشَّنَا إِلَيْهَا (মদীনার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখায় هَشَّنَا শব্দটির ه বর্ণে যবর ش বর্ণে তাশদীদ এবং ن বর্ণসহ পঠনে রহিয়াছে। আর কোন কোন নুসখায় هَشِشْنَا শব্দটি দুইটি ش দ্বারা প্রথম ش -এ যের দ্বারা তাশদীদবিহীন পঠনে রহিয়াছে। এতদুভয় শব্দের অর্থ نشطنا (আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, প্রাণবন্ত হইল, খুশী হইল, সক্রিয় হইল), خففنا (আমাদের মনকে হালকা করিল, সহজ করিল, শান্ত করিল, প্রশমিত করিল) এবং انبعثت نفوسنا اليها (আমাদের নফস মদীনা মুনাওয়ারার দিকে পুনরায় সক্রিয় হইল। আবির্ভূত হইল)। -(ঐ)

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا (লোকেরা কেহই তাঁহার এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই) মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ (তখন তিনি বলিলেন, আমাদের কষ্ট হয় নাই) অর্থাৎ ما اصابنا ضرر (আমাদেরকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে নাই, আমরা কোন আঘাত পাই নাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য কম-বয়স্কা সহধর্মিণীগণ বাহির হইয়া ...) অর্থাৎ صغيرات الاسنان من نسائه (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে যাহাদের বয়স কম তাহারা বাহির হইয়া ...) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

يَتَرَاءَيْنَهَا অর্থাৎ ينظرن اليها (তাহারা সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর দিকে দেখিতে লাগিলেন। -(ঐ)

وَيَشْمَتْنَ (তাহারা অন্যের বিপদে আনন্দিত হইল)। শব্দটির ى এবং م বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يفرحن يسقوطها (সাফিয়্যা মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আনন্দিত হইলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রাযিঃ)কে বিবাহ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়া এবং বিবাহে ওলীমা শরীআতে প্রমাণিত হওয়া-এর বিবরণ

(৩৩৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ

قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ

www.e-ilm.weebly.com

فِى حَدِيثِهِ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ}

(৩৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, আর এই হাদীছ রাবী 'বাহয' (রহ.)-এর বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, (যায়দ (রাযিঃ)-এর তালাক দেওয়ার পর) যখন হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি যয়নবের নিকট যাইয়া আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, যায়দ চলিলেন এবং তাহার কাছে গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করিতেছিলেন। যায়দ (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহাকে দেখিলাম তখন তাহার মর্যাদা আমার হৃদয়ে এমনভাবে জাগ্রত হইল যে, আমি তাহার প্রতি তাকাইতে পারিলাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। ফলে আমি তাঁহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম এবং পশ্চাতের দিকে সরিয়া পড়িলাম। অতঃপর বলিলাম, হে যয়নব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি এই সম্পর্কে কিছুই সিদ্ধান্ত নিব না যেই পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ হইতে নির্দেশ পাই। অতঃপর তিনি নামাযের স্থানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। এই দিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়া যয়নব (রাযিঃ)-এর অনুমতি ব্যতীতই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুপুর বেলা রুটি ও গোশত (ওলীমা হিসাবে) আপ্যায়ন করাইয়াছেন। আপ্যায়নের পর সাহাবীগণ বাহির হইয়া গেলেন, তবে কয়েক জন আহারের পর আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীগণের প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া তাহাদেরকে সালাম দিতে লাগিলেন। আর তাহার সহধর্মিণীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই সহধর্মিণীকে কেমন পাইয়াছেন? রাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমার স্মরণ নাই যে, আলাপরত সাহাবগণ চলিয়া যাওয়ার কথা আমি তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলাম, না তিনিই আমাকে অবহিত করাইয়াছেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তিনি চলিলেন এবং সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার ও তাহার মধ্যে পর্দা টানিয়া দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই পর্দার আয়াত নাযিল হইল। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করিলেন যাহা করার ছিল। আর ইবন রাফি' (রহ.) নিজ হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন: لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰـهُ الى قوله وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ (তোমরা নবীর গৃহসমূহে (আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। .... কিন্তু আল্লাহ পাক সত্যকথা বলিতে সংকোচ করেন না– সূরা আহযাব ৫৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَـمَّا انْقَضَتْ عِـدَّةُ زَيْنَبَ (যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হইল)। আল-মাওয়াহিব ও শরহুল মাওয়াহিব গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনত জাহশ (রাযিঃ)। তাহার মাতার নাম উমাইমা বিনত আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম। উমাইমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ফুফাত বোন যয়নবকে প্রথমে নিজ স্নেহস্পদ পালক পুত্র যায়দ বিন হারিছাহ (রাযিঃ)-এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। আল্লামা তাবরানী (রহ.) সহীহ সনদে কাতাদা ও ইবন জাবীর (রহ.) হইতে, তাহারা ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, قالا خطب النبى صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد فظنت انه يريد لنفسه فلما علمت انه يريد لزيد ابت واستنكفت۔ وقالت انا خير منه حسبا فانزل الله تعلى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الاية كلها ۔ فرضيت وسلمت فمكثت عنده عدة والقى الله فى قليه كراهتها فجاء يشكوها اليه صلى الله عليه وسلم فقال له امسك عليك زوجك واتق الله فنزلت و تخفى فى نفسك ما الله ميريه (তাহারা উভয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রাযিঃ)-এর ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন এবং তিনি প্রস্তাবটি যায়দ (রাযিঃ)-এর জন্য দিয়াছিলেন কিন্তু যয়নব (রাযিঃ) ধারণা করিয়াছিলেন তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি অবহিত হইলেন যে, প্রস্তাবটি যায়দ (রাযিঃ)-এর জন্য দিয়াছেন তখন তিনি ইহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলিলেন বংশ মর্যাদার দিক দিয়া আমি তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : আল্লাহ ও তাঁহার রসূল কোন কাজের আদেশ করিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নাই যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে, যে করিবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়"–(সূরা আহযাব ৩৬) ফলে যয়নব (রাযিঃ) প্রস্তাবে রাযী হইয়া সম্মতি দিলেন। অতঃপর কিছু দিন যায়দ (রাযিঃ)-এর সাথে বিবাহিত অবস্থায় থাকিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যায়দ (রাযিঃ)-এর অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকিতে দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : "আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করিতেছিলেন যাহা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দিবেন– (সূরা আহযাব ৩৭)। অর্থাৎ আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যায়দ অচিরেই যয়নব (রাযিঃ)কে তালাক প্রদান করিবে এবং আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। ফলে ইহা গোপন রাখার প্রয়োজন নাই অতঃপর যায়দ তাহাকে তালাক প্রদান করেন। অতঃপর যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে বলিয়া প্রেরণ করিলেন ... অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে– (ফতুহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩-৪৯৪)

فَاذْكُرْهَا (তুমি যয়নব (রাযিঃ)-এর নিকট আমার কথা উল্লেখ কর)। অর্থাৎ তুমি তাহার কাছে আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিধবার পূর্ব স্বামীকে কেহ বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিতে পারে যদি জানা থাকে যে, সে মন্দ মনে করিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৪)

فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (অতঃপর তিনি তাহার নামাযের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন)। অর্থাৎ তাঁহার ঘরের নামাযের স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করিলে ইসতিখারার নামায পড়া মুস্তাহাব। চাই উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যভাবে কল্যাণকর মনে হউক কিংবা না। ইহা সহীহ বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুকূলে রহিয়াছেন ঃ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها يقول اذا هم احدكم بالامر ليرقع ركعتين من غير الفريضة الى اخرة (হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কর্মের ক্ষেত্রে ইসতিখারার তা'লীম দিতেন। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয নামায ব্যতীত দুই রাকআত (ইসতিখারার নিয়্যতে নফল) নামায আদায় করে .... শেষ পর্যন্ত)। সম্ভবতঃ হযরত যয়নব (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ

www.e-ilm.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আদায়ে ত্রুটি হওয়ার আশংকায় ইসতিখারার নামায আদায় করিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৪)

وَنَزَلَ الْقُرْآنُ (আর কুরআন নাযিল হইল)। তাহা হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا (অতঃপর যায়দ (রাযিঃ) যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে আপনার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম– সূরা আহযাব ৩৭)। زَوَّجْنٰكَهَا এর শাব্দিক অর্থ– আপনার সহিত তাঁহার বিবাহ স্বয়ং আমি সম্পন্ন করিয়া দিয়াছি। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে বিবাহ-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটাইয়া এই বিবাহের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করিয়াছেন। ইহা সহীহ। অন্যথায় আকদ ব্যতীত বিবাহ অন্য কাহারও জন্য জায়িয নাই। ইহা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর গর্বের বিষয় ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহার বিবাহ সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৪)

হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনার সহিত তথাকথিত পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত বিবাহ হারাম হওয়া সংক্রান্ত জাহিলী যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করিয়া দেখানো হয়। হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহ সংশ্লিষ্ট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এই প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করিতেন। ইহার কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক ইহা সংশোধন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا (যাহাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাহাদের স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে সেই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে– সূরা আহযাব ৩৭) অর্থাৎ আমি আপনার সহিত যয়নবের বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছি যাহাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে গিয়া কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। -(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত)

وَنَزَلَ الْحِجَابُ (পর্দার আয়াত নাযিল হইল)। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ قال عمر قالت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله اية الحجاب (হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে ভালো-মন্দ লোকের আগমন ঘটে। কাজেই আপনি যদি উম্মুহাতুল মুমিনীনকে পর্দায় থাকার হুকুম দিতেন (তাহা হইলে ভালো হইত)। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। 'ইবন মারদুইয়া' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فاطال الجلوس فخرج صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يخرج فلما يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجه فقال عمر لعلك اذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل فقال عمر يا رسول الله لو اتخذت حجابا فان نساءك لسن كسائر النساء وذلك اطهر لقلوبهم فنزلت اية الحجاب (জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করিতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বাহির হইয়া আসিলেন যাহাতে সে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে তাহা করে নাই। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন হযরত

www.e-ilm.weebly.com

উমর (রাযিঃ) লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি অবশ্যই তিনবার দাঁড়াইয়াছিলাম যাহাতে সে আমার অনুসরণে দাঁড়াইয়া চলিয়া যায় কিন্তু সে তাহা করে নাই। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি পর্দার নির্দেশ দিতেন। কেননা, আপনার সহধর্মিণীগণ অন্যান্য মহিলাদের মত নহেন তাহা হইলে ইহা তাহাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতা লাভ হইত। ইতোমধ্যে পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘটনার কাছাকাছি সময়ে আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত আয়াত খানা নাযিল হওয়ায় এই কারণেই পর্দার আয়াত (ايـة الحجـاب) নাযিল হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন কারণ থাকা নিষেধ করে না। আর কতক ক্ষেত্রে পর্দার আয়াত দ্বারা মর্ম হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনগণের স্ত্রীদের বলুন, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টানিয়া নেয়। ইহাতে তাহাদেরকে চেনা সহজ হইবে। ফলে তাহাদেরকে উত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু– সূরা আহযাব ৫৯) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯২) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

(৩৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী, আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তবে আবূ কামিল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে আমি আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মহিলার জন্য ওলীমা করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। আর আবূ কামিল (রহ.) বলেন, তাঁহার কোন সহধর্মিণীগণের জন্য সেই রূপ ওলীমা করিতে দেখি নাই যেই রূপ ওলীমা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন। কেননা, তিনি তাহার (ওলীমার) জন্য একটি বকরী যবেহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ (যেইরূপ ওলীমা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে। কেননা যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহ ওহীর মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়াছে কিংবা ইচ্ছাকৃত নহে; বরং ঘটনাক্রমে এইরূপ ওলীমা হইয়াছিল যেমন ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন। কিংবা জায়িয বর্ণনার জন্য, যেমন অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আব্বাদ বিন জাবালা বিন আবূ রাওয়াদ ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক পরিমাণ কিংবা উত্তমভাবে ওলীমা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি তাঁহার অন্য কোন সহধর্মিণীগণের জন্য করেন নাই। রাবী সাবিত বুনানী (রহ.) (আনাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তিনি কী দিয়া ওলীমা করিয়াছিলেন? তিনি (আনাস (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, তিনি সকলকে রুটি ও গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করাইয়াছেন। এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتّٰى تَرَكُوهُ অর্থাৎ شبعوا (এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। কিংবা تركوه لشعبهم (এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহারের পর উদ্বৃত্ত রাখিয়া গেলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا}

(৩৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী, আসিম বিন নযর তায়মী ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)কে বিবাহ করিলেন তখন তিনি সাহাবীগণকে দাওয়াত করেন। তাহারা আহার করিলেন। অতঃপর বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দাঁড়াইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহারা দাঁড়াইলেন না। অতঃপর যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন। রাবী আমিম ও ইবন আবদুল আ'লা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আনাস (রাযিঃ) বলেন, কিন্তু তিনজন ঘরে বসিয়া রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। অতঃপর তাহারাও উঠিয়া চলিয়া গেল। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি আসিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়ার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করিলাম। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তিনি আগমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করার জন্য তাঁহার সহিত চলিলাম। এই সময় তিনি আমার ও তাঁহার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে (আহবান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়; এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। ... নিশ্চয় এইগুলি আল্লাহ তা'আলার কাছে গুরুতর অপরাধ– সূরা আহযাব ৫৩)

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ (তাহাদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য অপর ব্যক্তির ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা সমীচীন নহে। আর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অনুমতির উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘসময় তথায় বসে থাকা উচিত নহে।

فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ (কিন্তু তিনজন লোক ঘরে বসিয়া রহিল)। পূর্ববর্তী (৩৩৮৯ নং) হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে اذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث (তখনও দুইজন লোক ঘরে কথা-বার্তায় ব্যস্ত রহিল)। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, প্রথমে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় তাহারা তিনজন ছিল। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে আর একজন চলিয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়)। نَاظِرِينَ শব্দটি مـنتظِرِينَ (প্রতীক্ষিতগণ, প্রত্যাশিতগণ) অর্থে ব্যবহৃত। إِنَاهُ শব্দটির همزه বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ وقت حضوره (উহা হাযির করার সময়, উহা প্রস্তুত করার সময়)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

(৩৩৯৫) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

(৩৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... সালিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত, ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন, আমি পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব বিনত জাহশ (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে নওশা হিসাবে প্রভাত করেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মদীনা মুনাওয়ারায় বিবাহ করেন। তখন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় (ওলীমা) খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন এবং লোকেরাও তাঁহার সহিত বসিলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার তাহারা চলিয়া গেলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন এবং চলিলেন। আমিও তাঁহার সহিত চলিতে থাকিলাম। তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরার দরজায় পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি ধারণা করিলেন যে, আলাপরত লোকেরা বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ফলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলাম। আশ্চর্য যে, তখনও তাহারা তাহাদের জায়গায় বসা অবস্থায় রহিয়াছে। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি। এমনকি তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরা পর্যন্ত পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি (পুনরায় যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘরে) ফিরিয়া গেলেন এবং আমিও (তৃতীয়বার) ফিরিয়া গেলাম। তখন দেখা গেল, লোকেরা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি আমার ও তাঁহার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। আর এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ (আমি পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত)। অর্থাৎ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে। আর লোকদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সাধারণভাবে বলা জায়িয আছে। আত্মগর্ব হিসাবে নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ (এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন)। ইহা দ্বারা তিনি পর্দার আয়াত নাযিল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। কেননা, হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) তাহার (আনাস রাযিঃ) হইতে ইলম, বয়স এবং মর্যাদার দিক দিয়া অধিকতর বড় ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

(৩৩৯৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهٰذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتّٰى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ

قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করিয়া তাঁহার নব সহধর্মিণী (যয়নব (রাযিঃ)-এর) কাছে গেলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমার মা উম্মু

www.e-ilm.weebly.com

সুলায়ম (রাযিঃ) হায়স তৈরী করিয়াছিলেন। অতঃপর উহা একটি পাত্রে রাখিয়া আমাকে বলিলেন, ইয়া আনাস! তুমি ইহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাও এবং বল, আমার মা আমাকে ইহা নিয়া আপনার খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্বল্প (হায়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে হাদিয়া পেশ করা হইল। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, ইহা (হায়স) নিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই অল্প 'হায়স' আমাদের পক্ষ হইতে আপনাকে (হাদিয়া স্বরূপ) পেশ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা রাখ। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি অমুক অমুক অমুকের কাছে যাও এবং দাওয়াত দাও। আর সেই সকল লোককে দাওয়াত দাও যাহাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি কয়েকজন লোকের নামও উল্লেখ করিলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি নাম উল্লেখকৃত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং যাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদেরকেও। রাবী (জা'দ) বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আমন্ত্রিত লোকদের সংখ্যা কত ছিল। তিনি (আনাস (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আনাস! 'হায়স'-এর পাত্রটি নিয়া আস, তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, দাওয়াতী লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আঙ্গিনায় নির্মিত) শামিয়ানার নীচ ও হুজরা খানা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা যেন দশজন করিয়া হালকা বাঁধিয়া বসে (অর্থাৎ যখন দশ জনের ভোজ শেষ হইবে তখন অপর দশজন বসিবে) আর যেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মুখস্ত হইতে আহার করে (অর্থাৎ খানার মধ্যবর্তী উচ্চতাকে ভঙ্গ করিবে না, বরকত উহার উপরই নাযিল হয়)। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, (দশ জনের) একদল লোক (আহার করিয়া) বাহির হইলে আরেক দল প্রবেশ করিল। এমনিভাবে সকলের আহার শেষ হইল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলিলেন, হে আনাস! (হায়স-এর পাত্রটি) উঠাইয়া নাও। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন আমি পাত্রটি উঠাইয়া নিলাম। আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, আমি পাত্রটি রাখার সময় খাদ্য বেশী ছিল না কি উঠাইবার সময় বেশী ছিল।

তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তাহাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরা খানায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় বসা ছিলেন এবং তাহার নবসহধর্মিণী (হযরত যয়নব রাযিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। (আহারের পর) তাহাদের বসিয়া থাকা তাঁহার কাছে কষ্টকর মনে হইল। ফলে তিনি তাঁহার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাছে গিয়া সালাম জানাইলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিলেন, তাহারা যখন প্রত্যক্ষ করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের বসিয়া কথাবার্তা বলা তাঁহার জন্য কষ্টকর হইয়াছে। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল এবং সকলেই বাহির হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং পর্দা টানিয়া পর্দার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ঘরে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া লোকদের কাছে তিলাওয়াত করিলেন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخ ("হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে (আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না। তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়, কিন্তু তোমাদিগকে যখন (খাওয়ার জন্য) ডাকা হইবে তখন প্রবেশ করিও। অতঃপর ভোজন যখন শেষ কর, তখন উঠিয়া চলিয়া যাইও এবং আলাপরত হইয়া বসিয়া থাকিও না, নিশ্চয় ইহা নবীর জন্য কষ্টদায়ক– আয়াতের শেষ পর্যন্ত– সূরা আহযাব ৫৩) রাবী জা'দ (রহ.)

www.e-ilm.weebly.com

বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই এই আয়াতসমূহ শ্রবণ করিয়াছি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণকে পর্দার মধ্যে নেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا (আমার মা উম্মু সুলায়ম হায়স তৈরী করিয়াছিলেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, আনাস (রাযিঃ)-এর মা উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) প্রদত্ত 'হায়স' হাদিয়া দ্বারা হযরত যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)-এর ওলীমা করা হইয়াছিল। অথচ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী মশহুর হাদীছসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)-এর ওলীমা রুটি এবং গোশত দ্বারা করিয়াছিলেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, সম্ভবতঃ প্রথমে লোকজনকে রুটি ও বকরীর গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করিয়াছিলেন এবং লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পরও কিছু লোক বসিয়া আলাপরত ছিল। এমন সময় আনাস (রাযিঃ) 'হায়স' নিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও লোক দাওয়াত দিয়া আনার জন্য হযরত আনাস (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিলেন। তিনি যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলেই আসিয়া দশজন করিয়া হালকা হইয়া হায়স আহার করিলেন, ইহাতে এমন বরকত হইয়াছিল যে, সামান্য খাদ্য প্রায় তিনশতজন তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়াছিলেন। অবশেষে পূর্বের সমান কিংবা উহার হইতে অধিক পাত্রে রহিয়া গেল। কিংবা এইরূপে সমন্বয় হইবে যে, হযরত আনাস (রাযিঃ) প্রথমেই হায়স নিয়া আসিয়াছিলেন। আর হায়স এবং রুটি-গোশত যুগপৎ ভোজন করানো হইয়াছিল। লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ (উহা একটি পাত্রে রাখিয়া ...)। تَوْرٍ শব্দটির ت বর্ণে যবর এবং و বর্ণে সাকিনসহ পঠনে القدح (বাটি, পেয়ালা)-এর মত একটি اناء (পাত্র, বাসন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ (এই সামান্য (হায়স) আপনার (ওলীমায় সহযোগিতার) জন্য আমাদের পক্ষ হইতে (হাদিয়া স্বরূপ) প্রদান করা হইল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) নব বিবাহিতের বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য তাঁহার ওলীমায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা মুস্তাহাব। (দুই) প্রাপকের কাছে ওযর পেশ করা চাই এবং উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর ন্যায় هذا لك قليل (এই যৎসামান্য (হায়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষে হাদিয়া দেওয়া হইল) বলা সমীচীন। (তিন) নিমন্ত্রণকারীর কাছে সালাম পাঠানো মুস্তাহাব, যদি তিনি প্রেরক হইতে আফযল হন। অধিকন্তু 'সালাম'-এর মাধ্যমে নিজে অনুপস্থিত থাকার ওযর প্রকাশ করার সুন্দর তরীকা। -(ফতঃ মুলহিম ৩ঃ৪৯৬-৪৯৭)

زُهَاءَ ثَلَاثِ (প্রায় তিন শত)। زُهَاءَ শব্দটির ز বর্ণে পেশ ه বর্ণে যবর মাদসহ পঠিত। ইহার অর্থ نحو ثلاث مائة (প্রায় তিনশত)। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির একটি মু'জিযা প্রকাশিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৭)

الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ (বাড়ীর আঙ্গিনায় শামিয়ানা ও ঘরে ...)। الصُّفَّةُ অর্থ السقيفة (ছাউনী, আচ্ছাদন, শামিয়ানা)। আর الْحُجْرَةُ অর্থ الدار (ঘর)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৭)

لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ (তাহারা যেন দশ দশজন করিয়া হালকা বাঁধিয়া বসে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত বড় বাটির চতুর্পাশে দশজন বসিয়া আহার করা খানার আদব। খাদ্য যদি একপ্রকারের হয় তাহা হইলে সামনের স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। আল্লামা উবাই (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ঐ)

وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا (তাঁহার নবসহধর্মিণী (হযরত যয়নব (রাযিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুরূপ সকল নুসখায় زَوْجَتُهُ শব্দটি ت সহ রহিয়াছে। ইহা অল্প ব্যবহৃত পরিভাষা। কিন্তু হাদীছ এবং কবিতায় অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে। মাশহুর হইল زَوْجَهُ শব্দটি ت বর্ণ ছাড়া পঠিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৭)

www.e-ilm.weebly.com

فَابْتَدَرُوا الْبَابَ অর্থাৎ خرجوا مسرعين (তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল)। -(ঐ)

(৩৩৯৭) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

(৩৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন তখন উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) পাথরের একটি বড় বাটিতে করিয়া তাঁহার (ওলীমায় পরিবেশনের) জন্য হায়স (হাদিয়া) পাঠাইলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যাও। মুসলমানদের মধ্যে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে তাহাকে আমার পক্ষে দাওয়াত দাও। অতঃপর যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তাহাকেই আমি দাওয়াত দিলাম। তাহারা তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিতে আরম্ভ করিল এবং ভোজন করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত খাদ্যের উপর রাখিলেন এবং দু'আ পড়িলেন। আর ইহার উপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যাহা পাঠ করার উহা পাঠ করিলেন। এইদিকে যাহার সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত দিয়াছি। তাহারা সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিল অতঃপর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের একদল রহিয়া গেল এবং তথায় তাহারা দীর্ঘক্ষণ আলাপরত রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও) তাহাদেরকে কিছু বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছিলেন। তাই তিনি (তাহাদের বুঝার জন্য) নিজেই বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে ঘরেই রাখিয়া গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخ ("হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে (আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না। তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়)। কাতাদা (রহ.) غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ -এর ব্যাখ্যায়) বলেন, غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا (তোমরা আহার্য প্রস্ততির সময়ের যদি অপেক্ষা না কর)। কিন্তু তোমাদিগকে যখন (খাওয়ার জন্য) ডাকা হইবে তখন প্রবেশ করিও ... এমনকি পৌঁছিলেন, এই বিধান (চিরকালের জন্য) তোমাদের অন্তরসমূহের জন্য ও তাহাদের অন্তরসমূহের জন্য অধিকতর পবিত্রতার উপায়– সূরা আহযাব ৫৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
৩৩৯৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াতকারীর আহ্বানে দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার হুকুম-এর বিবরণ

(৩৩৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

(৩৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ (তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়)। وَلِيمَةِ শব্দের অর্থ ও প্রকারসমূহ পূর্ববর্তী (৩৩৭৯ নং) হাদীছে আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক)-এর ব্যাখ্যার অধীনে করা হইয়াছে।

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) 'আল-হিনদিয়া' গ্রন্থে বলেন, দাওয়াত কবূল করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিব, বর্জন করার কোন অবকাশ নাই। আর অন্যান্য সকল আলিমের মতে দাওয়াত কবূল করা সুন্নত। ওলীমার দাওয়াত হইলে কবূল করা উত্তম, অন্যান্য তাহার ইচ্ছাধীন। তবে কবূল করাই ভালো। কেননা, ইহার মাধ্যমে মুসলমানের অন্তরে আনন্দ হয়। যখন কবূল করিয়া উপস্থিত হইবে তখন ইচ্ছা করিলে আহার করিবে কিংবা না। তবে রোযাদার না হইলে আহার করাই উত্তম। البناية গ্রন্থে আছে, দাওয়াত কবূল করা সুন্নত। ওলীমার দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। তবে যেই সকল দাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা, প্রশংসা রচনা করা, কিংবা অনুরূপ কিছু উদ্দেশ্যে হয়, উহা কবূল না করা সমীচীন। বিশেষ করিয়া আলিমগণের জন্য। الاختيار গ্রন্থে আছে, বিবাহের ওলীমার দাওয়াত কবূল করা স্থায়ী সুন্নত। ইহা কবূল না করা গুনাহের কাজ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (যেই ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করিল না সে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে। (দাওয়াত কবূল করার দ্বারা পরস্পরে মিল-মহব্বত ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। ইহা বিনয়ের লক্ষণ। কাজেই বিনা ওযরে ইহা কবূল না করা আহমিকার পরিচায়ক। ইহাকেই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতার শামিল করা হইয়াছে)। যদি সে রোযাদার হয় দাওয়াত কবূল করিয়া মজলিসে উপস্থিত হইবে এবং দু'আ করিবে। আর যদি রোযাগার না হয় তবে আহার করিবে এবং দু'আ করিবে। আর যে ব্যক্তি আহারও করে না এবং কবূলও করেনা সে গুনাহকারী বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা, সে আপ্যায়নকারীর সহিত উপহাস করিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ لو دعيت الى كراع لاجبت (আমাকে যদি বকরীর পায়া ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্যই আমি উহা কবূল করিব)। এই সকল হাদীছের দাবী যে, ওলীমার দাওয়াত কবূল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। পক্ষান্তরে অন্যান্য দাওয়াত। শরহুল হিদায়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওলীমার দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। 'তাতারখানিয়া' গ্রন্থে আছে, যদি কাহাকেও দাওয়াতে আহ্বান করা হয় তবে উহাতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি উক্ত স্থানে বিদআত, গুনাহ ও শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড না হয়। বর্তমান যমানায় তো বিদআত এবং গুনাহের কাজ না হওয়া দৃঢ়বিশ্বাস

www.e-ilm.weebly.com

থাকিতে হইবে। তবে ইহা ওলীমা ছাড়া অন্যান্য দাওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হইবে। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হইলে আর সেই বাড়ীতে খেলা-তামাসা ও সঙ্গীত উৎসব হইলেও বসিয়া আহার করিয়া চলিয়া আসিবে। আর যদি ভোজস্থলে অনুরূপ কিছু হয় তাহা হইলে বসা সমীচীন নহে; বরং উহা পরিহার করিয়া চলিয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিমদের সাথে উপবেশন করিবেন না– সূরা আনআম ৬৮) আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, তাহার জন্য চলিয়া আসা ওয়াজিব। 'ইখতিয়ার' গ্রন্থকার বলেন, কেননা, খেলা-তামাশা ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রবণ করা হারাম। আর দাওয়াত কবূল করা সুন্নত। ফলে হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকাই শ্রেয়। অনুরূপ ভোজস্থলে যদি লোকেরা পরস্পর গীবত-শিকায়ত পর্যালোচনা করিতে থাকে সেই স্থলেও বসিবে না। কেননা, গীবত, খেলা-তামাশা হইতে অধিক মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৮)

فَلْيَأْتِهَا (তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়)। অর্থাৎ فليات مكانها (তখন সে যেন ওলীমার স্থানে যায়)। উহ্য বাক্যটি হইবে, اذا دعى الى مكان وليمة فليأتها (যখন ওলীমার স্থানে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন উক্ত দাওয়াত কবূল করে তথা উপস্থিত হয়)। আর مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর ضمير (সর্বনাম) পুনরাবৃত্তিতে কোন দোষ নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৯)

(৩৩৯৯) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ .

(৩৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা কবূল করে। রাবী খালিদ (রহ.) বলেন, রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) ইহা বিবাহের ওলীমার উপর প্রয়োগ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ (ইহাকে বিবাহের ওলীমার উপর প্রয়োগ করেন)। অর্থাৎ عَلٰى وليمة الْعُرْسِ (বিবাহের ওলীমার উপর ...)। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। الْعُرسِ শব্দটির ر বর্ণে সাকিন বা পেশ দ্বারা পঠনে দুইটি মশহুর পরিভাষা রহিয়াছে। ইহা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত। তবে ইহার একটি পুংলিঙ্গ পরিভাষাও আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৯)

(৩৪০০) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ .

(৩৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবূল করে।

(৩৪০১) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ .

(৩৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি

মুসলিম ফর্মা -১৩-১৩/২

www.e-ilm.weebly.com

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন দাওয়াতে আসিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ائْتُوا الدَّعْوَةَ (দাওয়াতে আসিবে)। প্রকাশ্য যে, الدَّعْوَة শব্দের لام বর্ণটি عهد এর জন্য ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা প্রথমে উল্লিখিত الوليمة মর্ম। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, الوليمة শব্দটি যখন বন্দীত্বহীন উল্লেখ করা হয় তখন ইহা দ্বারা বিবাহের ওলীমা মর্ম। পক্ষান্তরে অন্যান্য ولائم (আপ্যায়নসমূহ)। উহাকে বন্দীত্বসহকারে উল্লেখ করিতে হয়। আর لام বর্ণটিকে عموم (ব্যাপক)-এর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হাদীছের রাবী ইহা দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, বিবাহের দাওয়াত হউক বা অন্য কোন দাওয়াত। সকল দাওয়াতই কবূল করিবে, যেমন পরবর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৯)

(৩৪০২) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

(৩৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেহ যখন তাহার ভাইকে দাওয়াত দেয় তখন সে যেন তাহার দাওয়াত কবূল করে। বিবাহের দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত।

(৩৪০৩) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ.

(৩৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহাকে বিবাহ ভোজে কিংবা অন্য কোন (শরীআতসম্মত) অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা কবূল করে।

(৩৪০৪) حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

(৩৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাস'আদ বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে উপস্থিত হইবে।

(৩৪০৫) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

(৩৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এই (ওলীমার) দাওয়াত কবূল করিবে যখন তোমাদেরকে উহার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী (নাফি' রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর

www.e-ilm.weebly.com

(রাযিঃ) বিবাহের কিংবা বিবাহ ছাড়া অন্য যে কোন দাওয়াতে তিনি উপস্থিত হইতেন। এমনকি তিনি রোযাদার অবস্থায়ও (উপস্থিত হইতেন)।

(৩৪০৬) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا.

(৩৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদেরকে বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা উহা কবূল করিও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (যখন তোমাদেরকে পায়া ভোজের দাওয়াত দেওয়া হয়)। كُرَاع শব্দটির ك বর্ণে পেশ ر বর্ণ তাশদীদবিহীন এবং শেষে ع বর্ণে পঠিত। ইহা গরু ও বকরীর পায়ের নলা, খুরা এবং হাতের কবজি পর্যন্ত অংশ। ঘোড়া ও উটের সামনের পায়ের নলাকেও كُرَاع বলা হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, জমহুরের উলামার মতে এই স্থানে كُرَاع দ্বারা كُرَاع الشاة (বকরীর পায়া) মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৯)

(৩৪০৭) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ.

(৩৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহাকেও যখন খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন দাওয়াত কবূল করে। অতঃপর (উপস্থিত হইয়া) ইচ্ছা করিলে আহার করিবে, আর ইচ্ছা করিলে আহার করিবে না। রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে إِلَى طَعَامٍ (খাবারের দিকে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৪০৮) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৩৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৪০৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

(৩৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কাহাকেও যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবূল করে যদি সে রোযাদার হয় তাহা হইলে সে যেন তথায় গিয়া দু'আ-কালাম পড়ে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহা হইলে সে যেন আহার করে।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيُصَلِّ (সে যেন তথায় গিয়া দু'আ কালাম পড়ে)। আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীছে আছে وان كان صائما فليدع (আর সে রোযাদার হইলে সে যেন তথায় গিয়া (বরকতের জন্য) দু'আ পড়ে)। আলোচ্য হাদীছে الصلوة দ্বারা الدعاء (দু'আ) মর্ম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কতক শারেহ প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়া বলেন, সে রোযাদার হইলে (নফল) নামাযে মগ্ন থাকিবে যাহাতে সে উহার ফযীলত প্রাপ্ত হয় এবং নিমন্ত্রণকারী ঘরবাসী ও উপস্থিতি মেহমানদের জন্য উহা বরকতপূর্ণ হয়। তবে ইহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উপর আপত্তি আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে لاصلوة بحضرة الطعام (খাবার হাযির হইলে নামায নাই)। সম্ভবতঃ ইহা সায়িম ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে খাস হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

(৩৪১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(৩৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য হইতেছে সেই ওলীমার খাদ্য যাহাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যেই ব্যক্তি (ওলীমার) দাওয়াত (কবূল করা) ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ (আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কী মন্দ খাদ্য ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছকে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর মাওকূফ হিসাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মারফু হিসাবে তথা উভয়ভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কোন সাহাবী (রাযিঃ) হইতে হাদীছ মাওকূফ ও মারফু হিসাবে বর্ণিত হইলে সহীহ মাযহাব মতে মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত হাদীছও মারফু হিসাবে গণ্য হয়। কেননা, ইহা ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত, যাহা গৃহীত। এই হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে লোকদের মধ্যে যাহা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার খবর দেওয়া। যেমন ওলীমা ও অন্যান্য আপ্যায়নে ধনীদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া, দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদেরকে বিশেষত্ব প্রদান করা, তাহাদেরকে উত্তম খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাহাদের জন্য উর্ধ্বস্থানে বসার ব্যবস্থা করা, তাহাদেরকে আগে খাওয়নোর ব্যবস্থা করা এবং অনুরূপ মন্দ বৈশেষ্ট্যাবলী যাহা সাধারণতঃ ওলীমাসমূহে (বিভিন্ন আপ্যায়নে) হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারী। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ (কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়)। বাক্যটি حال এর স্থলে لطعام الوليمة (ওলীমার খাবারের জন্য) অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহা মন্দ খাদ্য হইবে যদি উহাতে এই গুণ পাওয়া যায়। এই কারণে ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, اذا خص الغنى و ترك الفقير امرنا ان لا نجيب (যখন বিশেষভাবে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং ফকীরদের বর্জন করা হয়। এই ধরণের দাওয়াত কবূল না করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, নিমন্ত্রণকারী যদি ধনী এবং ফকীরদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেককেই পৃথকভাবে ভোজের ব্যবস্থা করেন তাহাতে কোন দোষ নাই। হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) অনুরূপ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

(৩৪১১) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৩৪১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইমাম যুহরী (রহ.)কে বলিলাম, হে আবূ বকর! এই যে হাদীছ "সর্বাধিক মন্দ খাদ্য ধনীদের খাদ্য"-এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি হাসি দিলেন এবং বলিলেন, না ধনীদের খাদ্য সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য নহে। রাবী সুফয়ান (রহ.) বলেন, আমার পিতা ধনী ছিলেন বলিয়া এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি আতঙ্কিত হইলাম। ফলে আমি ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি (ইমাম যুহরী (রহ.) জবাবে) বলিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আল-আ'রাজ (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য ওলীমার খাদ্য। অতঃপর তিনি রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৪১২) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(৩৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নিকৃষ্টতর খাদ্য হইল ওলীমার খাদ্য। অতঃপর রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪১৩) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.

(৩৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৪১৪) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

(৩৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে ওলীমার খাদ্য যেইখানে আগমনে ইচ্ছুকদেরকে নিষেধ করা হয় এবং অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যেই ব্যক্তি (অবজ্ঞা প্রদর্শনে) দাওয়াত কবূল করে না সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَقَدْ عَصَى اللهَ الخ (সে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা ওলীমার দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। কেননা, ওয়াজিব তরক করা ছাড়া গুনাহের প্রয়োগ হয় না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ হয় এবং সে তাহার সহিত সহবাস করে। অতঃপর তালাক দেয় এবং ইদ্দত পালন করে

(৩৪১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল। আমি রিফা'আ (রাযিঃ)-এর নিকট ছিলাম, সে আমাকে তালাক দিয়াছে পূর্ণ তালাক। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করি। আর তাহার কাছে যাহা আছে তাহা কাপড়ের আঁচলের মত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি কি পুনরায় রিফা'আর কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে চাও। উহা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার হইতে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং সেও তোমার হইতে সম্ভোগ স্বাদ গ্রহণ করিবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁহার পাশে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) দরজায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন যে, অনুমতি পাইলে ভিতরে প্রবেশ করিবেন। তখন খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) (আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে) ডাক দিয়া বলিলেন, ইয়া আবা বকর! আপনি কি শ্রবণ করেননি এই মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কি বলিয়াছে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الخ (রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। রাবী মালিক (রহ.) আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর নাম তুমাইমা বিন্ত ওহাব (রাযিঃ) বলিয়াছেন। তবে تميمة শব্দটি 'তামীমা' কিংবা 'তুমাইমা' এতদুভয়ে মতানৈক্য আছে। দ্বিতীয়টি প্রাধান্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ (আমি রিফা'আর নিকট ছিলাম)। তিনি হইলেন رفاعة القرظى ابن سموأل (বিফা'আ কুরাযী ইবন সামাউয়াল (রাযিঃ))। سموأل শব্দটি س ও م বর্ণে যবর و বর্ণে সাকিন অতঃপর همزه বর্ণের পর ل বর্ণ দ্বারা পঠিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

فَبَتَّ طَلَاقِي (পূর্ণ তালাক)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, রিফা'আ (রাযিঃ) তাহার স্ত্রী (তুমাইমা)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন انت طالق البتة (তুমি অকাট্য তালাক)। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা বায়িন

www.e-ilm.weebly.com

তালাক মর্ম। স্বামী হইতে সে পৃথক হইয়া গেল। আর ইহা তিন তালাক একসাথে প্রদান কিংবা তিন তালাক তিনবারে প্রদান উভয়টি শামিল করে। তবে সহীহ বুখারী শরীফের كتاب الادب এ সংকলিত হাদীছ দ্বিতীয়টির পক্ষপাত করে। উহাতে আছে انها قالت طلقنى اخر ثلاث تطليقا (মহিলাটি বলিল, আমাকে সে সর্বশেষে তিন তালাক দিয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ (অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করি)। الزَّبِيرِ শব্দটি زَ বর্ণে যবর ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। তিনি হইলেন الزَّبِير بن باطاء (যাবীর বিন বাতা) আর কেহ বলেন باطياء (বাতিয়া)। আবদুর রহমান (রাযিঃ) সাহাবী ছিলেন। আর তাহার পিতা 'যাবীর' ইয়াহুদী অবস্থায় গযূয়ায়ে বনী কুরায়যায় নিহত হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (কাপড়ের আঁচলের মত)। هُدْبَةِ শব্দটির ه বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিন এবং ب বর্ণে যবরসহ পঠিত। উহা طرف الثوب الذى لم ينسج (বস্ত্রের প্রান্তভাগ যাহা বুনন হয় না)। هُدْبَةِ শব্দটি هُدب العين (চোখের পশম) হইতে গৃহীত। তাহা হইল شعر الجفن (চোখের পাতার পশম)। রিফা'আ (রাযিঃ) তালাক প্রদত্ত স্ত্রী তুমাইমা ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)-এর পুংলিঙ্গ বিস্তৃত না হইয়া শিথিল থাকার দিক দিয়া বস্ত্রের আঁচলের অনুরূপ। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ সে বস্ত্রের আঁচলের সহিত উপমা এইজন্য দিয়াছে যে, উহা সঙ্গমের সময় পরাজিত হয়। উহাকে উত্তেজিত করিতে চাহিলে উত্তিজিত করিতে পারে না। কিংবা প্রথম স্বামীর তুলনায় যৌণক্ষমতায় তিনি দুর্বল। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, এই কারণেই কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব। কেননা, তাহার কাছে সকল পুরুষ সমান। পক্ষান্তরে বিধবা। -(ঐ)

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় আশ্চর্য হইয়া মুচকি হাসিলেন)। আশ্চর্যের কারণ দুইটি হইতে পারে (এক) সাধারণতঃ মহিলারা এই সকল বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করণে লজ্জাবোধ করে অথচ সে লজ্জাবোধ করেনি। (দুই) মহিলাদের আকল দুর্বল হওয়ার কারণে। কেননা, সে প্রথম স্বামীর প্রতি মহব্বত এবং তাহার কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রত্যাশায় দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি বিষাদ প্রকাশ করিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

لَا (না) অর্থাৎ لاترجعين اليه (তাহার দিকে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে لاتحلين لزوجك الاول (তোমার প্রথম স্বামীর জন্য তুমি হালাল নও)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

حَتّٰى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ (যে পর্যন্ত না তুমি তাহার সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করিবে)। عُسَيْلَة শব্দটির ع বর্ণে পেশ س বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে عسلة এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক)। আর العسل (মধু)-এর দুইটি পরিভাষা আছে تانيث (স্ত্রীলিঙ্গরূপে) عسلة (মধু) এবং تذكير (পুংলিঙ্গরূপে) عسل (মধু) ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই عسيلة স্ত্রীলিঙ্গ লওয়া হইয়াছে। আর কেহ বলেন عسيلة কে স্ত্রীলিঙ্গ লওয়ার কারণ হইতেছে ইহা দ্বারা তিনি النطفة (বীর্য) মর্ম নিয়াছেন। ইমাম নওয়াভী (রহ.) এই দ্বিতীয় অভিমতকে দুর্বল বলিয়াছেন। কেননা, ইহাতে বীর্যপাত হওয়া শর্ত নহে। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে সহবাস মর্ম। সহবাসের আস্বাদনকে মধুর আস্বাদনের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, العسلة কে هاء দ্বারা تصغير লওয়ার কারণ হইতেছে যে, عسل শব্দটি সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم قال العسلة الجماع-رواه دار قطنى (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রসাস্বাদন হইল সহবাস– দারু কুতনী)

আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা যৌন সঙ্গম করা মর্ম এবং যৌনাঙ্গ যৌনাঙ্গের পথে মিলনের স্বাদ পাওয়া পানি (বীর্যপাত) নহে। জমহুরে উলামা বলেন, ذوق العسيلة (রসাস্বাদন) দ্বারা পরোক্ষভাবে সহবাস মর্ম।

www.e-ilm.weebly.com

আর উহা হইতেছে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করা। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইমাম এই বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছেন যে, তালাক প্রাপ্তা মহিলার প্রথম স্বামী হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাস করা শর্ত। কেবলমাত্র সাঈদ বিন মুসাইয়্যি এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। -(ফ: মু: ৩ঃ৫০২)

(৩৪১৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) তাঁহাকে জানান যে, রিফা'আ কুরাযী (রাযিঃ) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেয়। সে তাহাকে পূর্ণরূপেই তালাক দিয়া দেয়। অতঃপর উক্ত তালাক প্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। অতঃপর উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ছিল রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী। রিফা'আ তাহাকে পুরোপুরিভাবে তিন তালাক দিয়া দেয়। তাহার পরে সে আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। আল্লাহ তা'আলার কসম! তাহার সহিত তো কেবল বস্ত্রের প্রান্তভাগের অনুরূপ রহিয়াছে। ইহা বলিয়া উক্ত মহিলা তাহার নিজ উড়নার আচল দেখাইল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রিফা'আর কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চাও! না, এইরূপ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তোমার সম্ভোগে স্বাদ লাভ করে এবং তুমিও তাহার রসাস্বাদন কর। এই সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রাযিঃ) ছিলেন দরজার উপর বসা, তাঁহাকে হুজরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রাযিঃ) আবূ বকর (রাযিঃ)কে ডাক দিয়া বলিলেন, আপনি কেন এই মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এই সকল কথা বলিতে বারণ করিতেছেন না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৪১৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

www.e-ilm.weebly.com

(৩৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিফা'আ কুরাযী (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অতঃপর সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করে, রিফা'আ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.) বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪১৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

(৩৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 'আলা আল হামাদানী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে যাহাকে একব্যক্তি বিবাহ করে, অতঃপর সে তাহাকে তালাক প্রদান করে। তারপর সেই মহিলা অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। কিন্তু সে তাহার সহিত সহবাস করিবার পূর্বে তালাক প্রদান করে। এখন কি তাহার জন্য তাহার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করা হালাল হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যেই পর্যন্ত না সে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সম্ভোগ স্বাদ লাভ করে।

(৩৪১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

(৩৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা সকলে ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَا حَتّٰى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

(৩৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। অতঃপর সেও সহবাস করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। এখন প্রথম স্বামী তাহাকে (পুনরায়) বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যেই পর্যন্ত না তাহারা একে অপরের সহিত সেইরূপ সম্ভোগের স্বাদ লাভ করিবে যেইরূপ প্রথম স্বামী সম্ভোগের স্বাদ লাভ করিয়াছিল।

(৩৪২১) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

(৩৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম (রহ.), তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীসহবাসের পূর্বে যাহা পাঠ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৪২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

(৩৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেহ যখন তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন পাঠ করে ঃ بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহ তা'আলার নামে! হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন। আর আমাদেরকে আপনি যাহা দান করিবেন তাহাকেও শয়তান হইতে দূরে রাখুন)। ফলে এই সহবাসে তাহাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তাহা হইলে শয়তান কখনও তাহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا أَرَادَ (যখন ইচ্ছা করিবে) অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস আরম্ভ করার পূর্বে। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, 'ইবন আবী শায়বা (রহ.) ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে মাওকূফ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন যখন সে বীর্যপাত ঘটাইবে তখন (মনে মনে) বলিবে ঃ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا (হে আল্লাহ! আমাকে যাহা দান করিবেন উহাতে শয়তানের কোন অংশ দিবেন না)। সম্ভবতঃ এই কলেমাটি স্বামী অন্তরে পাঠ করিবে কিংবা সহবাস শেষে। কেননা, সর্বসম্মত মতে সহবাসকালীন অবস্থায় মুখে আল্লাহর যিকর করা মাকরূহ। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ৫০৭)

جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ (আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন) جنبنا অর্থাৎ بَعِّدْنَا (আমাদের হইতে দূরে রাখুন) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৭)

لَمْ يَضُرَّهُ (তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না) অর্থাৎ لم يضر الشيطان الولد (শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

أَبَدًا (কখনও না, চিরতরে, সর্বদা, চিরকালের জন্য)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে, সহবাসের মাধ্যমে জরায়ুতে বীর্য পৌঁছানোর প্রাক্কালে যিকরুল্লাহ পাঠের বরকতে সন্তানটি কুফরী হইতে বাঁচিয়া খাতিমা বিল খায়র হইবার তৌফিক হইবে। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আবদুর রাজ্জাক হইতে মুরসাল রিওয়ায়ত আছে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে তখন বলিবে ঃ بِاسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমাদের যাহা আপনি

www.e-ilm.weebly.com

দান করিবেন উহাতে বরকত দিন আর আপনি আমাদের যাহা দিবেন উহাতে শয়তানের ভাগ রাখিবেন না)। তাহা হইলে আশা করা যায় যে, উক্ত সহবাসে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে নেক সন্তান লাভ হইবে। -(ঐ)

(৩৪২৩) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ.

(৩৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমন্বেয় হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী শু'বা (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছে بِسْمِ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার নামে) উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী ছাওরী (রহ.) সূত্রে আবদুর রাজ্জাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে بِسْمِ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার নামে) রহিয়াছে। আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, মানসূর (রহ.) বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি বলিয়াছেন 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলার নামে)।

بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মলদ্বার ছাড়া স্ত্রীর সম্মুখ কিংবা পিছন দিক হইতে সহবাস করা জায়িয-এর বিবরণ

(৩৪২৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(৩৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... ইবনুল মুনকাদির (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা বলিত, কোন লোক তাহার স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে সহবাস করিলে ইহাতে সন্তান টেরা চোখ বিশিষ্ট হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয় ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত (স্বরূপ), অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে ব্যবহার কর– সূরা বাকারা ২২৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا (স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে ...) আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, স্বামী স্ত্রীর পিঠের পিছন দিকে থাকিয়া তাহার সম্মুখ পথে (যোনিদ্বারে) পুংলিঙ্গ প্রবিষ্ট করানো। কেননা মলদ্বারে স্ত্রীসহবাস করা সকল ধর্মেই হারাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য (স্বরূপ))। الحرث (চাষ) হইল القاء البذر فى الارض (যমীনের মধ্যে বীজ বপন করা) সে বীজ হইতে অংকুর বাহির করেনা; বরং আল্লাহ পাকই বীজের মধ্য হইতে সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ উদগত করেন। এই দিকে ইশারা করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ـ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهٗٓ أَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ (তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাকে কি তোমরা উদগত কর, না আমিই উৎপন্নকারী?– সূরা ওয়াকিয়া ৬৩-৬৪)

আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, الزرع (শস্যক্ষেত) আর الحارث হইল الحرث হইল الزارع (রোপনকারী, চাষী)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) حَرْثٌ لَّكُمْ (তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ) অর্থাৎ مواضع زراعة اولادكم (তোমাদের সন্তান চাষের স্থানসমূহ)। অর্থাৎ স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য চাষাবাদের লক্ষ্যে নির্ধারিত যমীনের স্থলাভিষিক্ত। আর উহার স্থান হইল সম্মুখ পথ (যোনিদ্বার)। কেননা, পশ্চাৎপথ হইতেছে মলদ্বার। যাহা চাষাবাদের স্থান নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

أَنّٰى شِئْتُمْ (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর)। কাতাদা (রহ.) বলেন, من اين شئتم (তোমরা যেই দিক হইতে ইচ্ছা কর)। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, كيف شئتم (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর)। আর যাহ্হাক (রহ.) বলেন متى شئتم (তোমরা যখন ইচ্ছা কর)। যাহা হউক أَنّٰى শব্দটি أين (যেইদিক), كيف (যেইভাবে, যেইরূপে) এবং متى (যখন) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮ সংক্ষিপ্ত)

(৩৪২৫) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَأُنْزِلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ}

(৩৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীরা বলিতেছিল যে, যদি কেহ আপন স্ত্রীর সহিত এইরূপে সঙ্গম করে যে, স্ত্রী পৃষ্ঠ পুরুষের সম্মুখভাগে থাকে। অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে তাহার সন্তান বক্র চোখা জন্ম হয়। রাবী বলেন, এই প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে ব্যবহার কর– সূরা বাকারা ২২৩)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ يَهُودَ (ইয়াহুদীরা) অনুরূপই মুসলিম শরীফের নুসখায় يَهُودَ শব্দটি غير منصرف হিসাবে ব্যবহৃত। কেননা, ইহা দ্বারা قبيلة اليهود (ইয়াহুদ সম্প্রদায়) মর্ম। সুতরাং تانيث এবং علمية এই দুই سبب এর কারণে غير منصرف হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১০)

ثُمَّ حَمَلَتْ (অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম দ্বারা যোনিদ্বারে সঙ্গম মর্ম, মলদ্বারে নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১০)

(৩৪২৬) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذٰلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

www.e-ilm.weebly.com

(৩৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাইদ, হারুন বিন আবদুল্লাহ ও আবূ মা'ন রুকাশী (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইমাম যুহরী (রহ.) সূত্রে রাবী নুমান বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে। সে (স্বামী) ইচ্ছা করিলে উপুর করিয়া, ইচ্ছা করিলে উপুর না করিয়া (সঙ্গম) করিবে। তবে সঙ্গম একই (যোনি) দ্বারে হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُجَبِّيَةٍ (উপুর) শব্দটির م বর্ণে পেশ ج বর্ণে যবর ب বর্ণে তাশদীদসহ যের অতঃপর ى বর্ণ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ مكبوبة على وجهها (স্ত্রীকে অধোমুখী করিয়া) (নওয়াভী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ (একই (যোনি) দ্বারে হইতে হইবে)। صِمَامٍ শব্দটির ص বর্ণে যের এবং م বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহা হইতেছে المنفذ (ছিদ্র, ফাঁক, পথ, দরজা, জানালা) অর্থাৎ ثقب واحد (একই ফাঁক দিয়া)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে القبل (যৌনিপথ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য হারাম-এর বিবরণ

(৩৪২৭) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(৩৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, স্বামীর বিছানা ত্যাগ করিয়া কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করিলে ফিরিশতাগণ তাহার প্রতি ফজর পর্যন্ত বদ-দু'আ করিতে থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَاجِرَةً (ত্যাগ করে) সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে مهاجرة (ছাড়িয়া যাওয়া, পরিহার করা, দেশত্যাগ করা, হিজরত করা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, مهاجرة শব্দটি প্রকাশ্য হিসাবে مفاعلة এর সীগা হইলেও এই স্থানে مفاعلة এর শব্দ নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে انها هي التى هجرت (তিনি সেই পরিহার-কারিণী)। কখনও مفاعلة শব্দ দ্বারা نفس الفعل (খোদ কর্ম) মর্ম হইয়া থাকে। ফলে তাহার উপর ভর্ৎসনা পতিত হইবে না। তবে যদি সে প্রকাশ্যভাবে পরিহারকারিণী হয় এবং ইহার কারণে তাহার উপর তাহার স্বামী ক্রোধান্বিত থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ (ফিরিশতাগণ তাহার প্রতি লা'নত (বদ-দু'আ) করিতে থাকেন)। আল্লামা المهلب (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহগার মুসলিমের উপর লা'নত করা জায়িয যদি ইহা দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। যাহাতে এই কর্মে সমাবৃত না হয়। আর যদি ঘটনাক্রমে সমাবৃত হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে তাওবা ও হিদায়তের দিকে আহ্বান করা হইবে। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে এই বন্দীত্বের ফায়দা দেয় না; তবে ইহা অন্য দলীল দ্বারা অনুরূপ প্রমাণিত হয়। তবে আমাদের কতক শায়খ আল্লামা

www.e-ilm.weebly.com

মুহাল্লাব (রহ.) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহার উপর সম্মত হইয়া বলেন, নির্দিষ্ট গুনাহগারের প্রতি লা'নত করা জায়িয আছে। কিন্তু এই অভিমতে আপত্তি আছে। সঠিক অভিমত হইতেছে যে, যাহারা (নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি) লা'নত করিতে নিষেধ করেন তাহারা لعنت (অভিসম্পাত)-এর আভিধানিক অর্থে নিষেধ করেন, لعنت এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে هو الابعاد من الرحمة (সে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর হওয়া)। এইরূপ দু'আ কোন মুসলিমের জন্য করা উপযোগী নহে; বরং তাহাকে হিদায়ত, তাওবা ও গুনাহ হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিবে। আর যাহারা লা'নত করা জায়িয মনে করেন তাহারা لعنت এর প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন। لعنت এর প্রচলিত অর্থ হইতেছে مطلق السب (সাধারণ গালি দেওয়া)।

ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, ফিরিশতাগণ গুনাহকারীর জন্য বদ-দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। যেমন তাহারা ইবাদতকারীগণের জন্য কল্যাণ ও রহমতের দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে ইবাদতে মগ্ন থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

حَتّٰى تُصْبِحَ (ফজর পর্যন্ত)। পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে حتى ترجع (ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত)। ইহা ফায়দার দিক দিয়া অধিক। আর প্রথমটি অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হইবে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দলীল যে, শরয়ী ওযর ব্যতীত কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা পরিহার (সহবাস অস্বীকৃতি) করিয়া রাত্রি যাপন করা হারাম। বিছানা পরিহার করার জন্য হায়িয ওযর নহে। কেননা, হায়িয অবস্থায়ও স্বামী তাহার নাভি হইতে হাটু পর্যন্ত স্থান বস্ত্র বাঁধিয়া উহার উপরও অন্যান্য স্থান উপভোগ করার হক রহিয়াছে। আর হাদীছ অর্থ হইতেছে যে, তাহার উপর লা'নত অব্যাহত থাকিবে যেই পর্যন্ত না সুবহে সাদিকের মাধ্যমে গুনাহ করা দূর হয়। স্বামী প্রয়োজন মুক্ত হয় কিংবা সে তাওবা করে এবং বিছানায় ফিরিয়া আসে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

(৩৪২৮) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتّٰى تَرْجِعَ.

(৩৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে তিনি "ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত" বলিয়াছেন।

(৩৪২৯) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضَى عَنْهَا.

(৩৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কসম সেই সত্তার যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে যখন বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহবান করে, তখন সে উহা (সঙ্গমে) অস্বীকৃতি জানায়, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত না সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবে সেই পর্যন্ত স্ত্রীর প্রতি আসমানবাসী ক্রোধান্বিত থাকিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلٰى فِرَاشِهَا (বিছানার (সহবাসের) দিকে)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ الى موضع اضطجاعها معه (সেই স্থানের দিকে যেই স্থানে সে স্বামীর সহিত শয়ন করে)। কিংবা الى ما هو موضع اضطجاعها من فراشه (স্বামীর বিছানায় যেইখানে সে (তাহার সহিত) শয়ন করে)। ফলে ইহাকেই فراشها (তাহার (স্ত্রীর) বিছানা) বলা

www.e-ilm.weebly.com

হইয়াছে। আল্লামা ইবন আবী জামরা (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, الفراش (বিছানা) দ্বারা পরোক্ষভাবে الجماع (সহবাস)কে বুঝানো হইয়াছে। ইহার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে الولد للفراش (সঙ্গমকারীর জন্যই সন্তান)। অর্থাৎ لمن يطأ في الفراش (সন্তান সেই ব্যক্তির যেই বিছানায় সঙ্গম হইয়াছে)। আর এই প্রকার লজ্জাজনক বস্তুসমূহে كناية (পরোক্ষ উল্লেখ) কুরআন মাজীদ ও সুন্নতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে অনেক রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

فَتَأْبَى عَلَيْهِ (তখন সে উহা (সঙ্গমে) অস্বীকৃতি জানায়)। পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে فلم تأته فبات غضبان عليها (তখন সে না আসে আর স্বামী তাহার প্রতি ক্রোধ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই অতিরিক্ত অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, লা'নত উপবেশনের কারণ ইহাই। কেননা এই অবস্থায়ই সে গুনাহকারিণী বলিয়া সাব্যস্থ হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি ক্রোধিত না হয় তাহা হইলে লা'নতের উপযোগীও হইবে না। ইহা হয়তো তাহার শরয়ী ওযরের কারণে কিংবা স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের হক ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ (সেই পর্যন্ত আসমানবাসী তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ফিরিশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন অন্যান্য রিওয়ায়তের মাধ্যমে বুঝা যায়। তবে শ্রেণী বুঝানোর উদ্দেশ্যে শব্দটি একবচন এবং পুংলিঙ্গ লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ان كان النوع الذى فى السماء من المخلوقات ساخطا (সেই পর্যন্ত মাখলুকাতের মধ্যে আসমানে বসবাসকারী তথা আসমানবাসী তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন)। আর ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হইয়াছে। তখন ইহা দ্বারা মর্ম হইবে, সেই পর্যন্ত উর্ধ্বজগতের মহান সত্তা আল্লাহ জালালুহু তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন اين الله فاشارت الى السماء (আল্লাহ তা'আলা কোথায়? তখন আসমানের দিকে ইশারা করিল)। -(ঐ)

حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (যেই পর্যন্ত না সে স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবে)। অর্থাৎ الزوج عن امراته (স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি)। 'ইবন হাযীম' ও 'ইবন হিব্বান' হযরত জারির (রাযিঃ) হইতে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করেনঃ ثلاثة لا تقبل لهم صلوة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة العبد الابق حتى يرجع والسكران حتى يصح والمرأة الساخط على زوجها حتى يرضى (তিন ব্যক্তি, যাহাদের নামায কবূল হইবে না এবং তাহাদের নেক কর্ম আসমানের দিকে যাইবে না। পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে মালিকের কাছে ফিরিয়া আসে, নেসাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ্য হইবে এবং সেই মহিলা যাহার স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট হইবে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১-৫১২)

(৩৪৩০) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(৩৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) আহ্বান

www.e-ilm.weebly.com

করে তখন সে না আসে। অতঃপর স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, সেই স্ত্রীর প্রতি ফিরিশতাগণ ফজর পর্যন্ত বদ-দু'আ করিতে থাকেন।

بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা হারাম-এর বিবরণ

(৩৪৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

(৩৪৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিকৃষ্টতর বলিয়া গণ্য হইবে, যে লোক তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত মিলিত হয়, অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা (অপরের কাছে) প্রকাশ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ (নিকৃষ্টতর লোকদের মধ্যে ...)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, রিওয়ায়তের মধ্যে অনুরূপ اشر শব্দটি الف সহ বর্ণিত হইয়াছে। আহলুন নাহু (আরবী ব্যাকরণবিদগণ) বলেন, أَشَرّ এবং اخير পঠন জায়িয নহে। তবে বলা হইবে هوخيرمنه (সে তাহার হইতে ভালো) এবং هوشرمنه (সে তাহার হইতে মন্দ)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, তবে সহীহ হাদীছসমূহে দুই অভিধানেই বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহাই দলীল যে, উক্ত শব্দদ্বয় দুইভাবেই পঠন জায়িয এবং এতদুভয় দুইটি পরিভাষা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

الرَّجُلَ يُفْضِى الخ (যে লোক তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, الرجل শব্দটি معرفه (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) লওয়া হইয়াছে الجنس (পুরুষ জাতি) বুঝানোর জন্য। ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য নহে। কাজেই ইহা النكرة (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এই কারণেই وصف بالجملة المصدرة بالمضارع লওয়া হইয়াছে। ইহার উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের অনুরূপ যে বহু কিতাব বহন করিয়া রাখিয়াছে– সূরা জুমুআ- ৫) -(ঐ)

ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেয়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগের সময় যাহাকিছু কৃত্রিমতাহীন কথাবার্তা ও কার্যাদী সংঘটিত হয় উহা অপরের কাছে ফাঁস করা হারাম। কেননা ইহা ভদ্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

(৩৪৩২) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ.

(৩৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার

www.e-ilm.weebly.com

কাছে সর্বাধিক বড় আমানতের খেয়ানতকারী হইবে যে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত মিলিত হয়। অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেয়। আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) إِنَّ مِنْ -এর স্থলে) إِنَّ أَعْظَم (নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা বড়) বলিয়াছেন। أَعْظَمِ

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ অর্থাৎ من اعظم نقض الامانة وهتكها (সর্বাপেক্ষা বড় আমানতের খেয়ানতকারী এবং স্ত্রীর সম্মান নষ্টকারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযলের হুকুম

(৩৪৩৩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ.

(৩৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... ইবন মুহায়রীয (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সিরমা (রহ.) হযরত আবূ সাঈদ খাদরী (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। আবূ সিরমা (রহ.) তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সাঈদ (রাযিঃ)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে বাহির হইলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা আরব বংশোদ্ভূত অনেক দাসী লাভ করিলাম। একদিকে আমরা দীর্ঘকাল নারীদের সংস্রব হইতে বঞ্চিত ছিলাম। অপর দিকে আমরা (তাহাদের বিনিময়ে কাফিরদের হইতে ফিদিয়া স্বরূপ) সম্পদ লাভেরও প্রত্যাশী ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং (দাসীরা যেন গর্ভবতী না হইয়া পড়ে সেই জন্য আমরা) আযল করার ইচ্ছা করিলাম। (রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন) আমরা (আযল করার বিষয়ে) পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকিতে আমরা তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়াই কি এইরূপ করিব? অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আযল না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণ সৃষ্টির কথা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন সেই সকল প্রাণ সৃষ্টি হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (ইবন মুহায়রীয (রহ.) হইতে)। مُحَيْرِيزٍ শব্দটি تصغير রূপে পঠিত। তাহার নাম আবদুল্লাহ আর-জুমাহী (রহ.) তিনি মাদানী ছিলেন এবং সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। মুহায়রীয (রহ.)-এর পিতা

মুসলিম ফর্মা -১৩-১৪/২

www.e-ilm.weebly.com

জুনাদা বিন ওহাব মুয়াযযিন আবূ মাহযূরা (রাযিঃ)-এর ভ্রাতৃত্বে ছিলেন এবং তিনি ইয়াতীম হিসাবে মুয়ায্যিন আবূ মাহযূরা (রাযিঃ)-এর ঘরে লালিত-পালিত হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

وَأَبُو صِرْمَةَ (এবং আবূ সিরমা)। صِرْمَةَ শব্দটির ص বর্ণে যের ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহার নাম মালিক। আর কেহ বলেন, কায়স, যিনি আনসারীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) نكاح অনুচ্ছেদে অনুরূপ বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি القدر অনুচ্ছেদে বলেন, তাহার সুহবতের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

يَذْكُرُ الْعَزْلَ (আযল সম্পর্কে আলোচনা ...) অর্থাৎ حكمه (আযল-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা ...)। العزل হইল العزل هو النزع بعد الايلاج لينزل الماء خارج الفرج অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গমের চরম মুহূর্তে বীর্য নির্গত হইবার পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হইতে পুরুষাঙ্গকে বাহির করিয়া বীর্যপাত ঘটানোকে عزل (আযল) বলে। -(ঐ)

غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ অর্থাৎ غزوة بنى المصطلق (গযূয়া বনী মুসতালিক) আর ইহাকে غزوة المريسيع (গযওয়াতুল মরীসী')ও বলা হয়। المصطلق শব্দটির م বর্ণে পেশ ص বর্ণে সাকিন ط বর্ণে যবর ل বর্ণে যের অতঃপর ق বর্ণ দ্বারা পঠিত। প্রসিদ্ধ খায'আ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্রের নাম বনূ মুসতালিক। ঐতিহাসিক আবূ আমর (রহ.) বলেন, গাযওয়ায়ে মরীসী' ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (এইদিকে আমরা দীর্ঘকাল নারীদের সংস্রব হইতে বঞ্চিত ছিলাম)। عُزْبَةُ শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ قلة الجماع (উপভোগের অভাব, অবিবাহিত অবস্থায় কৌমার্য) অর্থাৎ বিবাহের উপকরণের অভাবে আমরা বিবাহ করিতে অপারগ ছিলাম। কাজেই ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, তাহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধে অবস্থানের কারণে স্ত্রী সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। কেননা, মদীনা মুনাওয়ারা হইতে তাহাদের অনুপস্থিতি দীর্ঘকাল ছিল না– কুরতুবী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৩)

وَرَغِبْنَا فِى الْفِدَاءِ (অপর দিকে আমরা সম্পদ লাভের প্রত্যাশী ছিলাম) اى رغبنا فى اخذ الفداء অর্থাৎ আমরা তাহাদের বিনিময়ে কাফিরদের হইতে মুক্তিপণ বাবদ সম্পদ লাভের প্রত্যাশী ছিলাম। ফলে আমরা আশংকা করিলাম যদি তাহাদের সহিত সঙ্গম করি এবং তাহারা গর্ভবতী হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের বিনিময়ে মুক্তিপণ আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই কারণেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের জন্য কি আযল করা জায়িয হইবে? -(ঐ)

فَقُلْنَا نَفْعَلُ (আমরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম আমরা কি এইকাজ করিব)? এই বাক্যে حرف استفهام (প্রশ্নবোধক অব্যয়) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ انفعل (আমরা কি এইরূপ কাজ করিব?) সম্ভবতঃ কতক সাহাবা এইরূপ কাজ করার পর প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছিল। সুতরাং এই হাদীছ এবং পরবর্তী (৩৪৩৫নং) হাদীছে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৩)

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا (এই কাজ না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই)। সহীহ মুসলিম (রহ.)-এর পরবর্তী (৩৪৩৮নং) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে لا عليكم ان لا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم اقرب الى النهى. (উহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা, ইহা তাকদীরের বিষয়। রাবী মুহাম্মদ অর্থাৎ ইবন সীরীন (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ "তোমাদের কোন ক্ষতি নাই" খানা নিষেধাজ্ঞারই অধিক নিকটবর্তী)। ইমাম মুসলিম (রহ.) (পরবর্তী ৩৪৩৯নং হাদীছে) ইবন আওন (রহ.)-এর সূত্রে মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত ছাড়া অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবন আওন (রহ.) বলেন, আমি উহা হাসান বাসরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম। ইহা ছিল সতর্কবাণী স্বরূপ।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তাহারা لا (না) দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাই বুঝাইয়াছেন। তাহাদের মতে لا -এর পরে উহ্য বাক্যসহ অনুরূপ হইবে لاتعزلوا وعليكم ان لاتفعلوا (তোমরা আযল করিও না। আর তোমাদের এইরূপ করা চাই না) কিংবা عليكم শব্দটি নিষেধাজ্ঞার তাকীদের জন্য ইরশাদ করিয়াছেন।

'আযল' শরীআতে জায়িয কিনা, এই বিষয়ে সালাফি সালিহীন (রহ.)-এর মধ্যে মতানৈক্য আছে।

আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই ব্যাপারে একমত যে, স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে আযলের ব্যাপারে পূর্বে অনুমতি নিতে হইবে। কেননা, সহবাস স্ত্রীর হক এবং ইহাতে তাহার দাবী (مطالبة) আছে। আর আযলবিশিষ্ট সহবাস স্বাভাবিক সহবাস নহে।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন হক নাই। বিশেষ করিয়া এই মাসয়ালায় যে, স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা জায়িয কিনা? তাহাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রহিয়াছে।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মতে আযল জায়িয। আর উহা মুতায়াখ্খিরীনের মতে অবস্থার বিবেচনায় জায়িয।

মাযাহিবুছ ছালাছা তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মতে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমিত ব্যতীত আযল করা জায়িয নাই। তবে ক্রীতদাসীর সম্মতি ব্যতীত আযল করা জায়িয।

আযল-এর নিষেধাজ্ঞার علة (কারণ) সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীর হক হাতছাড়া হওয়ার কারণে। আর কেহ বলেন, তাকদীরের বিরোধিতা হওয়ার কারণে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

خَلْقَ نَسَمَةٍ (যত প্রাণ সৃষ্টি করিবেন)। نَسَمَةٌ শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইল النفس (আত্মা, প্রাণ, প্রাণী, মানুষ ইত্যাদি) অর্থাৎ যত প্রাণী সৃষ্ট করার কথা আল্লাহ তা'আলা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা সৃষ্টি হইবেই। চাই তোমরা আযল কর কিংবা না কর। নির্ধারিত বস্তু অস্তিত্বে আসিবেই, আযল উহা বারণ করিতে পারিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর হুকুম ঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহাতে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্য আদর্শ পন্থা দেখানো হইয়াছে। ইসলামী শরীআতের সংবিধান হইল কুরআন মজীদ আর উহার বাস্তব রূপ হইল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। মুসলমানগণকে কুরআন-সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে সুদৃঢ়ভাবে থাকিতে হইবে। সুস্থ ও সুন্দর পরিবার ইসলামের কাম্য। বর্তমান যুগে পরিবার পরিকল্পনা নামে যে 'আদর্শ পরিবার' ও 'ছোট পরিবার' গঠনের কথা প্রচার করা হইতেছে, উহা যদি অভাব অনটন মূখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উহা জাহিলিয়্যাত যুগের আকীদার মতই হইবে। কেননা, রিযিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিয়াছেন– সূরা হূদ ৬) আবার দুন্‌ইয়া দারুল আসবাব হিসাবে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া 'আযল' বা সাময়িক ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা দুইটি সন্তানের মধ্যকার সময়ের দূরত্ব করণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবৈধ নহে, কারণ আল্লাহ তা'আলা একটি শিশু সন্তানকে মায়ের উদর ও দুধ পানের জন্য ৩০ মাস সময় দিয়াছেন। মায়ের স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ লাভ পর্যন্ত অন্য একটি শিশু উদরে না আসার ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর রহিয়াছে।

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেন, আজকাল দুন্‌ইয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাহাতে গর্ভসঞ্চারই হয় না। এমন শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকেও وادخفى অর্থাৎ "গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা" আখ্যা দিয়াছেন। -(সহীহ মুসলিম ৩৪৫৪ নং হাদীছ)। অন্য কতক রিওয়ায়তে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা

www.e-ilm.weebly.com

আছে। ইহাতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যাহাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। ইহা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাহাও এইভাবে করিতে হইবে যাহাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হইয়া যায়। আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতকগুলি এমন, যাহা দ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শরীআতে কোনক্রমেই ইহার অনুমতি নাই। -(মাআরিফুল কুরআন)

আল্লাহভীরু অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক সন্তান ধারণে মহিলার প্রাণহানির প্রবল আশংকার ব্যবস্থা পত্র না থাকিলে স্ত্রীদের সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হারাম। কেননা, ইহাতে تغير خلق الله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয়, যাহা হারাম। তাহাছাড়া স্থায়ীভাবে বন্ধাকরণের কারণে পরিবারের উপর অশান্তির কালোছায়া পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন–

- ◈ পরিবারের কোন স্ত্রীর এক বা দুইটি সন্তান জন্মের পর বন্ধা করিয়া ফেলিলে অতঃপর দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলে স্বামী ও বন্ধাকৃতা স্ত্রী উভয়ই বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইবে।
- ◈ বন্ধাকৃতা বিধবা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হইতে পারে।
- ◈ জন্মনিয়ন্ত্রনের সাময়িক ঔষধ-পত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন না করার কারণে সমাজে ব্যাভিচারের ন্যায় কবীরা গুনাহ অধিক হইবে। ইহাতে 'এইডস' নামক সংক্রামক ব্যধির বিস্তার লাভ করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইবে।
- ◈ সাধারণতঃ সমাজের ধনী ও শিক্ষিত পরিবারেই জন্মনিয়ন্ত্রণে অধিক আগ্রহী। ফলে সমাজে দক্ষ ও মেধাবী লোকের অভাব হইবে। অথচ দক্ষ ও মেধাবী লোক সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৩৪৩৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(৩৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বণূ হাশিমের আযাদকৃত দাস মুহাম্মদ বিন ফারাজ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হারবান (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী রবীআ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে তিনি (এতখানি অতিরিক্ত) বলিয়াছেন, "কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যত মাখলূক সৃষ্টি করিবেন উহা লিখিয়া দিয়াছেন।"

(৩৪৩৫) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

(৩৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যু'বায়ী (রহ.) তিনি ... ইবন মুহায়রীয (রহ.) হইতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা (বণূ মুসতালিকের যুদ্ধে) কতক বাঁদী লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমরা (তাহাদের সহিত) আযল করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে,

নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে। (কর্মটিকে অস্বীকার করণার্থে তিনবার বলিলেন) বস্তুতঃ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যেই সকল প্রাণী অস্তিত্বময় হওয়ার (বিষয়ে লিখিত আছে) তাহা সৃষ্টি হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ (নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে) বাক্যটি তিনি তিনবার ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা কাজটি অস্বীকার করা মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ (তবে ইহা সৃষ্টি হইবেই)। অর্থাৎ যত প্রাণী অস্তিত্বময় হওয়ার বিষয়টি তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে ততপ্রাণী অস্তিত্ব লাভ করিবেই। ইহাতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

(৩৪৩৬) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

(৩৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, রাবী আনাস বিন সীরীন (রহ.) বলেন, আমি মা'বাদ বিন সীরীন (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম। আপনি এই হাদীছ আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে আযল তরক করার মধ্যে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা সকল বীর্য দ্বারা সন্তান হয় না। আবার এমন কত লোক আছে যে আযল করে না, অথচ তাহার সন্তান হয় না। ইহা তো তাকদীরের বিষয়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই করিবেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪-৫১৫)

(৩৪৩৭) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ.

(৩৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন সীরীন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি আযল সম্পর্কে বলিয়াছেন : ইহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা, ইহা তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বাহয (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে যে, শু'বা (রহ.) বলেন, আমি আনাস বিন সীরীন (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি এই হাদীছ কি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

www.e-ilm.weebly.com

(৩৪৩৮) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ.

(৩৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' যাহরানী ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেন, এই কাজ না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়। মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) বলেন, তাঁহার ইরশাদ "তোমাদের কোন ক্ষতি নাই" খানা নিষেধাজ্ঞারই অধিক নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ (মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) হইতে)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে মুহাম্মদ (রহ.) হইলেন, ইবন সীরীন (রহ.)। কোন কোন হাশিয়ায় عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান) লিখা হইয়াছে। ইহা ভুল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

(৩৪৩৯) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

(৩৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আযল-এর উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা উহা কেন করিতে চাও। তাহারা জবাবে আরয করিলেন, কোন ব্যক্তি আছে যাহার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তাহার সহিত সহবাস করিতে হয়। অথচ ইহাতে গর্ভবতী হউক ইহা সে পছন্দ করে না। আবার কাহারও ক্রীতদাসী আছে, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে হয় কিন্তু ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে পছন্দ করে না। তিনি (জবাবে) বলিলেন, উহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়।

রাবী ইবন আওন (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছ হাসান বাসরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! নিশ্চয়ই ইহা ধমকের স্বরে নিষেধ করা ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ (ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে অপছন্দ করে) ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, আযল-এর কারণ দুইটি (এক) স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে সে যদি গর্ভবতী হয় তবে ইহার কারণে স্তন্য পায়ী শিশুর ক্ষতির কারণ হইতে পারে। (দুই) দাসীর সহিত সঙ্গমের মাধ্যমে গর্ভবতী হইলে সে উম্মু ওলাদ হইয়া যাইবে। ফলে হয়তো সে অহমিকা প্রদর্শনকারিণী হইবে কিংবা উম্মু ওলাদ হইলে সেই দাসীকে বিক্রি করা অসুবিধা হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

www.e-ilm.weebly.com

(৩৪৪০) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ.

(৩৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... ইবন আওন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবরাহীম (রহ.)-এর সূত্রে আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) বর্ণিত হাদীছ তথা আযল সম্পর্কিত হাদীছ মুহাম্মদ (বিন সীরীন রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার কাছেই আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৪৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ.

(৩৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মা'বাদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি রাবী ইবন আওন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ তাঁহার ইরশাদ اَلْقَدَرُ (তাকদীর) পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

(৩৪৪২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا.

(৩৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে 'আযল' সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, "তোমাদের কেহ এই কাজটি কেন করে?" কিন্তু তিনি এইরূপ ইরশাদ করেন নাই "তোমাদের কেহ যেন এই কাজ না করে।" অবশ্যই এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নাই যাহাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ (তিনি ইরশাদ করেন নাই "তোমাদের কেহ যেন এই কাজ না করে)। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে তাহাদেরকে এই কাজ হইতে নিষেধ করেন নাই। তবে ইশারা করিয়াছেন যে, এই কাজ বর্জন করা উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

(৩৪৪৩) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ.

(৩৪৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

www.e-ilm.weebly.com

'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, সকল বীর্যেই সন্তান সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন ইহাকে কোন কিছুই বারণ করিতে পারে না।

(৩৪৪৪) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(৩৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মুনযির বাসরী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪৪৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

(৩৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন। আমার একটি ক্রীতদাসী আছে যে আমাদের খেদমত ও পানি বহনে নিয়োজিত। আমি তাহার উপর তাওয়াফ (সঙ্গম) করিয়া থাকি। কিন্তু সে গর্ভবতী হউক উহা আমি অপছন্দ করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার। কিন্তু তাহার তাকদীরে সন্তান থাকিলে উহা তাহার মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করিবেই। কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিল, দাসীটি গর্ববতী হইয়া গিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহার তাকদীরে যাহা আছে তাহা অস্তিত্বলাভ করিবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا (আমি তাহার উপর তাওয়াফ করি) অর্থাৎ اجامعها (আমি তাহার সহিত সঙ্গম করি)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ (তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার)। আল্লামা ইবনু মুলক (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গমকারী ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীতদাসীর সহিত আযল করা জায়িয আছে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তবে হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায়, ইহা উত্তমের খেলাফ। -(ঐ)

(৩৪৪৬) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

(৩৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু

www.e-ilm.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, আমার একটি দাসী আছে। আমি তাহার সহিত আযল করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই কাজ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার কোন কিছুই বাঁধা দিতে পারে না। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেই দাসীটির সম্পর্কে আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম সে গর্ভবতী হইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁহার (প্রেরিত) রসূল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁহার রসূল)। এই স্থলে অর্থ হইতেছে যে, আমি তোমাদের যাহা বলি, তাহা হক। কাজেই তোমরা ইহার উপর আস্থা রাখ এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখ সুবহে সাদিকের ন্যায় বাস্তবায়িত হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৬)

(৩৪৪৭) وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(৩৪৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

(৩৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আযল করিতাম আর কুরআন মজীদও অবতীর্ণ হইত। রাবী ইসহাক (রহ.) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, সুফয়ান (রহ.) বলেন, যদি ইহাতে নিষেধাজ্ঞার কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে কুরআন মজীদেই আমাদেরকে নিষেধ করা হইত।

(৩৪৪৯) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযল করিতাম।

(৩৪৫০) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عنه.

(৩৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমায়ী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

www.e-ilm.weebly.com

এর যুগে আযল করিতাম। অতঃপর এই খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলেও তিনি আমাদের ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمْ يَنْهَنَا عنه (তিনি আমাদেরকে ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই)। অর্থাৎ لم يصرح لنا بتحريمة (তিনি আমাদেরকে আযল হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৬)

بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীর সহিত সঙ্গম করা হারাম

(৩৪৫১) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ.

(৩৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমের তৈরী একটি তাঁবুর দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তথায় আসন্ন প্রসবা জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে দেখিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি তাহার (যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার) সহিত সঙ্গম করার ইচ্ছা করিয়াছে। সাহাবাগণ আরয করিলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহাকে এমন লা'নত দেই, যেই লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে? আর কিরূপে সে তাহাকে (গর্ভস্থ সন্তানকে) খাদিম তথা দাস বানাইবে, অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَتَى بِامْرَأَةٍ (জনৈক মহিলার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আমি أَتَى শব্দটিকে همزه বর্ণে যবরসহ সংরক্ষণ করিয়াছি। অর্থাৎ مر بأمراة (জনৈক মহিলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

مُجِحٍّ শব্দটির م বর্ণে পেশ ج বর্ণে যের অতঃপর ح বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। هى القريبة الوضع (সে আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী মহিলা)। ইহাতে স্ত্রীলিঙ্গে ة লওয়া হয় নাই। কেননা, ইহা মহিলাদের বিশেষ একটি গুণ। যেমন حامل، طاهر، حائض প্রভৃতি শব্দ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (পশমের তৈরী তাঁবুর দরজার পাশ দিয়া) القسطاط হইল الخباء (তাঁবু)। هو بيت الشعر (উহা পশমের তৈরী ঘর)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

أَنْ يُلِمَّ بِهَا (তাহার সহিত সঙ্গম করার ...) অর্থাৎ يطؤها (তাহার সহিত সঙ্গম করিতে) অথচ সে ছিল গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসী। আর গর্ববতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসীর সন্তান প্রসব হইবার পূর্বে সঙ্গম করা হালাল নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا (আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, তাহাকে এমন লা'নত দেই) মনস্থকৃত লা'নত তাহার উপর পতিত হয় নাই। কেননা, পূর্বে ইহা হইতে নিষেধ বর্ণিত হয় নাই। হ্যাঁ, নিষেধাজ্ঞার পর যদি কেহ

www.e-ilm.weebly.com

এই কাজে সমাবৃত হয় তাহা সে এই লা'নতসহ কবরে প্রবেশ করিবে। এমনকি ইহা তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ (লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে)। অর্থাৎ يوصلــه الى جهنــم (তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিবে)। আল্লাহ তা'আলার কাছে ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ (কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ তাহা তাহার জন্য বৈধ নহে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার সহিত সহবাস করা হারাম। কেননা, এই মহিলা যদি ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে এই সন্দেহ সৃষ্টি হইবে যে, এই সন্তান কি কয়েদকারী মুসলিম ব্যক্তির না কি সেই কাফির ব্যক্তির যাহার কাছে এই মহিলা কয়েদের পূর্বে ছিল। কাজেই উক্ত সন্তান যদি মুসলমানের হয় তাহা হইলে একে অপরের ওয়ারিছ হইবে। আর যদি কাফির ব্যক্তির হয় একে অপরের ওয়ারিছ হইবে না এবং তাহার সহিত রক্ত সম্পর্কীয় সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ফলে অন্যান্য দাসের মত তাহার নিকট হইতেও দাস হিসাবে খেদমত নেওয়া বৈধ হইবে। এই পদ্ধতিতে যদি সে উক্ত সন্তানকে নিজের গণ্য করে এবং ওয়ারিছ বানায় তাহা হইলে অপরের সন্তানকে নিজে ওয়ারিছ বানাইল আর যদি প্রথম পদ্ধতি হিসাবে গোলাম বানায় এবং মীরাছ হইতে মাহরূম করে তাহা হইলে নিজের সন্তানকে ওয়ারিছ হইতে বঞ্চিত করিল এবং দাস বানাইল। সুতরাং এই মন্দ হইতে বাঁচিবার জন্য সন্তান প্রসবের উপর গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনীর সহিত সঙ্গম করা হারাম। যাহাতে একজনের সন্তান অন্য জনের সহিত সংমিশ্রণ না হয়। -(ঐ)

(৩৪৫২) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীলা তথা স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ আযল করা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৩৪৫৩) وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُسْلِم وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ.

(৩৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালীফ বিন হিশাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জুদামা বিন ওহাব আল আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমার কাছে উল্লেখ করা হইল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকরা অনুরূপ করে। অথচ উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। রাবী খালাফ (বিন হিশাম রহ.) তাহার বর্ণিত সনদে (জুদামা বিন ওহাব আল আসাদিয়া-এর স্থলে) "জুযামা আল

www.e-ilm.weebly.com

আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে" বলিয়াছেন। (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,) বিশুদ্ধ হইল 'জুদামা' নুকতাবিহীন। যাহা রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম)। ভাষাবিদগণ বলেন, এই স্থানে الْغِيلَةَ শব্দটির غ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাকে غيل (গর্ভাবস্থায় বাচ্চাকে পান করানো দুগ্ধ) বলা হয়। غيل শব্দটির غ বর্ণে যবরসহ هاء বর্ণ লোপ করিয়া পঠিত) তবে অন্য রিওয়ায়তে ইমাম মুসলিম غيال তথা غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে বর্ণনা করিয়াছে। ভাষাবিদগণের এক জামাআত বলেন, الغيلة শব্দটির غ যবর দ্বারা পঠনে অর্থ المرة الواحدة (একবার)। আর غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ইহা الغيل এর নাম। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা যদি وطى المرضع (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস) মর্ম নেওয়া ইচ্ছা করা হয় তাহা হইলে الغيلة এবং الغَيلة শব্দদ্বয় যথাক্রমে غ বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠন জায়িয।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত الغيلة দ্বারা মর্ম কি? এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে এবং আসমায়ী ও অন্যান্য ভাষাবিদগণ বলেন, الغيلة এবং الغيل দ্বারা মর্ম হইতেছে ان يجامع امراته وهى مرضع (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা)। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) বলেন, الغيل হইতেছে ان ترضع المراة وهى الحامل (গর্ভবতী অবস্থায় মহিলা শিশুকে দুগ্ধ পান করানো)। প্রথম মর্মের বিবেচনায় বাচ্চার ক্ষতির আশংকা মাকরূহ। কেননা, বীর্য দুগ্ধ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে। ডাক্তারগণ বলেন, এই দুগ্ধে রোগ-ব্যাধি আছে। আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, এই অবস্থায় স্বামী বীর্যপাত ঘটাক কিংবা না উভয়ই সমান। কেননা, স্বামী যদি বীর্য নাও ঘটায় তাহা হইলেও স্ত্রীর বীর্যপাত ঘটিবেই। ফলে ইহা দুগ্ধে ক্ষতি পৌঁছাইবে।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা জায়িয। কেননা, তিনি ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই। জমহুরে উলামার মতে ইহা দ্বারা দুগ্ধের কোন ক্ষতি করে না আর যদি করে উহা যৎসামান্য। অধিকন্তু হাদীছের শেষাংশ "তথা যদি উহা ক্ষতিকারক হইত তাহা হইলে পারস্য ও রোমবাসীর সন্তানদের ক্ষতি হইত" দ্বারাও জায়িয হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করা যায়। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবনের দিক হইতেছে যে, তাহারা যখন দেখিলেন পারস্য এবং রোমবাসী সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না তখন আরবীগণেরও ক্ষতি হইবে না। কেননা, আরববাসীগণ আকৃতি-প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত দিক দিয়া তাহাদের সহিত শরীক রহিয়াছেন। ফলে আরববাসীদের সন্তানেরও কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৭)

(৩৪৫৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}

(৩৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... উক্কাশার ভগ্নি জুদামা বিনত ওহাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি কিছু লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে হাযির হইলাম। তখন

www.e-ilm.weebly.com

তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমি রোম ও পারস্য বাসী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইলাম যে, তাহারা তাহাদের স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহা তো গোপন হত্যা। রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) মুকরা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আর উহা হইতেছে وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (এবং জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে– সূরা তাকবীর ৮)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ (উহা তো গোপন হত্যা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الواد হইতেছে কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা। জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের লোকরা অসম্মান ও অভাব-অনটনের আশংকায় কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিত। موؤدة-ও সেই জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযলকে واد (হত্যা) বলিয়াছেন। কেননা, আযল দ্বারাও যেন সন্তান নষ্ট করা। কেননা, সন্তান বীর্য দ্বারাই সৃষ্ট হয়। কাজেই যেই ব্যক্তি বীর্য বরবাদ করিল সে সন্তান বরবাদ করিল। যেমন কেহ বলিল বীজ ধ্বংস করার দ্বারা গাছ ধ্বংস করা হয়।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) হযরত জুদামা বিন ওহাব (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আযল করা হারাম। এই হিসাবে আলোচ্য হাদীছখানা নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থের দুইখানা হাদীছের বিপরীত হয়। যেমন হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ : قال كانت لنا جوارى ولنا نعزل فقالت اليهود ان تلك الموؤدة الصغرى- فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذب اليهود لو اراد الله خلقه لم تستطع رده (হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমাদের অনেক ক্রীতদাসী ছিল এবং তাহাদের সহিত আমরা আযল করিতাম। তখন ইয়াহুদীরা বলিল, ইহা তো ছোট জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। অতঃপর এই ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যদি কাহাকেও সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইহা খন্ডন করা কাহারও ক্ষমতা নাই)। এই হাদীছ এবং জুদামা (রাযিঃ) হাদীছের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, জুদামা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে। অধিকন্তু বিশেষজ্ঞগণের কতক বলেন, জুদামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জুদামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আহলে কিতাবগণের মুয়াফিক প্রাথমিক হুকুম দিয়াছিলেন। কেননা, সেই সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতরণ না করিত সেই সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের মুয়াফিক করিতেই পছন্দ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহার হুকুম জানাইয়া দেন। ফলে তিনি বলিয়াছেন ইয়াহুদীরা যাহা বলে তাহা মিথ্যা।

'আবদুর রাজ্জাক' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে আছে যে, انه انكر ان يكون العزل واد (তিনি আযল গোপন হত্যার পর্যায়ে হওয়াকে অস্বীকার করেন) এবং বলেন, বীর্য প্রথমে পানি থাকে, অতঃপর জমাটবদ্ধ রক্ত, অতঃপর মাংসখণ্ড, অতঃপর হাড়, অতঃপর উহাতে গোশত পেঁচানো হয়। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন এই সকলের পূর্বে হইল 'আযল'।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, হযরত উমর এবং আলী (রাযিঃ) এতদুভয়ের মতে আযল موؤدة (জীবন্ত প্রোথিত) নহে। যেই পর্যন্ত না উহার উপর সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিবে।

www.e-ilm.weebly.com

আবূ ইয়ালা (রহ.) প্রমুখ উবায়দ বিন রিফা'আ হইতে, তিনি তাহার পিতা রিফাআ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদা উমর, আলী, যুবায়র এবং সা'দ (রাযিঃ)সহ একদল সাহাবা বসা ছিলেন। এমন সময় আযল সম্পর্কে আলোচনা হইল। তখন তাহারা বলিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক লোক বলিলেন, ইয়াহুদীরা তো ইহাকে الموؤدة الصغرى (ছোট জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) বলেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা موؤدة (জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) নহে। যতক্ষণ না উহার পর সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিবে। সাতটি পর্যায় হইতেছে (এক) মৃত্তিকার (খাদ্যের) সারাংশ, (দুই) অতঃপর বীর্য, (তিন) অতঃপর জমাট রক্ত, (চার) অতঃপর মাংসখণ্ড, (পাঁচ) অতঃপর হাড়, (ছয়) তারপর গোশত, (সাত) অতঃপর (প্রাণ সঞ্চারণ পূর্বক) অন্য সৃষ্টি হয়। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, আল্লাহ পাক তোমার হায়াত দীর্ঘ করুন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৮)

(৩৪৫৫) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ

(৩৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জুদামা বিন ওহাব আল-আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বিন আবূ আইয়্যূব (রহ.) হইতে আযল ও গীলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (গীলা-এর স্থলে) গিয়াল বলিয়াছেন।

(৩৪৫৬) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ.

(৩৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সা'দ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) তাহার পিতা সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীর সহিত আযল করিয়া থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কর কেন? জবাবে লোকটি বলিল, আমি তাহার সন্তানের কিংবা তাহার সন্তানদের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই কাজ যদি ক্ষতিকর হইত তাহা হইলে পারস্য ও রোমবাসীদের (সন্তানদের)ও ক্ষতি করিত। রাবী যুহায়র (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, এই কাজ (আযল) যদি (সন্তানের ক্ষতি হইতে রক্ষার) উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহা যথার্থ নহে। কেননা, ইহা (আযল) পারস্য ও রোমবাসীদের (সন্তানদের) কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَاحَيْوَةُ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হায়াত) কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই 'হায়াত' হইতেছে হায়াত বিন শুরায়হ আত-তামীমী (রহ.)। তাহার উপনাম আবূ যুরআ (রহ.)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৮)

حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আয়্যাশ বিন আব্বাস)। তিনি হইলেন, আয়্যাশ বিন আব্বাস আল কিতবানী (রহ.)। القتبانى শব্দটির ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে 'কিতবান'-এর দিকে সম্বন্ধ। তিনি রঈন গোত্রের লোক। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৯)

أُشْفِقُ (আমি আশংকা করি)। أُشْفِقُ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ এবং ف বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ أخاف (আমি ভয় করি)।

عَلٰى وَلَدِهَا (তাহার সন্তানের জন্য)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যাহা তাহার পেটে আছে। যাহাতে অপর একটি সন্তান তাহার গর্ভে না আসিয়া যায়। এইরূপ হইলে তাহাদের উভয়ই দুর্বল হইয়া যাইবে। কিংবা তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সহবাসের দ্বারা শিশুর ক্ষতি হইতে পারে। আর এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই প্রাধান্য। আর কেহ বলেন, আমি আশংকা করি যে, যদি তাহার সহিত আযল না করি তাহা হইলে সে গর্ভবতী হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হইবে। -(ঐ)

ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ (পারস্য ও রোমবাসীদের ক্ষতি করিত)। অর্থাৎ এতদুভয় দেশের অধিবাসীদের সন্তানদের ক্ষতি করিত। অথচ বাস্তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না।

مَا ضَارَ ذٰلِكَ فَارِسَ (ইহা (আযল) পারস্যবাসীদের (সন্তানদের) কোন ক্ষতি করে না)। ضَارَ শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত অর্থাৎ ما ضرهم (তাহাদের কোন ক্ষতি করে না)। যেমন বলা হয় ضاره يضيره ضيرا এবং ضَرَّه يضره ضَرًّا ضُرًا আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৯)

تم بفضل الله تعالى وعونه الجزء الثالث عشر من شرح البنغالية

ويليه الجزء الرابع عشر ان شاء الله تعالى اوله كتاب الرضاع

১৩তম খণ্ড সমাপ্ত

১৪তম খণ্ডে কিতাবুর রিযা'

www.e-ilm.weebly.com